জিন

এবং

জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিকার

মূলঃ
ড. আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহীম আমীন
মূল সম্পাদনাঃ
ওয়াহীদ বিন আবদুস সালাম বা-লী

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

www.quraneralo.net

Contents

জিন
এবং
জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা
কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিকার

মূল:
ড. আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহিম আমীন

মূল সম্পাদনা:
ওয়াহীদ বিন আব্দুস সালাম বা-লী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত



প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে
অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান
করে সহযোগিতা করুন।

www.quraneralo.net

Contents

জিন এবং জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা
কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিকার

মূলঃ
ড. আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহিম আমীন

মূল সম্পাদনাঃ
ওয়াহীদ বিন আব্দুস সালাম বা-লী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৫

প্রকাশনায়ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েবঃ www.tawheedpublications.com
ইমেলঃ tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদঃ আল-মাসরূর

মূল্যঃ ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র।

মুদ্রণঃ
হেরা প্রিন্টার্স.
২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

www.quraneralo.net

Contents

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকা	6
ভূমিকা	9
অধ্যায়: ১	17
জিনের সংজ্ঞা	17
জিন ও শয়তান প্রসঙ্গে মানুষের তাওহীদ সংক্রান্ত বিশ্বাস	18
জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ	24
জিন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ	26
মানুষের উপরে জিনদের কিছু ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রয়েছে:	29
পাগলামি ও মৃগী রোগ জিন দ্বারা সংঘটিত হয়:	30
জিন দ্বারা সংঘটিত রোগ ও ক্ষতির ধরণ:	33
যেসব কারণে মানুষ জিনকে ভয় পায়:	34
জিন সম্পর্কে মানুষের অযৌক্তিক ভয়ের চিকিৎসা	35
বাড়ি থেকে কিভাবে জিন বিতাড়িত করা যায়?	55
যেসব কারণে জিনরা মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে	56
জিন ভর করার লক্ষণ	63
কুরআনিক নিরাময় ব্যবস্থার অনুশীলনকারী সম্পর্কিত বর্ণনা ও শর্তাবলী	65
কিভাবে অসুস্থতা সনাক্ত করা হয়?	66
যেসব আয়াত জিনকে শাস্তি দেয়	85
ভারতীয় কস্টাস (সুগন্ধীযুক্ত বৃক্ষ) বৃক্ষের তৈরি নাকের ড্রপ	95
ভারতীয় কস্টাসের তৈরি নাকের ড্রপ প্রয়োগ পদ্ধতি	97
জিন যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং আবার ফিরে আসে, তাহলে যে যে আয়াত পাঠ করতে হবে	112
জিন ও মানুষের ভালোবাসার চিকিৎসা	114
জিনের ক্ষতি এড়ানো এবং শয়তান থেকে রক্ষার দশটি উপায়	115
চিকিৎসা পদ্ধতির সংশোধন	115
অধ্যায়: ২	135
জাদুটোনা ও জাদুকর	135
জাদুটোনার অস্তিত্বের প্রমাণ	136
জাদুটোনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত আলিমগণের মতামত	138
জাদুটোনার প্রকারভেদ	139
গ্রহ ও নক্ষত্রের জাদু	140
যেসব শর্ত জাদুকরের জন্য অবশ্য পালনীয়	144

www.quraneralo.net

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাদুকর সমাজে যা যা করেন	146
জাদুকর যেভাবে জাদুটোনা করেন	147
আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর জাদুটোনার প্রভাব	150
জাদুটোনা সম্পর্কিত কার্যকর তথ্য	150
নিম্নোক্ত প্রাকটিশনারদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন	152
যেসব লক্ষণ দিয়ে জাদুকরকে চেনা যায়	153
জাদুকরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা	153
জাদুটোনা থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন?	157
জাদুটোনার চিকিৎসা	162
জাদুটোনার চিকিৎসায় সোনামুখীর রস পান	167
যেভাবে পানীয় তৈরি করবেন	169
জাদুটোনার জন্য কাপিং (কাঁচপ্রয়োগে চিকিৎসা) থেরাপী	170
কাপিংয়ের সময়	173
যৌন অক্ষমতার চিকিৎসা	174
ফারাওদের অভিশাপের রহস্য	179
অধ্যায়: ৩	194
বদ নজর, হিংসা (হাসাদ): সুরক্ষা ও প্রতিকার	194
বদ নজর	194
কুনজর বাস্তব	198
বদনজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য	199
হিংসা (হাসাদ)	199
হিংসাকারীর বৈশিষ্ট্য জানা যাতে তাকে এড়িয়ে চলা যায়	201
হিংসুকের বৈশিষ্ট্যাবলী	202
ইসলামের আলোকে হিংসার প্রতিকার	203
কু-নজরে সৃষ্ট অসুস্থতার ধরন	205
কুনজর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগেই একে বাতিল করা	206
কুনজরে আক্রান্ত হওয়ার পরে এর প্রতিকার	207
কিভাবে ধৌতকাজ সম্পন্ন করতে হবে?	209
কাউকে ধৌত করতে বলা হলে সেটা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে	209
রুকিয়া ও যিকিরের মাধ্যমে কুনজরের চিকিৎসা	210
বদনজর ও হিংসা থেকে বাঁচার জন্য বহুল বিস্তৃত তিরস্কারযোগ্য বিদয়াতসমূহ	213
অধ্যায়: ৪	216
মানসিক ও স্নায়বিক রোগ	216

www.quraneralo.net

Contents

বিষয়	পৃষ্ঠা
মতিবিভ্রম	216
স্নায়ুরোগ	218
শিশুদের স্নায়ুরোগ	220
ইলেক্ট্রনিক গেমস ও শিশুদের স্নায়ুরোগ	221
যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়ে মেডিক্যাল এপিলেপসিকে আলাদা করা যায়	221
স্নায়ুরোগের চিকিৎসা	222
বিষণ্নতা	222
উদ্বেগ	229
ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের গুণাবলী	232
ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা অর্জনে সহায়ক গুণের তালিকা	233
বড় গুনাহর তালিকা	238
সাধারণ পরিভাষায় নিষিদ্ধ কাজের তালিকা	241
অধ্যায়: ৫	244
মন্দ ও ধূর্ত অত্যাচারী শাসকের বিপরীতে শক্তিশালী সুরক্ষা	245
সকাল ও বিকালে যিকির	245
বিভিন্ন ধরনের যিকির	265
ঘুমানোর সময় কী বলা উচিত	265
রাতে যিনি ঘুমাতে পারেন না তিনি কী বলবেন	266
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কী বলা উচিত	268
স্বপ্নে পছন্দনীয় অথবা অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে কী বলা উচিত	268
টয়লেটে প্রবেশের দোয়া	270
খাওয়া ও পান করার আগে বিসমিল্লাহ বলা	271
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কী বলা উচিত	273
কারো গৃহে প্রবেশের সময় কী বলা উচিত	274
সহবাসের সময় যা বলতে হবে	275
রাগান্বিত অবস্থায় কী করা উচিত	276
সন্তানের সুরক্ষার জন্য দোয়া	278
নিঃসঙ্গতার সময় যা বলতে হবে	279
শয়তানের কারণে ভয় পেলে কী করা উচিত	283
পোষা মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে কী বলা উচিত	285
যদি কারো কাছে গুল জিন উপস্থিত হয় তখন তার কী বলা উচিত	285
নতুন জায়গায় যাত্রাবিরতি করলে যা করা উচিত	286
উপসংহার	286

www.quraneralo.net

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য, ক্ষমা ও হেদায়াত প্রার্থনা করি। আমাদের নফসের খারাবী হতে এবং আমাদের মন্দ কর্ম হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। নেই তাঁর কোন অংশীদার বা সহযোগী এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রাসূল।

পবিত্র কুরআনের দ্বারা রোগের চিকিৎসার অনুশীলন কিছুকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অতি অল্প সংখ্যক বিদ্বানের নিকট ছাড়া এতটাই অজানা হয়ে পড়েছিল যে, লোকেরা যাদুকর আর ভবিষ্যদ্বক্তাদের ছাড়া অন্য কোন কিছুর কথা জানত না। হাতুড়ে বৈদ্যের পণ্যদ্রব্য আর প্রতারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তখন সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছে করলেন যে, এ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য কিছুসংখ্যক নিষ্ঠাবান দ্বায়ী (আল্লাহর পথের দিকে আহ্বানকারী) তৈরি হোক। এটার প্রচলনের মৃত্যুর পর তারা আবার এটাকে পুনর্জীবিত করলেন যারা কুরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করতেন, তাদের চিকিৎসা আর তেলাওয়াতের জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। তারা তাদের পারিশ্রমিক আশা করতেন একমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর নিকট, কতই না মহান তিনি, কতই না উচ্চ মর্যাদাবান।

এ সময় যাদুকরদের পণ্যদ্রব্য ও প্রতারণার বিলুপ্তি ঘটল। মানুষেরা ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে শুরু করল এবং তারা কুরআনী নিরাময় পদ্ধতির দিকে ফিরে আসল।

শত শত রোগী যারা বহু বছর ধরে হাসপাতালে যেত তাদের চিকিৎসা করা হল।

শত শত মানসিক রোগী যারা মাসের পর মাস মনঃচিকিৎসা নিকেতনে যেত তাদের চিকিৎসা করা হল।

অসংখ্য রোগী যারা যাদুকর আর হাতুড়ে বৈদ্যের কাছে যেত তাদের চিকিৎসা করা হল।

www.quraneralo.net

কত পরিবার দুঃখ ভোগের পর আনন্দের মুখ দেখল।

কত দম্পতি বিচ্ছেদের পর আবার মিলিত হল।

কত পাগল জ্ঞান ফিরে পেল।

কত পুরুষত্বহীন বিবাহিত মানুষ সুন্দর জীবন-যাপনের ক্ষমতা লাভ করল।

কত শংকিত ও উৎকণ্ঠিত মানুষ আবার খুশি আর আনন্দ ফিরে পেল।

এক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কুরআনী চিকিৎসার এই নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারীরা তাদের চিকিৎসার জন্য কোন পুরষ্কার বা ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন। তারা চান একমাত্র নিজেদের জন্য খালেস দু'আ, আর চান তাদের দ্বীনী ভায়েদের ঈমান বাঁচাতে যেন তা যাদুকর আর বৈদ্যদের দ্বারা কলুষিত না হয়। তারা চান যাদুকর আর ভবিষ্যদ্বক্তাদের দ্বারা মুসলিম মহিলাদের মান-সম্মান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এ চিকিৎসার জন্য তারা পুরষ্কার চান আল্লাহর নিকট। তেমনি মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান জানানোর জন্য এবং তাদের দাতব্য কাজের জন্য তারা পুরষ্কার চান তাঁরই কাছে।

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাধনা করে যাচ্ছেন সেই নিষ্ঠাবান কর্মীদের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের কাজের যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান করছি। বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট দু'আ করি তিনি যেন তাদেরকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের আমলকে নিষ্কলুষতার মুকুটে ভূষিত করেন।

অতঃপর এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আর রচনা আসল, একটার পর একটা। কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যা এ পর্যন্ত অনালোচিতই রয়ে গেল। কিন্তু প্রত্যেককেই সে দিকে চালিত করা হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমাদের ভাই খালীল আল-ফুকা-ঈ আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন- জনৈক যুবা পুরুষ যিনি এ বিষয়ে তত্ত্বীয়ভাবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তার হাত দিয়ে অনেক লোককে আরোগ্য দান করেছেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তাকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করার জন্য।

www.quraneralo.net

এখন তিনি এ বিষয়ে আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছেন, তিনি এর শিরোনাম দিয়েছেন "আত্ তুরকুল হিসা-ন ফী আমরাদিল জা-ন।"

আমি এটা পড়েছি, এটাকে সৃজনশীল পেয়েছি। এ বিষয়ের কতক ক্ষেত্রে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এটা রোগী আর কুরআনী চিকিৎসার অনুশীলনকারী উভয়ের জন্য উপকারী।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার কাজের জন্য তার জীবদ্দশায় তাকে কল্যাণ দান করেন এবং তার মৃত্যুর পর এটিকে তার জন্য পুণ্যের ভাণ্ডারে পরিণত করেন।

সর্বশেষে আমি তাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাকে বলছি: এগিয়ে যাও। হে আবুল মুনদির, মুসলিমদের সেবা কর, তাদের রোগীদের চিকিৎসা কর; তাদের দুর্বলদের সাহায্য কর। তুমি খালেস দু'আ লাভে উপকৃত হও আর তোমার শ্লোগান হোক:

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

আমি তার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে।'

আশ-শু'আরা ২৬: ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহ্রই পক্ষ হতে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই মুখ করি। (সূরা -আল-হূদ ১১: ৮৮)

হে আল্লাহ! রহম ও শান্তি প্রেরণ কর উম্মী নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গী সাথীদের উপর।

ওয়াহীদ বিন আবদুস সালাম বা-লী
আবহা, ১৯/৮/১৪১৩ আল-হিজরী

www.quraneralo.net

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছ থেকে কামনা করি দিকনির্দেশনা। আমাদের মন্দ প্রবৃত্তি ও কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথে নিয়ে যেতে পারে না, এবং আল্লাহ যাকে বিপথে নিয়ে যান তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো অংশিদার বা সহযোগী নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। [আল ইমরান ৩: ১০২]

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾

হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [আন্-নিসা ৪: ১]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে– মহাসাফল্য।

[আল-আহযাব ৩৩:৭০-৭১]

www.quraneralo.net

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا﴾

'সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না, যাঁর শাসন-কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য যাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। অতএব পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। [আল-ইসরা ১৭: ১১১]

তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, সৃষ্টিকর্তা নেই, প্রভু নেই। তিনিই সার্বভৌম, তাঁর হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব এবং তাঁর কাছেই সবাইকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি মহানিয়ন্ত্রক, যিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে বশিভূত করেছেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে। তিনি মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী ও মর্যাদা দানকারী; তিনি যার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন, তা কেউ পুনর্জীবিত করতে পারে না, আবার তিনি যাকে মর্যাদা দান করেন, কেউ তা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। তিনি যার জন্য ক্ষতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার জন্য কেউ উপকার করতে পারে না, আর তিনি যার উপকার করেন, তার কেউ ক্ষতি করতে পারে না। তিনি যার কাছ থেকে কেড়ে নেন, তাকে কেউ দিতে পারে না, আবার তিনি যাকে দান করেন, তার কাছ থেকে তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এমনকি সাত জান্নাত এবং সাত পৃথিবীর মানুষ, এবং এতে যা কিছু আছে সবাই মিলেও যদি আল্লাহ যাকে মর্যাদা দান করেছেন তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে অথবা আল্লাহ যাকে সুবিধা দান করেছেন তার ক্ষতি করার অথবা আল্লাহ যাকে কিছু দিয়েছেন তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে, তবু তারা তা কখনোই করতে সক্ষম হবে না।

﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তবে তো সব কিছুই করার তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। [আল-আনআম ৬: ১৭]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

www.quraneralo.net

মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দাহ ও প্রেরিত রাসূল, সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা আনয়নকারী, আল্লাহ যাকে সমগ্র বিশ্বজাহানের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি সঠিকভাবে আল্লাহর বার্তা বহন করেছেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তিনি জিহাদ করেছেন, যাতে করে মহান সার্বভৌম ও সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহতা'আলার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জমিনের বুকে *তাওহীদের* বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিরকের ঝাণ্ডা ছিন্নভিন্ন করেছেন, নিভিয়ে দিয়েছেন এই শিরকের আগুন। তার, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

কুরআন ও শরীয়াহ নির্দেশিত *রুক্বইয়াহ্‌র* মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা করার উপায় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুরুতে মানুষ এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সাদরে গ্রহণ করেছিল, বিশেষ করে যারা অসুস্থ ছিল। অসুস্থতার এই কুরআনীক প্রতিকারের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং দিন দিন এর প্রয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবির্ভাব ঘটেছে অনেক বইয়ের, রচিত হয়েছে অনেক প্রবন্ধ, যাতে বলা হয়েছে জিন সম্পর্কে। কারণ এটি এমন একটি ইস্যু যা শুধু অদৃশ্য জগতের কথা বলে-যা খুবই আগ্রহজনক ও কৌতুহল সৃষ্টিকারী বিষয়-মানুষও এসব বই সাদরে গ্রহণ করেছে, যার ফলে এই বইগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে; অনেক মানুষই ফিরে এসেছে এই কুরআনীক প্রতিকারের দিকে এবং মুসলিম দেশগুলোতে এই প্রতিকার পদ্ধতির ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকার দরুন এই চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও তৈরি হয়েছে। যার ফলে এসব নেতিবাচক প্রভাব এবং এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বেশ কিছু বই ও প্রবন্ধও রচিত হয়েছে (বিশেষ করে কুয়েতের কিছু প্রকাশনা)। এসব বই-প্রবন্ধে ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা উভয় ধরনের বিষয়ই উঠে এসেছে। এসব বিষয় এবং এর প্রয়োগকারীদের ব্যাপারে মানুষের মতামতেও পার্থক্য দেখা গেছে, প্রকৃতার্থে, যারা এসবের প্রশংসা করেছেন এবং যারা সমালোচনা করেছেন উভয়েরই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি ও কারণ রয়েছে।

www.quraneralo.net

কিন্তু নিরপেক্ষ মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে?

নিরপেক্ষ মুসলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি হবে প্রশংসা ও সমালোচনার মধ্যবর্তী কোনো এক পথ অনুসরণ করা। একজন মুসলিম সত্যের পথই অনুসরণ করবেন, কারণ আমরা সত্যের উম্মাহ এবং আমাদের উপর সত্যেরই আদেশ করা হয়েছে। তিনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবেন, কারণ আমরা মধ্যমপন্থার জাতি। তাকে ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতহীন হতে হবে, কারণ আমরা হলাম ন্যায়পরায়ণ জাতি।

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করা ত্যাগ করবে, সুবিচার কর, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। [আল-মায়িদাহ ৫: ৮]

সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য আমরা বলব:

কুরআন ও শরীয়াহ নির্দেশিত *রুক্বইয়াহ্‌র* মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা করার উপায় হল নবীর এক মহান সুন্নাতেরই পুন:প্রচলন, যা একসময় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। ইবনে কাইয়ুম (রাহিমাহুল্লাহ) এ চিকিৎসা পদ্ধতি ছেড়ে দেয়াকে এক প্রকারে কুরআনকে ছেড়ে দেয়ার মতো বিবেচনা করেছেন এবং বলেন: "যে ব্যক্তি কুরআন পরিত্যাগ করল, সে যেন অসুস্থতার প্রতিকার বা চিকিৎসাকে পরিত্যাগ করল এবং কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় লাভ করার সুযোগ হাতছাড়া করল।"

পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত পন্থায় রোগের চিকিৎসা একটি বাস্তবতা, শুধু অজ্ঞ ও ধুর্তরাই একে প্রত্যাখ্যান করে। অনেক মানুষই এই চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে উপকার লাভ করেছেন, এছাড়াও এমন অনেক রোগ রয়েছে যেগুলোর প্রতিকার বা নিরাময় আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাতি পন্থা ব্যতিত সম্ভব নয়। যারা কুরআনের এই নিরাময়কে অধ্যাত্মিক উপায়ে নিরাময় হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান, তাদের আসলে জ্ঞানের বা বোঝার কমতি রয়েছে, কারণ কুরআন আত্মিক ও শারীরিক উভয় ধরনের নিরাময় প্রদান করে।

সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য আমরা আরো বলব:

রোগের এই উপায়ে নিরাময় ব্যবস্থা ও এর চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহারে কিছু ভুল করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর রচিত অনেক বই সংশোধন করা দরকার, এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগকারীদেরও

www.quraneralo.net

Contents

নিজেদেরকে সংশোধন করার পরামর্শ দেয়া দরকার, যাতে করে এই পদ্ধতির উপর থেকে মানুষের আস্থা চলে না যায়। কারণ এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেসব বিষয় ব্যবহার করা হয়েছে তা মানুষের চোখে খুবই পবিত্র; পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে মহান কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের বাণী হওয়াতেই মানুষের চোখে এটা এত পবিত্র।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

❖ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে করে তিনি *রুক্বইয়াহর* মাধ্যমে তার নিজের ও পরিবারের চিকিৎসা যতটা সম্ভব নিজেই করতে পারেন।

❖ চিকিৎসা পদ্ধতির সংশোধন এবং ত্রুটিমুক্ত করার কাজ করা।

❖ জিনের জগত সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভয় রয়েছে তা দূর করা।

❖ শরীয়ায় নির্দেশিত এবং কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত কিছু পদ্ধতির প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া।

❖ জাদুবিদ্যা, জালিয়াতি ও জার বৃত্তের পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে সতর্ক করা এবং যারা এটা করেন তাদের জন্য কী ধরনের বিপদ রয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।

❖ যিকর এবং আত্ম-সুরক্ষার জন্য আল্লাহর রাসূল যেসব দোয়ার কথা বলে দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি অটল থাকা, এবং এটা ব্যাখ্যা করা যে, এই দোয়া তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সুরক্ষা যিনি নিয়মিত এগুলো পাঠ করবেন।

বইটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, এতে যা যা রয়েছে:

❖ **জিন ও শয়তান প্রসঙ্গে মানুষের *তাওহীদ* সম্পর্কিত বিশ্বাস।**

জিনের অদৃশ্য জগত সম্পর্কে মানুষের মনে যে ধারণা গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে এবং বিভিন্ন অতিরঞ্জিত গল্পের কারণে জিন সম্পর্কে মানুষের মনে যে মারাত্মক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে-যার ফলে জিনের কথা উল্লেখ করলে অনেকেই ভয়ে আঁতকে ওঠেন-সেই ভয়ের বিষয়ে এবং জিন সম্পর্কে যে বিভিন্ন মানুষের মনে বিশ্বাস রয়েছে সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করব। কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাসীরা কখনো ভয় পেতে পারেন না, কারণ তিনি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো গল্প শোনার পরপরই তিনি তা মেপে দেখেন।

www.quraneralo.net

Contents

এ অধ্যায়ে আমি কিছু রোগেরও তালিকা করব, যেগুলো জিনের কারণে হতে পারে, এবং যারা এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করব, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করতে পারেন।

❖ **জাদুটোনা ও জাদুকর**

এ অধ্যায়ে আমি জাদুটোনাচর্চার ফলে সমাজে এবং ডাকিনীবিদের শরণাপন্ন হওয়ার কারণে মানুষের *আকীদার* যে ধরনের বিপদ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করব। অতঃপর আমি এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য *শরীআহ* নির্দেশিত উপায় ও প্রতিকার বর্ণনা করব।

❖ **কুনজর ও ধ্বংসাত্মক হিংসা**

কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, কিভাবে একজন হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে হয় এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর প্রতিকার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ **কিছু মানসিক ব্যাধি**

মানসিক ব্যাধি ও উক্ত বইয়ের বিষয়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে, আর এই ব্যাধির লক্ষণের সঙ্গে জিন দ্বারা সংঘটিত ব্যাধির লক্ষণেরও বেশ মিল রয়েছে। সত্যিকার অর্থে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধে আধ্যাত্মিক এবং কুরআনীক উপায়ে চিকিৎসা পদ্ধতির একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এই দুই ধরনের প্রতিকার পদ্ধতির মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ নেই, কারণ মানসিক ও স্নায়বীয় ব্যাধির সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি হেতু রয়েছে:

(ক.) অভ্যন্তরীণ কারণ: এটা ঘটে রোগীর শরীরের অভ্যন্তরের কোনো কিছুর কারণে, যেমন-মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থিতে সমস্যা অথবা নিদিষ্ট কিছু ভিটামিনের ঘাটতি অথবা এমন কিছু বিষয় যার জন্য ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়।

(খ.) বাহ্যিক কারণ: রোগীর দেহের বাইরের কোনো কিছুর কারণে এটা সংঘটিত হয়, যেমন-প্রিয়জন হারানো অথবা এমন কোনো মানসিক চাপ ও দুর্যোগ যা স্নায়ু সহ্য করতে পারে না এবং যার জন্য কোনো আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, তখন ওই ব্যক্তি কিছু মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যান, আর এসব ব্যাধির চিকিৎসা শুধু আল্লাহর কিতাব ও নবী

www.quraneralo.net

(ﷺ)-এর সুন্নাহ দ্বারাই সম্ভব। এ দুই ধরনের কারণ একটি আরেকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই আমি মনে করি, মুসলিম দেশগুলোর মানসিক হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে মহান কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা বিভাগ খোলা দরকার। যখন কোনো রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং চিকিৎসকও তাকে দেখেন, তখন ওই চিকিৎসক রোগীকে প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু পরীক্ষা করাতে বলেন, এই সময়টাতে কেউ ওই রোগীর সুস্থতার উদ্দেশে কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারেন, কারণ আল্লাহর রহমতে কুরআন তিলাওয়াতে কোনো ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। অতঃপর, রোগী যদি কুরআন তেলাওয়াত ও রুক্বইয়াহ্'র কল্যাণে সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহর, এবং এর মাধ্যমে যদি এটা স্পষ্ট হয় যে, তার চিকিৎসা স্বাভাবিক ঔষধের মাধ্যমে সম্ভব, তখন চিকিৎসক ও সাইক্রিয়াটিস্ট তার চিকিৎসা করতে পারবে।

এছাড়াও আমি তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপনের শাখা-প্রশাখা সঞ্চারিত করণের লক্ষ্যে একটি তালিকা এবং মুসলিমদের ওপর অর্পিত কিছু আদেশের তালিকা উপস্থাপন করব, কিছু নিষেধাজ্ঞার কথাও উল্লেখ করব, যার প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ দেয়া দরকার। বড় ধরনের কিছু পাপের কথা উল্লেখ করব, কারণ এগুলো সবই প্রতিকার ও প্রতিরোধের তাগিদে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

❖ জিন দ্বারা সংঘটিত রোগের বিপরীতে নিজেকে সুরক্ষিত করার উপায়সমূহ, যেমন-প্রতিরক্ষার জন্য যিকির্ ও দু'আ। যে ব্যক্তি নিয়মিত এসব দু'আ ও প্রার্থনা করবেন, তার জন্য এগুলো খুবই ফলপ্রসু হবে।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যাতে আমাদের সকল প্রচেষ্টা একমাত্র তাঁর জন্যই হয়, এবং আমরা যাতে নিজেদেরকে তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাত অনুসারে সংশোধন করতে পারি।

আল্লাহ আমাদের মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর সাহাবি ও পরিবারবর্গের উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

আবুল মুনযীর খলিল বিন ইবরাহীম আমীন

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ১

❖ জিনের সংজ্ঞা

❖ জিন ও শয়তান প্রসঙ্গে মানুষের তাওহীদ সংক্রান্ত বিশ্বাস

❖ জিন দ্বারা সংঘটিত রোগ ও ক্ষতির ধরন

❖ যেসব কারণে একটি জিন মানুষকে পরাভূত ও ক্ষতি করতে পারে

❖ মানুষের মাঝে জিনের অবস্থানের লক্ষণ

❖ কুরআনীক প্রতিকার পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের বর্ণনা ও অবস্থান

❖ যেসব আয়াতে জিনদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে

❖ ভারতীয় কস্টাস ব্যবহার

❖ চিকিৎসা পদ্ধতির সংশোধন

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ১

জিনের সংজ্ঞা:

আরবী *জিন্* শব্দটির অর্থ হল গোপন কিছু, অদৃশ্যমান কিছু।

আল-জাওয়াহিরী[১] বলেন: জিন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে *আল-জান* থেকে, যার বহুবচন হল জিনাম। আল-কামুস আল-মুহিত-এ বলা হয়েছে: জানাহুল লাইল মানে হল, রাত তাকে আবৃত করেছে। আপনার কাছ থেকে যা কিছু অদৃশ্য তাই হল জুন্না আনকা। (আপনার থেকে অদৃশ্য)। আর জিন-উল-লাইল মানে হল রাতের অন্ধকার। আল-মিজান্নাহ্ মানে হল ওই স্থান যেখানে অনেক জিন রয়েছে। আল-জান শব্দটি জিন শব্দের বহুবচন।[২]

লিসানুল আরাব গ্রন্থে বলা হয়েছে: জানানা মানে হল-আবৃত করা অথবা লুকিয়ে ফেলা। জুন্না আনকা মানে হল যা কিছু আপনার কাছ থেকে অদৃশ্য। জানাহুল লাইল মানে হল- রাত তাকে আবৃত করেছে.... জিনরা আপনার কাছ থেকে অদৃশ্য ও গোপন বলেই তাদেরকে জিন্ বলা হয়। একইভাবে ভ্রুণকেও আল-জানিন বলা হয়, কারণ এটি এর মায়ের গর্ভে অদৃশ্যমান ও গোপন থাকে।[৩]

আবূ উমর বিন আবদুল বার বলেন: আরবী ভাষার পণ্ডিতদের মতে জিন যদি লোকজনের সঙ্গে তাদের ঘরে বসবাস করে তবে তাকে বলা হয় *আমীর* (বসবাসকারী) যার বহুবচন হল আম্মার।

৩. যেসব জিন শিশুদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে তাদেরকে বলা হয় আরওয়াহ (আত্মা)।

৪. খারাপ বা বদ জিনকে বলা হয় শয়তান

৫. জিন যদি আরো খারাপ হয় তখন তাকে বলা হয় মারিদ (পিশাচ)

৬. জিন যদি আরো খারাপ ও শক্তিশালী হয়, তখন তাকে বলা হয় বিভিন্ন ক্যাটাগরির জিন রয়েছে:

১. সাধারণভাবে জিন বোঝাতে তারা জিন্নি শব্দ ব্যবহার করেন।

---

১. আল-সুন্নাহ গ্রন্থের সংকলক

২. ফায়রোযাবাদী প্রণীত কামূসুল মুহীত্ব, পৃ. ২১০

৩. ইবনুল মুনযিল প্রণীত লিসানুল মীযান পৃ. ১৩, ৯২, ৯৩

www.quraneralo.net

Contents

২. *ইফরিত,* যার বহুবচন হল *আফারিত*[৪]

জিন ও শয়তান প্রসঙ্গে মানুষের তাওহীদ সংক্রান্ত বিশ্বাস

জিন সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের। কেউ কেউ আদৌ জিনের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না, অনেকে আবার জিনের অস্তিত্বের প্রতি জোর না দিয়েই জিন শব্দটির অর্থ করার চেষ্টা করেন, আবার অনেকে জিন ও শয়তান শব্দটির এমন ভুল ব্যাখ্যা করেন, যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

শাইখু ইসলাম বিন তাইমিয়্যাহ বলেন:

সকল জাতিই জিনে বিশ্বাস করে, এবং এ বিষয়ে তাদের কাছে অনেক দীর্ঘ গল্পও রয়েছে। কতিপয় অজ্ঞ দার্শনিক ও চিকিৎসক ছাড়া খুব কম লোকই জিনে অবিশ্বাস করে। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, হয় তারা জিনে বিশ্বাস করেন, নয়তো এ সম্পর্কে তাদের কোনো মতামত নেই।[৫]

ড. ইবরাহিম কামাল আদহাম তার মূল্যবান গ্রন্থ *আল সিহর ওয়াল সাহরা*-তে বলেন: সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল জিন নিয়ে গবেষণা করা, বিশেষ করে যেহেতু এটা করতে হয় একটি গোপন জগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে, যে জগত আসলে অদৃশ্যমান, ভৌতিকভাবে বা প্রায়োগিক উপায়ে যা পরিমাপও করা যায় না।

জিন বিষয়ে মানুষের মনে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, যা তাদের সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষার পর্যায় অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জিন সম্পর্কে এমন অনেক গল্প লোকজন গ্রামে ও মরুতে একে অপরের কাছে বলে থাকেন, এসব স্থানে জাদুকর, প্রতারক ও হাতুড়ে বৈদ্যেরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

ড. ইবরাহিম কামাল আদহাম বলেন:

যুবক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী ও পুরুষ সব ধরনের মানুষেরই জিন ও এদের গোপন বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কিছু না কিছু বলার থাকে। জিন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহকালে আমি যেসব লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে আমি এমন কাউকে পাইনি, যিনি আমাকে জিন সম্পর্কে এক গাদা তথ্য দেননি।

---

৪. আশ-শিবলী প্রণীত আহকামুল মারজান পৃ. ২১

৫. ইবনু তাইমিয়াহ'র মাজমূয়া ফাতাওয়া, ১৯/৩২

www.quraneralo.net

জিন সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস আসে বিভিন্ন উৎস থেকে। কিছু আসে প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে মানুষের ভীতি থেকে সৃষ্ট আদিম বিশ্বাস থেকে। কিছু আবার মানব চিন্তা ও গোপনীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কিছু আসে গণক, ডাকিনী ও হাতুড়ে বৈদ্যদের তৈরি পুরাণ ও রূপকথার গল্প থেকে, তারা এসব গল্প ফাঁদে মূলত তাদের দুর্বল শিকারকে প্রতারিত করার জন্য। জিন সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাসের জন্ম হয় শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা প্ররোচনা থেকে। আবার কিছু বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে ইসলামের শিক্ষা বা এর বিকৃতি থেকে।

আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে দেখেছি, সাধারণ ও শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর লোকেরাই জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এ বিষয়ে তাদের মাঝে প্রকাশ্য ঐকমত্যও রয়েছে। এসব বিশ্বাসের মাত্রা ততটুকু পর্যন্ত, যতটুকু ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই গোপনীয় বা অদৃশ্যমান জগত সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত পরিসরে বলতে চেষ্টা করে, অনেক তথ্য উপস্থাপন করেন, যার জন্য আল্লাহ কোনো বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করেননি। এসব লোক এমনভাবে কথা বলেন, যেন তারা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এসব দেখতে পান।

জিনে বিশ্বাস করেন এমন যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের অধিকাংশই মনে করেন যে, জিনদেরকে দেখা সম্ভব, এরা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, এসবের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ আকার হল বিরাট সাপ, কালো বিড়াল, কালো কুকুর অথবা ভেড়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অনেকে বলেন, জিন যখন কোনো মানুষের আকার ধারণ করে, তখন এদের পা ছাগলের পায়ের মতো দেখতে হয়।

আরো একটি বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, জিনরা নেকড়েকে ভয় পায়, তাই এরা কখনো নেকড়ের রূপ ধারণ করতে পারে না। অনেকেই মনে করেন, জিন যখন ভৌত আকারে আবির্ভূত হয়, তখন নেকড়ে এদের উপর প্রভাব খাটাতে পারে এবং এ সময় তারা জিনদেরকে আক্রমণ ও গোগ্রাসে গিলে ফেলতে সক্ষম। তাদের আরো ধারণা যে, জিনরা নেকড়ের গায়ের গন্ধ পাওয়ামাত্রই পালাতে শুরু করে। এ কারণেই আমি পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তারা গলায় এক ধরনের কবচ ধারণ করত, এই কবচে থাকত নেকড়ের দেহের কিছু অংশ যেমন-চুল, দাঁত, হাড়ের টুকরো অথবা ত্বকের কিছু অংশ।

www.quraneralo.net

অনেক মানুষের মাঝেই জিন সম্পর্কে এবং জিনের নাম নেয়ার ব্যাপারে গভীর আতঙ্ক কাজ করে। তাই আপনি খেয়াল করে দেখবেন, যখন তারা জিন সম্পর্কে কথা বলে, তখন শুরুতেই আতঙ্কের সঙ্গে 'বিসমিল্লাহ' বলে।

আবার কখনো কারো যদি পিঠে ব্যথা হয় এবং এই ব্যথার জন্য যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোনো সমাধান না মেলে তাহলে সবশেষে ওই ব্যক্তি বলে বসবেন বা মনে করবেন এটা জিনের কাজ, জিন তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে; তিনি নিশ্চয়ই না বুঝে কখনো কোনো জিনকে আঘাত করেছেন অথবা অন্য কোনোভাবে বিরক্ত করেছেন, আর তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই জিন তার পিঠে আঘাত করেছে।

একইভাবে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে জিনের সঙ্গে যাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে তারা মনে করেন, জিন অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকে। তাদের অনেকে নিশ্চিত যে, জিন হাজার হাজার বছর বাঁচে, এবং এই কথার সমর্থনে তারা বলে থাকেন, এখন তারা যে জিনকে ডাকেন, সেই একই জিনকে তাদের বাবা, দাদারাও তলব করেছিলেন....আসলে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এছাড়াও জিন সম্পর্কে মানুষের আরো অনেক বিশ্বাস রয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম আকিদার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে বিশ্বাসটি প্রচলিত রয়েছে সেটি হল, জিন অদৃশ্য জগত বা গায়েব সম্পর্কে জানে, এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস, অথচ এটি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আর এই বিশ্বাসের কারণেই তারা গণক ও ভাগ্য বর্ণনকারীদের বাড়ির দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন, এসব গণক ও ভবিষ্যৎবক্তা জিনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস।

এছাড়াও অনেকে মনে করেন, জিনদেরকে বশ করা সম্ভব এবং তাবিজ, জাদুমন্ত্র ব্যবহার ও ধূপ জ্বালানোর মাধ্যমে জিনকে দিয়ে তাদের অনেক প্রয়োজনও পূরণ করা যায়।

এ শ্রেণীর মানুষ জিনের শ্রেণীবিন্যাসও করেন, জিনদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন, যেমন-শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট জিন অথবা শয়তানের হুকুম তামিলকারী জিন ও আল্লাহর হুকুম তামিলকারী জিন ইত্যাদি। এই প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য আবার আলাদা আলাদা তাবিজ ও ধুপ রয়েছে,

www.quraneralo.net

Contents

এবং এগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এভাবে তারা শ্রেষ্ঠ জিনকে ব্যবহার করেন উত্তম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যেমন- মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও মিল তৈরি করা, অন্যদিকে নিকৃষ্ট জিনকে ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, যেমন-মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিভাজন তৈরিতে। যেভাবে তারা জিনকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন, ঠিক একইভাবে তারা জিনকে এদের কাজের ধরণ ও বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন। সুতরাং তাদের মতে লাল জিন, কালো জিন ও সবুজ জিন রয়েছে, আবার কিছু জিন আছে যারা আকাশে উড়ে, কোনো জিন আবার পানির নিচে চলাচল করে, আবার কোনো কোনো জিন মরুভূমি ও বন-জঙ্গলে বিচরণ করে।[৬]

আমি যে গ্রামে বড় হয়েছি সেখানে শৈশবে রাতের গল্পের আসরে যেসব গল্প শুনতাম তার অনেক গল্প আমার এখনো মনে আছে।[৭] এসব গল্প ছিল জিনদেরকে নিয়ে, মানুষের মাঝে জিন কোনো রূপ ধরে আবির্ভূত হয়, কিভাবে জিনরা খরগোশ, ছোট শিশু ও বিভিন্ন প্রাণীর আকার ধারণ করে গ্রামের রাস্তাঘাটে বিচরণ করে, এসব নিয়ে।

এর মধ্যে একটি গল্প ছিল বেশ প্রচলিত, অনেকেরই জানা এটি, এক লোক রাতে তার ক্ষেতে কাজ করতেন, এ সময় একজন এসে প্রায়ই তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব করত, একদিন তিনি সাহায্যের প্রস্তাবকারী ওই লোকটির পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার পা দুটো গাধার পায়ের মতো। এটা দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি, এবং হন্যে হয়ে ছুটতে শুরু করলেন, থামলেন তার গ্রামের প্রান্তে গিয়ে।

সেখানে তার দেখা হল আরেকজনের সঙ্গে। এই লোকটি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, জানতে চাইল কী হয়েছে, তিনি ক্ষেতে কাজ করার সময় যা যা ঘটেছে সব খুলে বললেন, তিনি বললেন, সেখানে একটি জিন এসেছিল, যার পা দুটো দেখতে গাধার পায়ের মতো। এবার লোকটি বলল, ঠিক আমার পায়ে মতো, তাই না? এবার তিনি এই লোকের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার পাও গাধার পায়ের মতো...

---

৬. ড. ইবরাহিম কামাল আদহাম প্রণীত আল সিহর্ ওয়াল সাহরা-
৭. মিশরের একটি গ্রাম।

www.quraneralo.net

লোকজ পুরাণ অনুসারে মনে করা হয়, মিশরের উঁচু এলাকায় যদি কোনো ব্যক্তিকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হত্যা করা হয়-সেখানে এ ধরণের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কারণ সেখানে আল্লাহর শাসন কায়েম নেই-তাহলে যে স্থানে ওই লোককে হত্যা করা হবে, সেখানে একজন *ইফরিতের* আবির্ভাব ঘটবে।

প্রকৃতার্থে, এসব গল্প বেশ প্রচলিত ও ব্যাপক বিস্তৃত। যেসব স্থানে গণক, ভাগ্যনির্ণয়কারী ও মৃতের পূজারীদের দৌরাত্ম বেশি যেসব স্থানে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কারণে, মানুষের মাঝে সঠিক ইসলামী জ্ঞান, তাওহীদের জ্ঞান ও সঠিক আকিদাহ না থাকায়, এসব ভ্রান্ত ধারণাও বেশ প্রসার লাভ করে, উর্বরতা পেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, আর এই সুযোগে মন্দরা সাধারণ মানুষের মন নিয়ে খেলা করে। এই পরিস্থিতি থেকেই অবতারণা হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের:

এসব বিশ্বাস ও গল্প প্রসঙ্গে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, জিনের অস্তিত্ব এবং তাদের অদৃশ্য জগত সম্পর্কে একজন মুসলিমের মনে বিশ্বাস থাকতে হবে, এমনকি যদি তারা তার কাছে অদৃশ্যমানও হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছেন যে, জিনের অস্তিত্ব যিনি অস্বীকার করবেন, তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন, কারণ তিনি কুরআন ও হাদীসের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। পবিত্র কুরআনের চল্লিশটিরও বেশি আয়াতে জিন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এসব বর্ণনা দশটি সূরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এছাড়া শুধু জিন নামেই একটি সূরা রয়েছে। (সূরাতুল জিন)

একজন মুসলিমের মাঝে জিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, এতে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকতে পারবে না। যতটা সম্ভব পারা যায়, মুসলমিদের উচিত এসব প্রচলিত গল্প ও বিশ্বাসগুলোকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিমাপ করা। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীস যা বলবে, তাই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, তাই গ্রহণ করতে হবে, এবং যা কিছু কুরআন ও হাদীসের বিপক্ষে যাবে সেগুলোকে বর্জন করতে হবে, কারণ এটি হল একটি অদেখা ও অদৃশ্য জগত, সেজন্যেই আমরা সব ধারণা ও বিশ্বাসকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না।

www.quraneralo.net

সহীহ মুসলিমে এ বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে, এই হাদীসে বর্ণিত আছে, জিনরা আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে তাদের খাদ্য সংস্থানের কথা বলল। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»

"যেসব হাড়ের উপর আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয়েছে এবং যেগুলোতে পর্যাপ্ত গোশত রয়েছে সেগুলো তোমাদের খাবার, আর তোমাদের প্রাণীদের খাবার গোবর।"

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ»

"সুতরাং এ দুটি জিনিস দিয়ে তোমরা কখনো ইসতিনজা করবে না, কারণ এগুলো তোমাদের ভাইদের খাবার।"

সে কারণেই আমরা হাড় ছুঁড়ে ফেলে দেই এবং এতে কোনো গোশত দেখতে পাই না, আমরা শুধু হাড়টিকেই দেখতে পাই। তবে আমরা গোবর হারিয়ে যেতে দেখি না।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন, এই গোবর হল জিনদের প্রাণীদের খাবার। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে যে বলেছেন, যেসব হাড়ের উপর আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয়েছে এবং যেগুলোতে পর্যাপ্ত গোশত রয়েছে সেগুলো জিনদের খাবার এবং গোবর হল জিনদের প্রাণীর খাবার, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কারণ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে আমাদেরকে এ কথা বলেছেন। লোকজন আমাদেরকে জিন সম্পর্কে যেসব গল্প ও বিশ্বাসের কথা বলবে, সেগুলোকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করতে হবে। এগুলো যদি কুরআন ও হাদীস অনুসারে বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা গ্রহণ করব, আর এগুলো যদি কুরআন ও হাদীস বিরোধী হয়, তাহলে আমরা এগুলো প্রত্যাখ্যান করব। সুতরাং এখানে আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে, একজন মুসলিমকে জিনের অস্তিত্বে এবং এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত প্রমাণে বিশ্বাস করতে হবে।

www.quraneralo.net

❖ জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ

১. পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণ

﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾

স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। (আল আহকাফ:২৯)

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝﴾

বল, "আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। (আল জিন:১)

২. হাদীস থেকে প্রমাণ

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এক রাতে আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা দেখলাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে নেই। পাহাড় ও উপত্যকার পথে পথে আমরা তার খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। পরে আমরা ধরে নিলাম হয় তাঁকে জিনরা উঠিয়ে নিয়ে গেছে অথবা তাঁকে গোপনে হত্যা করা হয়েছে। আমরা একটি ভয়াবহ রাত অতিক্রম করলাম, এরকম ভয়াবহ রাত এর আগে কেউ কখনো পার করেনি। সকালে আমরা দেখতে পেলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, এবং অনেক খুঁজেছি, কিন্তু আপনাকে পাইনি। আমরা আপনাকে না পেয়ে এক ভয়াবহ রাত অতিক্রম করলাম, এরকম রাত এর আগে কেউ যাপন করেনি। তিনি বললেন:

«أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ»

"জিনদের মধ্যে থেকে একজন আবেদনকারী বা পিটিশনার এসেছিল আমার কাছে, আমি তাদের সঙ্গে গেলাম এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনালাম।"

অতঃপর তিনি আমাদেরকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং তাদের চলাচলের চিহ্ন ও প্রজ্জ্বলিত আগুনের চিহ্ন দেখালেন।

www.quraneralo.net

জিনরা তাঁর কাছে খাবারের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন:

«لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»

"যেসব হাড়ের উপর আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয়েছে এবং যেগুলোতে পর্যাপ্ত গোশত রয়েছে সেগুলো তোমাদের খাবার, আর তোমাদের প্রাণীদের খাবার গোবর।"

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ»

"সুতরাং এ দুটি জিনিস দিয়ে তোমরা কখনো ইস্তিঞ্জা করবে না, কারণ এগুলো তোমাদের ভাইদের খাবার।"[৮]

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে বলেন:

«إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তোমার ভেড়া ও নির্জনতা পছন্দ। যখন তুমি তোমার ভেড়ার পালের সঙ্গে নির্জনস্থানে অবস্থান কর, তখন তুমি উচ্চৈঃস্বরে সালাতের জন্য আযান দাও, এ আযান জিনের জন্য নয়, আযানের শব্দ যতদূর পৌঁছায় তা মানুষ বা অন্য কিছু মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ শুনতে পায় অথবা এটা তার জন্য পুনরুত্থানের দিবসে সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে।"[৯]

এসব প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন জগতের অস্তিত্ব রয়েছে। জিন আছে এবং জীবিত অবস্থায়ই আছে; তাদেরও বোঝার ক্ষমতা রয়েছে, তারাও আদেশ ও নিষেধের অধীন। সুতরাং যে মুমিন তাওহীদের ঘোষণা দেবেন, তাকে অবশ্যই জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে।

---

৮. (সহীহ মুসলিমের ভাষ্য নাওয়াবী ৪/১৭০)

৯. [সহীহুল বুখারী হাঃ ৬০৯]

www.quraneralo.net

❖ **জিন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ**

(১) মানব সৃষ্টির আগেই জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۚ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۝﴾

আমি কালো শুষ্ক ঠনঠনে মাটির গাড়া থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এর পূর্বে আমি জ্বীনকে আগুনের লেলিহান আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি।

(আল হিজর্ ১৫: ২৬-২৭)

(২) জিনরা খাদ্য গ্রহণ করে, বিয়ে করে এবং বাচ্চা জন্ম দেয়।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»

"হাড় অথবা গোবর দিয়ে তোমরা কখনো ইসতিনজা করবে না, কারণ এগুলো জিনদের খাবার।"[১০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদামকে সাজদাহ কর।' তখন ইবলিশ ছাড়া তারা সবাই সাজদাহ করল। সে ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ লঙ্ঘন করল। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে আর তার বংশধরকে অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। যালিমদের এই বিনিময় বড়ই নিকৃষ্ট! (আল কাহ্ফ ১৮:৫০)

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন যে, জিনদের বাচ্চা রয়েছে, আর বাচ্চা একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই আসতে পারে।

---

১০. [সহীহ মুসলিম, তিরমিযী]

www.quraneralo.net

(৩) জিন হলো অদৃশ্য সৃষ্টি। তারা আমাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাই না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾

সে আর তার সাথীরা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি শয়তানকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (আল আ'রাফ:২৭)

(৪) জিনরাও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সৃষ্টি, সুতরাং তাদেরকেও জবাবদিহী করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾

আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে। (আল যারিয়াত ৫১: ৫৬)

﴿يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلٰى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِينَ ۝﴾

(আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জ্বিন ও মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করত আর এ দিনের সাথে যে সাক্ষাৎ ঘটবে সে ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করত? তারা বলবে, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি; মূলতঃ এ দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা কাফির ছিল।

(আল আনআ'ম:১৩০)

(৫) জিনদের মধ্যে মুসলিম, কাফির এর মত বিভিন্ন দল রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقٰسِطُونَ ۗ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَمَّا الْقٰسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝﴾

www.quraneralo.net

আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহ্‌র প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা জিন ৭২:১৪-১৫)

আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন, জিন বলেছে:

﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝﴾

আর আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল, আর কতক এমন নয়, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। (সূরা জিন ৭২:১১)

(৬) জিনদের বিভিন্ন দৃশ্যমান রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের অনেক ক্ষমতা ও জাদুকরদের মতো দক্ষতা রয়েছে।

আল্লাহ জিনদেরকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ও গুণ দান করেছেন, যেমন- তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, বিভিন্ন প্রাণী যেমন-সাপ, বিড়াল ও কুকুরের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হতে পারে। এছাড়াও জিনদের দ্রুত গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তারা মহাসাগরের নিচ দিয়েও দ্রুত গতিতে চলাচল করতে পারে, এছাড়াও তাদের রয়েছে বিভিন্ন শৈল্পিক ও নির্মাণ দক্ষতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ۝﴾

আর শয়তানদেরকেও (তার বশীভূত করে দিলাম), সব ছিল নির্মাতা ও ডুবুরী। (সূরা সা'দ ৩৮:৩৭)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদেরকে যে একটি অন্যন্য যোগ্যতা বা মুজেযা দান করেছিলেন সে সম্পর্কে বলছেন: তিনি তাঁর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে জিনদেরকে আল্লাহর নবী সুলাইমানের ﷺ আদেশ ও নিষেধের অধীন করে দিয়েছেন, বশীভূত করে দিয়েছেন। আল্লাহর আদেশে জিনদের এই বশীকরণ কার্যকর হয়েছে এবং এই জিন দ্বারা হযরত সুলাইমানের ﷺ কোনো ধরনের ক্ষতি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, যেসব জিন তার আদেশ অমান্য ও বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে তিনি দমন করেছেন, আল্লাহ বলছেন:

﴿وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝﴾

আর অন্যদেরকেও যারা ছিল শৃংখলে আবদ্ধ। (সূরা সা'দ ৩৮:৩৮)

www.quraneralo.net

আল্লাহ আমাদেরকে জিনদের নির্মাণ দক্ষতা সম্পর্কে বলছেন, জিনরা সুলাইমানের (আলাইহিস সালাম) জন্য নির্মাণ করেছিল, আল্লাহ বলছেন:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ﴾

তারা সুলাইমানের ইচ্ছে অনুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউযের ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশালকায় ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা ৩৪:১৩)

বিস্ময়কর গতিতে জিনদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষমতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾

সুলাইমান বলল– 'হে সভাসদবর্গ! তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?' (সূরা আল নামল ২৭:৩৯)

জিনদের দৈহিক আকার পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে এক আনসার যুবক থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ওই হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

"মদিনায় কিছু জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তোমাদের কারো সঙ্গে যদি কোনো মুসলিম জিনের দেখা হয়, তাহলে তাদেরকে তিনদিনের জন্য শহর ছেড়ে যেতে বলবে। তারপরও যদি কোনো জিনকে দেখা যায়, তাহলে তাকে হত্যা করবে, কারণ এটা হল শয়তান জিন।"

মানুষের উপরে জিনদের কিছু ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রয়েছে:

যেমন আগুন দিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা, ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, মানব বেশ ধারণ করে কিছু শারীরিক ক্ষতি করা যেমন-কোনো অঙ্গ অবশ বা নিশ্চল করে দেয়া, বুক চেপে ধরা, স্থায়ী মাথা ব্যথা অথবা অন্য যে কোনো ধরনের জটিল রোগ যার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোনো নিরাময় ব্যবস্থা নেই, বরং চিকিৎসা করতে গেলে এর

www.quraneralo.net

প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পায় অথবা মস্তিষ্কের ক্ষতি করে কাউকে উন্মাদ করে দেয়া ইত্যাদি, তবে মানুষের ওপর জিনের এসব ক্ষমতা খুবই সীমিত।

পাগলামি ও মৃগী রোগ জিন দ্বারা সংঘটিত হয়ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾

যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়। (সূরা বাকারাহ ২:২৭৫)

ইমাম কুরতুবী বলেন, এ আয়াতে দেখানো হয়েছে, মৃগী রোগ জিন দ্বারা সংঘটিত হয় যারা এ কথা অস্বীকার করেন, এবং মনে করেন এটা শধুমাত্র শারীরিক কারণেই হয় এবং যারা মনে করেন শয়তান মানুষের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অথবা পাগল বানাতে পারে না, তাদের ধারণা ভুল।[১১]

ইমাম তাবারি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ (যারা সুদ খায়) তাদেরকে পরকালে কবর থেকে উঠানো হবে ওই ব্যক্তির মতো করে, যাকে শয়তান পেটাতে পেটাতে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এর মানে হলো, এই পৃথিবীতে শয়তান তাকে পিটিয়ে পাগল বানিয়ে দেয়।[১২]

আল হাফিজ বিন কাছির (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

"যারা সুদ খায়...." এ আয়াতের মানে হল, যারা সুদ খায় তাদেরকে কবর থেকে মৃগী রোগীর মতো করে উঠানো হবে এবং তার অবস্থা হবে শয়তান কর্তৃক প্রহৃত ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ সুদখোর ব্যক্তিকে খুবই নিকৃষ্ট অবস্থায় উঠানো হবে।[১৩]

ইমাম আলুসী বলেনঃ যারা সুদ খায় তাদেরকে পরকালে কবর থেকে উঠানো হবে দুনিয়ার মৃগী রোগীদের মতো করে। আরবী *তাখাবুত* শব্দের অর্থ হল, শরীরের বিভিন্ন অংশে অবিরত আঘাত করা। আর শয়তানের স্পর্শ মানে হলো পাগলামি বা উন্মাদনা রোগ।[১৪]

---

১১. [তাফসীরে আল কুরতুবী, ৩/২৫৫]
১২. [তাফসীরে আল তাবারি, ৩/১০১]
১৩. তাফসীর ইবনু কাসীর, ১/৩২৬
১৪. ওয়াহিদ বালি, উইকাইয়াহ আল-ইনসান,৫৭ থেকে উদ্ধৃত।

www.quraneralo.net

জিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ

১. মতর বিন আবদুর রহমান আল আ'নাক্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মে আবান বিনতে আল ওয়াযি বিন যারি বিন আমীর আল আবদি তার পিতা থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার দাদা আল যারি তার অথবা তার বোনের এক ছেলেকে আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে নিয়ে আসলেন। আমার দাদা বলেন, আমরা মদিনায় আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আমার সঙ্গে আমার অথবা আমার এক বোনের ছেলে রয়েছে, তার মস্তিস্ক বিকৃত। আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যাতে আপনি আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে পারেন।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إئتني به»

"তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

«أدنيه مني»

"তাকে আমার কাছে নিয়ে আস"

«أفتحي فمه»

"তার মুখ খোল"

সে তার মুখ খুলল, এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর বললেন:

«اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ»

"দুর হও, হে আল্লাহর শত্রু, কারণ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলছি।"

এ কথা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«شأنك بإبنك، ليس عليه، فليس يعود إليه شيئ مما كان يصيبه»

"এবার তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও, তার মধ্যে খারাপ কিছু নেই, এবং সে যে সমস্যায় ভুগছিল তা আর কখনো ফিরে আসবে না।"

আল হাসামী বলেন: হাদীসটি তাবারানী কর্তৃক আল আওসাতে বর্ণিত হয়েছে, আর আল বাযার এটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। হাদীসটির

www.quraneralo.net

সনদের মধ্যে আবদুল হাকিম বিন সুফিয়ান রয়েছেন, তাকে উল্লেখ করেছেন ইবনে আবূ হাতিম, তবে কেউ তার সমালোচনা করেননি, আর এ হাদীসের বাকি বর্ণনাকারীরাও *ছিকা*ত নির্ভরযোগ্য।[১৫]

২. সাফিয়া বিন হুয়েই থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেন:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ﴾

"শয়তান আদম সন্তানের মাঝে তার দেহের রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।"[১৬]

যৌক্তিক প্রমাণ:

শায়খ মুহাম্মাদ আল হামিদ বলেন, যেহেতু জিনদেরও হালকা দেহ রয়েছে, সেহেতু তাদের আদম সন্তানের দেহে প্রবেশের কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না, এবং এ কথা বা বক্তব্যের বিরোধিতা করবে এমন কোনো বক্তব্যও পাওয়া যায় না। সে কারণে হালকা কোনো কিছু ঘন বা ভারী কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে অনায়াসে প্রবাহিত হতে পারে, যেমন- মামাদের শরীরের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে পারে অথবা কয়লার মধ্যে দিয়ে আগুন প্রবাহিত হয় অথবা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

সত্যের অনুসারী লোকেরা জিনরা মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে এ বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। আর এ সংক্রান্ত বর্ণনার সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ যদি এ বক্তব্য অস্বীকার করেন, আপনি তা গ্রহণ করতে পারবেন না। মানুষের দেহে জিন প্রবেশ করার গল্প অনেক এবং এগুলো ব্যাপকভাবে প্রচলিত, সুতরাং যারা এটা অস্বীকার করবে তারা মূলত দৃশ্যমান বাস্তবতাকেই অস্বীকার করবে, আর এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি যা বলছেন তা মিথ্যা।[১৭]

বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কিত অনেক প্রমাণ ও মন্তব্য রয়েছে, যা অজ্ঞ ও ধূর্ত ব্যতীত অন্য কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।[১৮] উদাহরণ স্বরূপ, ইবনে কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: দু' ধরনের মৃগী রোগ

---

১৫. মাযমাউয জাওয়ায়িদ, ৯/৯

১৬. ফাতহুল বারী, ৪/২৮২; মুসলিম বি শারহে আল নববী, ৪/১৫৫

১৭. রুদুদ আ'লা আবাতীল, ২/১৩৫।

১৮. উইকাইয়াহ আল ইনসান মিনাল জিন ওয়াশ শায়তান, পৃ-৫৬-৫৮।

www.quraneralo.net

Contents

রয়েছে, একটি সংঘটিত হয় দুনিয়ার শয়তানের আত্মা দ্বারা, আর অন্যটি হয় শারীরিক সমস্যা বা ফ্যাক্টর দ্বারা।[১৯]

আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম, আমার পরিচিত এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, জিন মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে না। আমার পিতা বললেন, হে আমার সন্তান, ওই ব্যক্তি মিথ্যা বলছেন। তার মাধ্যমে জিন কথা বলছে।[২০]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন: জিন মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে এ তথ্যটি *আহলুস সুন্নাহ*-এর সম্মতিক্রমে প্রমাণিত। যারা এর সত্যতা যাচাই করেছেন, এটা পরীক্ষা করেছেন তারা নিজ চোখে এ সত্য দেখেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন। জিন মৃগীরোগীর দেহে প্রবেশ করে এবং তার মুখ দিয়ে এমনসব কথা বলে যে সম্পর্কে ওই ব্যক্তি সচেতন নন এবং পরবর্তীতে তিনি তা স্মরণও করতে পারেন না।[২১]

জিন দ্বারা সংঘটিত রোগ ও ক্ষতির ধরণ:

জিন মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি ও ক্ষতি করতে পারে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য, মেজাজ, দেহ, সম্পদ, অবস্থান, ব্যবসা, সম্পর্ক ও পড়া-লেখার ক্ষতি করতে সক্ষম।

আমরা এখানে যে অসুস্থতার কথা আলোচনা করব, তা মানুষের ওপর জিনের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা ডাকিনীবিদের কারণে সংঘটিত হতে পারে। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এসব রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করব। এসব অসুস্থতা হলো নিম্নরূপ:

১. তীব্র ভয়

২. মানসিক ও স্নায়ু রোগ (উন্মাদ রোগ, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, মৃগীরোগ, ওয়াসওয়াসা, ব্যক্তিত্বের ঘাটতি)

৩. শারীরিক অসুস্থতা (যেসব অসুস্থতা মানুষের তৈরি ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা যায় না, এবং যার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও কোনো নিরাময় নেই)।

৪. হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টিবিভ্রম

৫. মানুষের মাঝে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও বিভাজন তৈরি করা, যেমন-স্বামী ও স্ত্রী, ব্যবসায়িক অংশীদার, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে।

১৯.আত তিব্বুন-নাবাবী, ৫১।

২০. রিসালাত আল জিন, ৮।

২১. মুখতাসার আল ফাতওয়াহ, ৫৮৪।

www.quraneralo.net

৬. স্ত্রীরোগ (বন্ধ্যাত্ব, অতিরিক্ত রক্তপাত, অনিয়মিত রজচক্র, ইনফেকশন ইত্যাদি)

৭. যৌন সমস্যা (অক্ষমতা, অপরিণত বয়সে বীর্যপাত)

৮. মানুষের বাড়িঘর ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষতি করা (ঘরের আসবাবপত্র চারদিকে ছুঁড়ে ফেলা, ঘরের চালে পাথর নিক্ষেপ করা)।

❖ এসব রোগের বিস্তারিত বিবরণ

১. তীব্র ভয়

জিনের কারণে ভয় পাওয়ার দুটি দিক রয়েছে। একটি সঠিক, অন্যটি সঠিক নয়। সঠিক দিকটি হল, কিছু জিন মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এর মাধ্যমে তারা মানুষকে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনায়, কিছু দেখায় এবং তার মধ্যে এমন একটি অনুভূতি তৈরি করে দেয় যে, তার মনে হবে কেউ যেন তার পিছু পিছু আসছে বা তাকে অনুসরণ করছে এবং এই অনুভূতি তৈরির মাধ্যমে তারা মানুষকে তার নিজ বাড়িতেও ভয় পাইয়ে দেয়। এই ভয় দূর করার জন্য নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, সকালে ও সন্ধ্যায় *আযকার* করতে হবে, আর এই ভয়ের কারণে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অনুসরণ করতে হবে বিশেষ কর্মসূচি।

আর ভুল দিকটি হল জিনকে নিয়ে মানুষের মনে প্রোথিত গভীর আতঙ্ক। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব ভয় যাচাই করার কোনো উপায় নেই। তাই এখন আমরা একটি রূপরেখা তৈরি করব যে, কেন মানুষ জিনকে এত ভয় পায়, জিনের নাম উল্লেখ করলেই কেন তারা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তাহলেই আমরা এ সমস্যাটি ধরতে পারব এবং এর প্রতিকারও করতে পারব।

যেসব কারণে মানুষ জিনকে ভয় পায়:

১. ভয় পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হল *তাওহীদ* সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। কোনো স্থানে যদি তাওহীদ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব থাকে, তাহলে সেখানে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করে। পুরাণ বিজয়ী হয়, মন্দরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। হাতুড়ে বৈদ্যরা তাদের মিথ্যা জ্ঞান চর্চার জন্য পাবে উর্বর ভূমি এবং শয়তানও তাদের কাজে সহায়তা করবে। আর এ কারণেই মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে, জিনরা অদৃশ্যের খবর জানতে সক্ষম, তারা সুবিধা বয়ে আনতে পারে এবং ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে, অথচ এসব গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এ কারণে জিনের নামোল্লেখ মাত্রই মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.quraneralo.net

২. বানোয়াট গল্পের ব্যাপক প্রসার। লোকেরা এ ধরনের গল্প শুনতে বেশ পছন্দ করে এবং শোনার পর তারা এগুলোকে বিস্ময়কর গতিতে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এসব গল্প নারী, শিশু ও দুর্বলচিত্তের মানুষের মাঝে সহজেই ভয় তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৩. জাদুকররাও এ ভয়, এসব গল্প ও পুরাণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৪. *শরীয়াহ-তে* নির্দেশিত *আযকার* তেলাওয়াতে অবহেলা ও ব্যর্থতার কারণে অনেক সময় মানুষের মাঝে জিন অবস্থান নেয়, অনেকে ক্ষেত্রে এর কারণে মানুষ জিনের ক্ষতির মুখোমুখি হয়।

জিন সম্পর্কে মানুষের অযৌক্তিক ভয়ের চিকিৎসা

১. *তাওহীদ*

সকল ইবাদাত, ইসলামের বিভিন্ন প্রথা বা অভ্যাস পুনর্জাগরিত করা এবং সকল ভালো ও মন্দ একমাত্র আল্লাহর হাতে মানুষকে এ কথা শিক্ষা দেয়ার মূল ভিত্তি হল মানুষকে *তাহওহীদের* দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত কোনো সৃষ্টি তা সে যত বড়ই হোক না কেন কারো জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না, এ ক্ষমতা তার নেই। কারো ভালো করা বা ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার হাতে।

❖ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ﴾

বল, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ব্যতীত আমার নিজেরও কোন ক্ষতি বা লাভ করার ক্ষমতা নেই।' (ইউনুস ১০:৪৯)

﴿قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ﴾

বল, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর 'ইবাদাত করছ যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। (সূরা আল মায়িদাহ ৫:৭৬)

﴿قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ﴾

www.quraneralo.net

বল, তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ যাদের নিজেদের কোন লাভ-লোকসান করার ক্ষমতা নেই। (সূরা আল রা'দ ১৩:১৬)

﴿قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾

(তাদেরকে) বল, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা কোন কল্যাণ করার ইচ্ছে করলে তাঁর বিপক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা কার আছে? (আল ফাতহ্ ৪৮: ১১)

﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ﴾

আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। (আল আনআম ৬: ১৭)

﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ﴾

আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। (আল নাহল ১৬:৫৩)

﴿اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ﴾

করুণাময় আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তবে আমার জন্য তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। (ইয়াসিন ৩৬: ২৩)

﴿قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا﴾

বলে দাও, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কিছুই আমাদের ঘটবে না, তিনিই আমাদের রক্ষক। (আত-তাওবাহ ৯:৫১)

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾

আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আহ্বান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। (সূরা ইউনুস ১০:১০৬)

উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে কেউ যদি পবিত্র কুরআনের এ বিশুদ্ধ ও পবিত্র শিক্ষায় বিশ্বাস করে, এ বিশ্বাস যদি তাদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়, তাহলে তার মধ্যে থেকে জিন, মানুষ ও সকল সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল ভয় দূর হয়ে যাবে।

এ কারণেই কুরআন বিভিন্ন আয়াতে আমাদের একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় পাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

www.quraneralo.net

আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝﴾

এ লোকেরা হচ্ছে শয়তান; তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (আল ইমরান ৩:১৭৫)

﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

তোমরা যাকে ভয় করবে তার সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন আল্লাহ যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (আত-তাওবাহ ৯:১৩)

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

(আল বাকারাহ ২:৪০)

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

তিনি তো এক ইলাহ; কাজেই আমাকে– কেবল আমাকেই ভয় কর।

(আল নাহল ১৬:৫১)

এ কারণেই বিদ্বান ও ফকিহ্‌গণ বলেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পাওয়া এক ধরনের শিরক্, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মুসলিমগণ প্রতিদিন কালিমা পাঠ করেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুতরাং তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে ঘিরে যে সব ভয়ের মুখোমুখি হন, তার উপর এ কালিমার একটি প্রভাব রয়েছে।

যিনি তাওহীদে বিশ্বাস করেন এবং এর উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন, তিনি কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পেতে পারেন না, কারণ যখনই তিনি বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য বা ইলাহ্ নেই, তখনই তিনি বুঝতে পারেন, আল্লাহ ব্যতীত স্বস্তির আর কোনো উৎস নেই, তিনি ব্যতীত আর কারো উপরে আস্থা রাখা যায় না, আর কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম, তাঁরই আনুগত্য করতে হবে, তিনি ব্যতীত আর কারো কাছেই

www.quraneralo.net

প্রতিরক্ষার প্রার্থনা করা যাবে না, তিনিই একমাত্র শাসক এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না। এ ঘোষণা, এ বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র নড়চড় বা বিচ্যুতি ঘটলে তা শিরক্ বলে গণ্য হবে। আর এ শিরক্ কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি যদি কেউ নিয়মিত সালাত ও রোযা পালনও করে।

আল্লাহর কাছে *(উবুদিয়াহ্)* নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ না করা পর্যন্ত, একমাত্র তাকেই ভয় না করা এবং জিন অথবা মানুষ অথবা অন্য যে কোনো সৃষ্ট জীবের ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কেউ তাওহীদের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না।

২- এ উপলব্ধি অর্জন করা যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

শায়ত্বনের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল। (আন-নিসা ৪:৭৬)

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বসম্মতি রয়েছে, আবূ কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

"ভালো স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কেউ যদি স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে এটা আর তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[২২]

আত-তাবারি বলেন: এ হাদীস অনুসারে, বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপের মানে হল শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, কারণ যখনই কোনো ময়লা বস্তু আমরা দেখি অথবা এর কথা মনে আসে তখনই আমরা থুথু নিক্ষেপ করি, আর শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু তো নেই। তাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খারাপ স্বপ্নের কথা মনে আসা মাত্রই শয়তানের

২২.[সহীহুল বুখারী ৩২৯২, ৫৭৪৭, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, মুসলিম ২২৬১]

www.quraneralo.net

উদ্দেশ্যে থুথু নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। থুথু ফেলার জন্য ডান দিকের বদলে বাম দিক উল্লেখ করার কারণ হতে পারে এরকম, যে দিক থেকে মানুষকে খারাপ কাজের জন্য ডাকা হয়, শয়তান আদম সন্তানের কাছে সে দিক থেকেই আগমন করে। আল হাকীম আল তিরিমিযি বলেন: এ থুথু গিয়ে শয়তানের মুখের উপর পড়ে এবং সেখানে ফোস্কার মতো চিহ্ন এঁকে দেয়। আপনি যখন বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবেন এবং একই সঙ্গে আল্লাহর কাছে শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, তখন আপনার জন্য শয়তানের আনা ওয়াসওয়াসা বাতিল হয়ে যাবে।

রাবি বিন খুসাইয়াম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ একজন তার কাছে এসে বলল: আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেউ একজন আমাকে বলছে, রাবিকে গিয়ে বল যে, তিনি জাহান্নামের অধিবাসী। এ কথা শুনে রাবি সঙ্গে সঙ্গে তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

পরবর্তী রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কুকুর নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, কুকুরটির গলায় রশি লাগানো, আর কপালে ফোস্কা পড়া। ওই লোকটি বলল: এটা হল সেই শয়তান যে তোমার স্বপ্নে আল রাবিকে দেখিয়েছে এবং এর কপালে যেসব ফোস্কা দেখতে পাচ্ছ, সে গুলো আল রাবির বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করার ফল।[২৩]

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর ছায়া দেখামাত্রই শয়তান পালিয়ে যেত এবং রাস্তাঘাটে তার সঙ্গে দেখা হলেই শয়তান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। এ রকম পরিস্থিতিতে ওমর (রাঃ) কখনো অন্য কোনো পথে যেতেন না, বরং শয়তান নিজেই ভয় পেয়ে ভিন্ন পথ ধরত। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে এক ব্যক্তি বাইরে বের হলেন, পথে তার সঙ্গে এক জিনের দেখা। জিন তাকে বলল: "তুমি কি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বে? এ কথা শুনেই ওই ব্যক্তি জিনকে ধরে মাটিতে এক আছাড় মারলেন, অতঃপর তিনি বললেন: আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি খুবই ছোট এবং তোমার কুকুরের মতো চার বাহু রয়েছে, সকল জিন কি তোমার মতোই দেখতে? নাকি তুমি তাদের মতো দেখতে? সে বলল: "আপনি কি

২৩.মাসাইব আল ইনসান মিন মাকাঈদুশ শায়তান, পৃ-১৪২

www.quraneralo.net

আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করেন?" কারণ কেউ যখন তার ঘরে প্রবেশ করার সময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করেন, তখন শয়তান তার প্রবেশের আগেই ঘর থেকে গাধার মতো চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে যায়।" এ সময় আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হল: ওই ব্যক্তি কি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ছিলেন? তিনি বললেন: "ওমর (রাঃ) ছাড়া আর কে হতে পারে?"[২৪]

৩-তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, সকল জিনই দেখতে কুৎসিত ও কালো নয়, যেভাবে তাদেরকে বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে ভয় দেখানো হয়ে থাকে। কিছু জিন রয়েছে যারা মানুষের চেয়েও বেশি সৎকর্ম করে থাকে, আবার কিছু জিনের মাঝে বিশ্বাস, দয়া এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে ডাকার মতো চমৎকার রেকর্ডও রয়েছে, যেমনটি সূরা জিনের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদল জিন আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সুললিত কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং আল্লাহর রাসূল ফিরে গিয়ে তার লোকদেরকে সতর্ক করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝﴾

বল, "আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। (আল জিন ৭২:১-২)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۝

স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল,

---

২৪. পূর্বোক্ত. পৃ -৫৬

www.quraneralo.net

Contents

তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

(আল-আহকাফ ৪৬:২৯)

কিছু জিন মানুষের চেয়েও অধিক খোদাভীরু ও ঈমানদার। কিছু জিন অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়, আবার কিছু জিনের রাসূলের (ﷺ) হাদীস সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক জ্ঞান। শায়খুল ইসলাম তক্বি আল দীন ইবনে তাইমিয়্যাহ তার *আল ফুরকান আল কাবির* গ্রন্থে এ কথা বলেন।

দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের রাজা বা গর্ভনর, অথবা কোনো কাফির যিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন, মৃত্যুকে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন, তখন ওই ব্যক্তির কাছে এক জিন আসবে মানুষের বেশ ধারণ করে। সে এসে তাকে পানি পান করাবে এবং তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাবে। ফলে ওই ব্যক্তি মুসলিম হবে এবং ওই মানুষরূপী জিনকে বলবে: "কে তুমি?" জবাবে সে বলবে: "আমি অমুক"।

তিনি এ বর্ণনার সমর্থনে তার নিজের জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া আরেকটি গল্পের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

ঠিক এরকম একটি ঘটনা সিটাডেলে ঘটেছিল। আমি সিটাডেলে থাকাকালে পূর্বাঞ্চলে এক তুর্কি যুবরাজের জীবনে এরকমটি ঘটেছিল। এক ব্যক্তি এসে যুবরাজকে বলল: আমি ইবনে তাইমিয়্যাহ, আর যুবরাজও তার এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করলেন না। মারাদীনের রাজাকে এ কথা জানানো হলে তিনি এ সংবাদ পাঠালেন মিসরে, তখন আমি একটি কূপে বন্দী ছিলাম। মিসরের লোকেরা এ কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল, কারণ তারা আমাকে কূপ থেকে বের হয়ে যেতে দেখেনি। আসলে ওই ব্যক্তি ছিল জিন, সে আমাদেরকে ভালোবাসত, আর সে কারণেই আমি তুর্কিদের জন্য যা যা করতাম সেও তাই করত। যখন তারা দামেস্কে আসত, আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, এবং তাদের মধ্যে কেউ যদি *শাহাদাতাইন* উচ্চারণ করত, আমরা তাকে আমাদের সাধ্য মতো সবকিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করতাম। আমি যা যা করতাম, ওই জিনটিও ঠিক তাই করত। অনেক লোক এসে আমাকে বলত: এরকম কি হতে পারে না যে, ওই লোকটি আসলে ফেরেশতা? আমি বললাম: না, কারণ একজন ফেরেশতা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না, কিন্তু ওই জিনটি ঠিকই বলেছে আমি ইবনে তাইমিয়্যাহ, মিথ্যা জানার পরও সে এ কথা বলেছে।[২৫]

---

২৫. ইবনে মুফলিহ আল হাম্বলি, মাসাইব আল ইনসান মিন মাকাইদুল শায়তান, ১৩২-১৩৩

www.quraneralo.net

৪-মুসলিমদের বোঝা উচিত যে, মানুষের তুলনায় জিনের অবস্থান নিচে এবং কম মর্যাদাসম্পন্ন, এমনকি জিন যদি খোদাভীরুও হয়। শেখ আবূ বকর আল জাযাইর বলেন: এমনকি খোদাভীরু ও সৎকর্মকারী জিনরাও মর্যাদার দিক থেকে মানুষের থেকে নিচু অবস্থানে, কারণ স্রষ্টা স্বয়ং বলেছেন, মানুষ হল শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জীব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলেন:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিয্ক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

(আল ইসরা ১৭:৭০)

আল্লাহর নাযিলকৃত অন্য কোনো কিতাবে বা কোনো রাসূলের ঠোঁটের মাধ্যমে আল্লাহ জিনদের প্রতি এরকম কোনো সম্মান প্রদর্শন করেননি, যমনটি তিনি দিয়েছেন মানুষকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মর্যাদার দিক য়ে জিন থেকে মানুষের অবস্থান উপরে। এটা অবশ্য জিনদের নিজস্ব নুভূতি থেকেও প্রকাশিত হয়েছে, নিচু মর্যাদা এবং মানুষের সামনে াদের দুর্বলতার অনুভূতি থেকেও এটা স্পষ্ট। মানুষ যখন তাদের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন তারা গর্ব অনুভব করে এবং নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, কারণ এর মানে হল, তাদেরকে সম্মান করা হচ্ছে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা এর উপযুক্ত নন, এর ফলে তাদের (মানুষের) পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়, তাদের মধ্যে মিথ্যা ও কুফরি বৃদ্ধি পায়। এটা থেকেও জিনদের নিম্ন মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

আরো এ যে, কতক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। (আল-জিন ৭২:৬)

যখন কোনো মানুষ জিনদের কাছে সাহায্য কামনা করে অথবা তাদের নেতাদের নাম নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তারা ওই ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে। এ ঘটনা থেকেই উপরোক্ত আয়াতে এ ধারণা দেয়া হয়েছে।

www.quraneralo.net

আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত আদম সন্তানের সামনে জিনরা নিজেদেরকে দুর্বল ও অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে বলেই এসব ঘটনা ঘটে থাকে। আর আল্লাহ আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন এসব কারণে আদম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর ইবাদাত করেছে, তাঁর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের ঘোষণা দিয়েছে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করেছে এবং তার নামসমূহ ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু মানুষের মাঝে যদি এ বিশ্বাস না থাকে, তাহলে খোদাভীরু ও সৎকর্মকারী জিনরা আদম সন্তানদের মধ্যে যারা কাফের ও মুশরিক তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবে।[২৬]

৫-এসব গল্পের প্রচার বা অন্যদের কাছে ছড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। ভালো হয়, এসব বিষয়ে কথা না বলেই, বিশেষ করে সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশুদের মাঝে এসব গল্প বলা যাবে না, কারণ এসব গল্প এমন এক জগতকে নিয়ে, যা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। জিনরাও অনেক মিথ্যা কথা বলে, তাই আমরাও নিশ্চিত হতে পারি না যে, আসলে জিন সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। সুতরাং এসব গল্প মানুষের মাঝে না ছড়ানোই ভালো। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মানুষের স্বপ্নের মাঝে মানুষকে নিয়ে শয়তান যে খেলা করে সে সম্পর্কেও কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন।

জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কেটে আলাদা করে মাটিতে গড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর আমি আমার মাথার পিছু পিছু দৌড়াচ্ছি। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বেদুঈনকে বললেন:

«لاَ تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ»

"তোমার এ স্বপ্নে শয়তান তোমার সঙ্গে যেভাবে খেলা করেছে সে কথা তুমি অন্য কারো কাছে প্রকাশ কর না।"

এবং তিনি বললেন: আমি এক বক্তব্যে আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি যে,

«لاَ يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ»

২৬. আবু বকর জাবির আল জাযাইরী, আকীদাতুল মুমিন, পৃ ২২৮।

www.quraneralo.net

Contents

"স্বপ্নের মাঝে শয়তান তোমাদের সঙ্গে যে খেলা করে, সে কথা কখনো অন্যের কাছে বলবে না।"[২৭]

৬- মুসলমানদের আরো উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সুরক্ষার জন্য অভিভাবক হিসেবে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। এ ফেরেশতারা মানুষকে দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে জিনদের অনিষ্ট এবং মানুষের অদৃশ্যমান অন্য যে কোনো ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারাদার নিযুক্ত আছে যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। (আল-রাদ ১৩:১১)

এ পাহারার বিষয়ে স্কলারদের দুটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপরিসীম দয়া থেকে প্রত্যেক মানুষের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, এ ফেরেশতার কাজ হলো মানুষকে বুনো প্রাণী ও জীবজন্তু এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে সুরক্ষা প্রদান করা।

দ্বিতীয় অভিমত, তারা মানুষকে জিনদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে।

আল দাহ্‌হাক বলেন: তারা মানুষকে জিনদের কাছ থেকে রক্ষা করে, যদি না তার বিরুদ্ধে কোনো আদেশ জারি হয়ে থাকে।

কা'ব বলেন: আল্লাহ যদি তোমাকে তোমার খাদ্যে, তোমার পানীয়ে এবং তোমার আরওয়াহ্‌-তে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করতেন,তাহলে জিনরা তোমার অনেক ক্ষতি করত।[২৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾

আর তিনি তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করেন। (আল-আন'আম ৬:৬১)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের জন্য দিনে ও রাতে আলাদা আলাদা ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, তারা মানুষের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।[২৯]

---

২৭. সহীহ মুসলিম, ২২৬৮

২৮. আল-কুরতুবী, ৯/১৯২-১৯৩

www.quraneralo.net

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন:

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾

প্রত্যেক আত্মার সাথে একজন সংরক্ষক আছে। (আত্-তারিক্ব ৮৬: ৪)

আবূ উমামাহ বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه، ومن ذلك البصر، سبعة أملاك يذبون عنه، كما يذب عن قصعة العسل الذباب، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»

"একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একশত ষাট জন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়, তাদের কাজ হল, তার জন্য যেসব বিষয়ের এখনো আদেশ হয়নি, সেসব বিষয় থেকে তাকে রক্ষা করা। যেমন, মুমিনের একটি চোখ সাতজন ফেরেশতা পাহারা দেয়, যেমনিভাবে মৌমাছিরা মৌচাকের মধু পাহারা দেয়। কাউকে যদি তার নিজ ফন্দি বা পরিকল্পনায় কিছু মুহূর্ত ফেলে রাখা হত, তাহলে শয়তান তার অনেক ক্ষতি করত।[৩০]

(২) মানসিক ও স্নায়ুরোগ

জিন দ্বারা যেসব রোগ সংঘটিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল মানসিক ও স্নায়ুরোগ, যেমন-উন্মাদরোগ, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নির্দেশিত মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির ভূমিকা অস্বীকার করবেন, তারা ঠিক কাজ করবেন না। কুরআনে নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি ও বিজ্ঞানে নির্দেশিত মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। হাসপাতাল ও মানসিক রোগের ক্লিনিকগুলোতে কুরআনিক চিকিৎসার জন্যও একটি বিভাগ থাকা দরকার, যেখানে মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা হবে। রোগী যদি এ বিভাগের কুরআনিক চিকিৎসায় সাড়া প্রদান করে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে শুরু করে, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যদি এতে সাড়া প্রদান না করে, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ কুরআনিক

২৯. [আল-কুরতুবী, ৭/৬

৩০. [তাফসীর কুরতুবী ২০/৪]

www.quraneralo.net

চিকিৎসায় সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধ ও ইনজেকশনের মতো কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। মজার ব্যাপার হল, আমার একবার এক মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে বিতর্ক হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন: যিনি কুরআনিক চিকিৎসার চেষ্টা বা অনুশীলন করেন, তার আগে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে করে তিনি এ ধরনের চিকিৎসা করার সক্ষমতা অর্জন করেন। আমি তাকে বললাম: আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, ঠিক একই কথা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি। কুরআনিক চিকিৎসায় আপনার চিকিৎসার মতো কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। রোগের চিকিৎসা করাই যেহেতু আপনার পেশা, সেহেতু আপনার চিকিৎসা পদ্ধতিতে কুরআনিক চিকিৎসাও যোগ করে নিন।

(৩) শারীরিক রোগ

জিনের কারণে বেশ কিছু শারীরিক রোগও দেখা দেয়। এ রকম রোগের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন কোনো রোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চিকিৎসা পদ্ধতি কাজ করবে না, তখন আল্লাহ চাইলে তাকে নিরাময় দান করতে পারেন এ আশায় তার উপর কুরআনিক রুক্বইয়া পাঠ করা উচিত।

(৪) হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টিবিভ্রম

জিনরা যদি মানুষকে জাদু করার মাধ্যমে বশিভূত বা সম্মোহিত করতে পারে, তাহলে তারা এ ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অবাস্তব জিনিস বা বস্তু দেখাতে সক্ষম হয়। সে কারণে একজন তার স্ত্রীকে কুৎসিত ও কদাকার হিসেবে দেখতে পারে, অথবা একজন স্ত্রী তার স্বামীকে জিনের কারণে কুৎসিত আকারে দেখতে পারে, এর ফলে ওই স্বামী বা স্ত্রীর মনে তার পার্টনারের এ কুৎসিত রূপ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এক সময় তা রূপ নিতে পারে তীব্র বিরক্তি ও বিষণ্নতায়– সত্যিকার অর্থে যদিও ওই স্বামী বা স্ত্রী মোটেই কুৎসিত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾

মূসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' তখন তাদের যাদুর কারণে মূসার মনে হল যে, তাদের রশি আর লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।

(ত্ব-হা ২০:৬৬)

www.quraneralo.net

Contents

(৫) ঘৃণা উদ্রেক করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিভাজন তৈরি

মানুষের বিভিন্ন ধরনের জোড়া বা বন্ধন রয়েছে যেমন- স্বামী ও স্ত্রী অথবা ব্যবসায়িক অংশীদার অথবা বন্ধু-বান্ধব, এসব জোড়া বা বন্ধনের মাঝে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শয়তানের রয়েছে বিভিন্ন কৌশল। আর শয়তানের এ চক্রান্তে প্রিয়জনদের মাঝে অতি তুচ্ছ কারণে সৃষ্টি হয় গভীর দূরত্ব, প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ যুক্তি বা ব্যাখ্যায় ধূর্ততার সাথে অবস্থান নেন। যখন কেউ এ ধরনের দ্বন্দ্ব মিটানোর জন্য অগ্রসর হন, তখন তিনি দেখতে পান, প্রত্যেক পক্ষই মনে করেন যে, তিনিই সঠিক অবস্থানে রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শয়তান তার বাহিনীকে মিছিলাকারে এ দ্বন্দ্ব তৈরির অভিযানে প্রেরণ করে। জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি,

«إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ يَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ»

"শয়তানের সিংহাসন থাকে সমুদ্রে, সেখানে বসেই শয়তান তার বাহিনীকে লোকালয়ে প্রেরণ করে মানুষকে প্ররোচনা দেয়ার জন্য। আর তার বাহিনীতে যারা সবচেয়ে বেশি সমস্যা বা ভয়ঙ্কর বিবাদ তৈরিতে পটু, তারাই শয়তানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার দাবিদার। এ মর্যাদাসম্পন্ন শয়তানদের মধ্যে থেকে একজন এসে বলে, আমি অমুক ও অমুকের স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া না লাগানো পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করিনি। শয়তান তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে: 'তুমি ভালো কাজ করেছ।'[৩১]

(৬) স্ত্রীরোগ

জিনরা আরো কিছু রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যার দ্বারা কেবল মহিলারাই আক্রান্ত হন, যেমন-বন্ধ্যাত্ব, যার জন্য কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাখ্যাযোগ্য কারণ নেই। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী কারোরই কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তারপরও স্ত্রী গর্ভধারণ করছেন না।

---

৩১. সহীহ মুসলিম, ৬৬, ৬৮।

www.quraneralo.net

আমার এক বন্ধু আমাকে বলেন, তিনি চার বছর ধরে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন, ওই চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট, ওই চিকিৎসক তাকে বলেন, আপনার স্ত্রীর গর্ভধারণ না করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তারা দুজনেই শতভাগ সুস্থ। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও আদেশ জারি করলেন, তাদের সন্তান থাকা দরকার এবং আমার ওই বন্ধুর স্ত্রী গর্ভধারণ করলেন।

কিন্তু এমনটি হতে পারে যে, জরায়ুতে অথবা ডিম্বাশয়ে একটি জিন রয়েছে, যেই জিন শুক্রাণু বা ডিম্বাণু নষ্ট করে দেয়।

এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মেডিক্যাল লক্ষণও রয়েছে, এর মধ্যে আমরা কয়েকটি এখানে উল্লেখ করব:

১- মহিলারা তাদের পিঠে প্রচুর ব্যথা অনুভব করেন।

২- ইউটেরাস এলাকায় ব্যথা ও ইনফেকশন।

৩- অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

৪- অনিয়মিত রক্তপাত।

৫- সহবাসের সময় স্ত্রী চরম অনীহা বোধ করে এবং সে শুধু স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এতে অংশ নেয়।

এছাড়াও আরো কিছু লক্ষণ রয়েছে, যেগুলো এর পাশাপাশি দেখা দিতে পারে, যেমন-মাথাব্যথা, দুঃস্বপ্ন ও চরম মুহূর্তে অসাড়তা ইত্যাদি।

(৭) যৌন সমস্যা

পুরুষের ক্ষেত্রে জিনরা যৌন অক্ষমতাও তৈরি করতে পারে, কখনো স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মাঝে যৌন অনীহা তৈরি করে এবং অশালিক বীর্যপাত ঘটাতে পারে। আমরা জাদুটোনা অধ্যায়ে এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

(৮) ঘর-বাড়ি ধ্বংস

জিনরা বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে খেলা করে এবং অনেক আসবাব পুড়িয়েও দেয়, এভাবে তারা মানুষের বাড়িঘর ধ্বংস করতে পারে। এ ধরনের ঘটনা বাস্তবেই ঘটে, কিন্তু খুবই বিরল। আমি এ ধরনের কিছু বাস্তব জীবনের ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব।

মুসলিমুন (সংখ্যা-৩৩৮, ১৫ মহররম ১৪১২ হিজরি/২৬ জুলাই ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দ, পৃ-৩) পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এ শিরোনামে 'মুনিফ হারবি: বিনা কারণে আমার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড'।

www.quraneralo.net

Contents

মুনিফ হারবি একজন স'উদী নাগরিক, পশ্চিম রিয়াদের আল নাসিম কোয়ার্টারে তিনি বসবাস করেন, এ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন,

স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই আমার ঘরের প্রতি কোণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। এ ধরনের ঘটনা ইতোপূর্বে আর কেউ দেখেননি। আর সিভিল ডিফেন্স বাহিনীও এ আগুনের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এ আগুনের ফলে দৃশ্যত তার জীবন অনেকটা নরকের অসহনীয় যন্ত্রণার মতো হতে চলছিল, কিন্তু মহান আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় তা হয়নি।

একইভাবে *আখবার আল ইয়াওম* (সংখ্যা-২৪৮১, ২০ জিলক্বদ ১৪১২ হিজরী/ ২৩ মে ১৯৯২ পৃ-১৪) পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ঐ শিরোনামে *'জর্জিয়া ফায়ার ব্রিগেডের প্রধানের সামনেই এক ডাক্তারের বাড়িতে প্রতি আধা ঘণ্টা পর পর অগ্নিকাণ্ড'*

সুহাজের দক্ষিণাঞ্চলের ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান মেজর রজব সুলতান কায়রোতে একটি নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসে ফরেনসিক ল্যাবের দরজায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনি ল্যাবে কিছু একটা খুঁজছেন। তিনি সুহাজ থেকে মাত্র একটি আশ্চর্যজনক অভিযান শেষ করে ফিরেছেন, সঙ্গে থাকা ব্যাগে করে সুহাজে সংঘটিত একটি আশ্চর্যজনক অগ্নিকাণ্ডের কিছু আলমত বয়ে নিয়ে এসেছেন, অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কী কারণ জড়িত, মূলত তা বিশ্লেষণ করার জন্যই এ আলামতগুলো নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যখন তিনি দেখতে পেলেন, সেই আলামতগুলো তিনি ফরেনসিক ল্যাবে পা দেয়ার আগেই হাওয়া হয়ে গেছে, আলমতের চিহ্নটি পর্যন্ত নেই।

মেজর রজব নিজ মুখে সেই বিস্ময়কর গল্পটি বলেন, তিনি বলেন, গত সপ্তাহে জর্জিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার উসমান রিফায়ি আমার কাছে এসে বলেন যে, তার বাড়িতে আধা ঘণ্টা আগে আগুন লেগেছে, এবং তিনি ফায়ার ব্রিগেডকেও খবর দিয়েছেন আগুন নিভিয়ে তার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য। তার এ বার্তা আমার কাছে কেমন আশ্চর্যজনক মনে হল, তবু আমি আমার লোকজন ও সরঞ্জমাদি নিয়ে তার বাড়িতে ছুটে গেলাম, যদি তার বাসার কাপড়-চোপড় থেকে আগুনের কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না। ওই ডাক্তার আমাকে বলেন, ঘটনার দিন

www.quraneralo.net

তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন, এ সময় হঠাৎ তাদের শোবার ঘরে আগুন লেগে যায়।

তিনি তার প্রতিবেশীদের ডাকলেন, তারা এসে আগুন নিভাতে সাহায্য করল, আগুন নিভেও গেল। কিন্তু তারপর, প্রতি আধা ঘণ্টা পর পর তার বাসার কাপড়-চোপড় রয়েছে এমন সব ওয়্যারড্রোব থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে আমার চোখের সামনেই একটি ওয়ারড্রোবে আগুন জ্বলে উঠলো, আমি তো আকস্মিক বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। আমি আমার লোকজন নিয়ে আগুন নেভালাম। পরে আমি আবিস্কার করলাম যে, কোনো একটি কাপড়ের শেলফ থেকে এমনি এমনিই আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে।

ওই অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকেই আমি জেনারেল আল সাইয়িদ হাসানের সঙ্গে রেডিও প্রযুক্তির সাহায্যে যোগাযোগ করলাম, হাসান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহকারী এবং সুহাজ অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রধান। তাকে এখানের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ না করার জন্য বললেন, একই সঙ্গে তিনি পুলিশ প্রধান, অপরাধ তদন্তকারী টিম ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরকে পাঠালেন এ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে আমাকে সহায়তা করার জন্য।

মেজর রজব সুলতান আরো বলেন, ওই চিকিৎসকের অ্যাপার্টমেন্টে নিরাপত্তা ও দমকল বাহিনীর সদস্যদের ভিড় জমে গেল, তারা অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ভালো করে পরীক্ষ করল, অগ্নিকাণ্ডের কারণ খোঁজার চেষ্টা করল তারা। তারা একটি সম্ভাবনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করল যে, হয়ত ঘরের কোথাও কোনো পাউডার রাখা ছিল, যা আগুনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরও তারা এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা খুঁজে পেল না। বরং এ নিরাপত্তা ও দমকল বাহিনীর সামনেই আবারো অ্যাপার্টমেন্টে আগুন জ্বলে উঠল, অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি জায়গায়, বাচ্চাদের শোবার ঘর থেকে শুরু করে ঘরের ফার্নিচার, এমনকি ধোয়ার জন্য ভেজানো কাপড় চোপড়েও আগুন ধরে যায়। এ দৃশ্য দেখে দমকল বাহিনীর সদস্যরা তাদের সরঞ্জামাদি নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আগুন নেভানোর জন্য, চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যরা ও শিশুরা আতঙ্কে চিৎকার করছিল। নিরাপত্তা ও দমকল বাহিনীর

www.quraneralo.net

Contents

সদস্যরা পরদিন পর্যন্ত এ আগুন নিয়ে টানা কাজ করল। কিন্তু প্রতি আধা ঘণ্টা পর পর জ্বলে ওঠা এ আগুনের কোনো কারণ বা উৎস খুঁজে বের করতে পারল না।

নিরাপত্তা প্রধান দমকল বাহিনীর কিছু সদস্যকে ওই অ্যাপার্টমেন্টে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা চিকিৎসকের পরিবারকে অগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচাতে পারে। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন পরদিন সকালে কায়রোতে এক বিশেষ মিশনে যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় ব্যাগে করে অ্যাপার্টমেন্টের আগুনে পোড়া কাপড় থেকে আলামত নিয়ে যেতেও বললেন ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা করতে। যাতে করে এর মাধ্যমে এ অগ্নিকাণ্ডের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বের করা যায়। কিন্তু ফরেনসিক ল্যাবের দরজায় গিয়েই আমি আবিস্কার করলাম, আমার ব্যাগে করে আনা অগ্নিকাণ্ডের সেই নমুনাগুলো হাওয়া হয়ে গেছে। আমি জানতেও পারলাম না যে, এ ঘটনা কখন কিভাবে ঘটল।

পরে মেজর রজব সুলতান আবার সুহাজে ফেরত আসলেন নতুন করে আলামত সংগ্রহের জন্য। তখনো তিনি বিস্ময়ে হতবিহ্বল, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন, আমি ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান উপস্থিত থাকার পরও সেখানে কিভাবে এ আগুনের সূত্রপাত হল? এ অদ্ভুত আগুনের কবল থেকে চিকিৎসকের পরিবারকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? এ মিশন সফল করতে কি আমাদের অন্য কোনো ফায়ার ব্রিগেডের সহায়তা লাগবে?

দ্বিতীয় গল্পটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবদুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) তার *আল ওয়াবিল আল সাইয়্যিব* গ্রন্থে (পৃ-১৭৬-১৭৭)। বর্ণিত আছে যে, আবূ নযর আল হাশিম বিন আল কাশিম বলেন, আমার বাড়িতে আমাকে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হল এবং পরক্ষণেই একটি আওয়াজ শোনা গেল 'হে আবূ নযর! বের হয়ে এস তোমার বাড়ি থেকে।' তিনি বলেন, এ ঘটনায় আমি গভীর বিষণ্নতায় পড়ে গেলাম। তাই এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমি কুফায় ইবনে ইদরিস আল মুহারিবি ও আবূ উসামাহর কাছে চিঠি লিখলাম। মুহারিবি আমার চিঠির জবাবে লেখেন: মদীনায় একটি শুকনো কুপ ছিল। একবার এক কাফেলা এসে এ কুপের কাছে তাবু খাটালো। এলাকাবাসী এসে তাদেরকে শুকনো কুপটির ব্যাপারে জানালো। কাফেলার লোকেরা এ কথা শুনে এলাকাবাসীর কাছে এক বালতি পানি চাইল।

www.quraneralo.net

পরে তারা নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে বালতির পানি কুপের মধ্যে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুপের মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠলো এবং কুপের মুখেই সে আগুন নিভিয়ে ফেলা হল। পানি ঢালার সময় তারা যে কথা বলেছিল তা হল, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে, আমরা আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে আছি, যাঁর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, এবং আল্লাহর মহত্বের কারণে যা কখনো পরাভূত করা সম্ভব নয়, এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কারণে, আমরা শক্তিশালীরাও তাঁর কাছে সুরক্ষার প্রার্থনা করি। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের কসম, আমি শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষ ও জিনদের অনিষ্ট থেকে, আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওই সব শয়তান থেকে যারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, যারা রাতে আবির্ভূত হয় এবং দিনে মিলিয়ে যায়, আবার যারা রাতে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দিনে আবির্ভূত হয়, আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওইসব শয়তান থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি ইবলিস ও তার বাহিনীর সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেইসব জন্তুর অনিষ্ট থেকে, যাদের কপালের চুলের গুচ্ছ আপনি ধরেন। আমি আল্লাহর কাছে ওইসব বিষয় থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন মুসা, ঈসা ও ইবরাহিমও আলাইহিস সালাম (আল নাজমঃ ৫৩:৩৭), এবং ওই সকল অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, শয়তান ও তার বাহিনীর অনিষ্ট এবং অন্য সকল অশুভ বিষয় যা ক্ষতিকর তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছিঃ

﴿وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝﴾

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো, অতঃপর যারা ধমক দিয়ে তিরস্কার করে তাদের শপথ, আর যারা (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র আবৃত্তিতে

www.quraneralo.net

Contents

লিপ্ত, তোমাদের প্রকৃত ইলাহ অবশ্য একজন। যিনি আসমান, যমীন আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে এবং সকল উদয় স্থলের মালিক। আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি, আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। যার ফলে তারা উচ্চতর জগতের কিছু শুনতে পারে না, চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিণ্ড) (তাদেরকে) তাড়ানোর জন্য। তাদের জন্য আছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু নেয়। (আল-সাফ্ফাত ৩৭:১-১০)

আবুল নাযর বলেন: অতঃপর আমি এক বালতি পানি নিয়ে এর উপর উপরোক্ত দুয়া পাঠ করলাম, তারপর এ পানি ঘরের চারদিকে ছিটিয়ে দিলাম। এতে তারা (জিনরা) আমাকে লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে উঠল, তারা বলল: "আপনি আমাদেরকে পুড়িয়ে দিয়েছেন! আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করব না।"[৩২]

শেখ আলী বিন মুশাররফ আল উমারি তার এক ভাষণে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলেন, মদিনার কাছাকাছি হাদবান নামক স্থানের একটি বাড়িতে বিনা কারণে আগুন লেগে যায়, কিন্তু আগুন নেভানোর পর আবারো আগুন জ্বলে উঠে, দমকল বাহিনী এ আগুনের কোনো কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। শেখ (রহিমাহুল্লাহ) ওই স্থানে আসার পর কারণ বের করলেন, তিনি ওই স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর যেসব জিন এ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ঘরের বাসিন্দাদের বিপদে ফেলেছে তাদেরকে বিতাড়িত করলেন।

যদিও এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব, কিন্তু তা খুবই বিরল। আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে, এটি আসলেই জিনের কাজ কি না, কারণ মিথ্যাবাদী ও হাতুড়ে বৈদ্যরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এরকম অসংখ্য গল্প তৈরি করে। এরকম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন শেখ ইয়াসিন আহমদ ঈদ, তিনি বলেন:

"অল্প কিছু দিন আগে এক ব্যক্তি মারা যান, মৃত্যুর সময় তিনি একটি সুন্দর বাড়ি রেখে যান, বাড়িটি ছিল অন্যান্য বাড়ি থেকে কিছুটা পৃথক বা বিচ্ছিন্ন। বাড়িটি ছিল বেশ বড়সড়, রুম ছিল অনেকগুলো, ছিল সুসজ্জিত।

৩২. [আল-ওয়াবিলুস সাইব- ইবনুল কায়্যিম ১৭৬-১৭৭]

www.quraneralo.net

বাড়ির চত্বরে ছিল মার্বেল পাথরের তৈরি পুল। এর চারপার্শে ছিল বিভিন্ন আকার ও বর্ণের বেশ কিছু মূর্তি, যেগুলোর মুখ দিয়ে পানিও প্রবাহিত হত।

ওই লোকটির ওয়ারিশ হওয়ার মতো কোনো সন্তান ছিল না, সে কারণে তার মৃত্যুর পর বাড়িটি ফাঁকা হয়ে যায়, অনেক দাম পাওয়া যাবে এ আশায় তার স্বজনরা বাড়িটি বিক্রি করতে রাজি হলেন, কিন্তু যখনি তারা বাড়িটি বিক্রির জন্য প্রস্তুত হয়ে তোড়জোড় শুরু করলেন, ঠিক তখনি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, বাড়িটি জিনরা দখল করেছে এবং ভিতরে *ইফরিত* বসবাস করছে।

এ গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এক সময় পরিণত হয় শহরের মুখ্য আলোচনার বিষয়, টক অব দ্যা টাউন। সন্ধ্যার খোশ গল্পের আসরে আলোচিত হতে থাকে এ গুজব। যদি কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করে রাতে ওই বাড়িতে যেত সত্যতা যাচাই করতে, সকালে সে ফিরে আসত এ ধারণা নিয়ে যে, আসলেই ওই বাড়িটি জিনরা দখল করেছে।

যার ফলে কেউ আর ওই বাড়িটি কিনতে আগ্রহী হল না, ওয়ারিশ যারা ছিলেন তারাও অনেকটা হতাশ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এর মন্দ পরিণাম ভেবে, বিশেষ করে ক্রেতারা যখন বাড়িটির দাম হাঁকল চার ভাগের এক ভাগ দামে, তখন তারা বুঝতে পারলেন অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। উপায় না দেখে ওয়ারিশগণ বাড়িটি প্রায় বেচেই দিচ্ছিলেন, এরই মধ্যে এক সাহসী যুবক বাড়িটির খবর শুনে এগিয়ে এল, সে লোকজনের মুখে এ বাড়ি সম্পর্কে সবই শুনেছে। সে জিন বা ইফরিত বিষয়ে কোনো ভয় পেত না, এমনকি এদেরকে পাত্তাও দিত না। সে লোকজনের কাছে প্রতিজ্ঞাই করে বসল যে, সে ওই বাড়ি থেকে জিন তাড়াবে এবং ইফরিতকে ধরবে অথবা টাকার বিনিময়ে তাকে বহিষ্কার করবে। ওয়ারিশগণ তার প্রস্তাবে রাজি হলেন, এবং তারা তাকে কথামতো পারিশ্রমিকের অর্ধেক আগেই পরিশোধ করলেন।

সকালে যুবকটি সঙ্গে একটি পিস্তল নিয়ে ওই বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। বাড়িতে পৌছার পর সে কিছুক্ষণে বিশ্রাম নিল, মোমবাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক পর্যায়ে। কিছুক্ষণ সে টের পেল, কেউ একজন তার কাছ থেকে কম্বল টেনে নিচ্ছে, যুবকটি তৎক্ষণাৎ সর্বশক্তি দিয়ে কম্বলটি আঁকড়ে ধরল এবং বলল: "কে আমার কম্বল টেনে নিচ্ছ?" তখন একটি আওয়াজ বলে উঠল "আমি একজন ইফরিত, আর আমাকে এ কম্বলটি

www.quraneralo.net

নিতেই হবে, অন্যথায় আমি তোমার দেহে অবস্থান নেব।" যুবক কম্বল ছেড়ে দিতেই ওই লোকটি তার পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যুবকটি উঠে গিয়ে ওই ইফরিতের বুকের ওপর বসে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলল: "আমাকে বল, কে তুমি?"। ইফরিতটি খুব ভয় পেয়ে গেল, সে বলল: "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে বলব, আসলে কে আমি।" যুবক বলল: "কথা বল হে ইফরিত!" সে বলল: "আমি ইফরিত নই, জিনও নই, আমি তোমার মতোই একজন মানুষ। আমাদের মাঝে পার্থক্য একটাই, আমি দেখতে খুবই কালো ও কুৎসিত।" এ কথা শোনার পর যুবকটি তাকে ছেড়ে দিয়ে মোমবাতিটি জ্বালাল লোকটি আসলে কে তা দেখার জন্য। মোমের আলোতে সে দেখতে পেল একজন নগ্ন কালো মানুষ। যুবকটি বলল: "আমাকে বল, হে কালো মানুষ! কেন তুমি এখানে এসেছ?" লোকটি বলল: প্রয়োজনই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, কারণ আমি খুবই দরিদ্র, কোনো আয় নেই, বাড়িতে রয়েছে বিশাল পরিবার, আমি ছাড়া তাদেরকে দেখার আর কেউ নেই। এ অবস্থায় আমি এক লোকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম কাজের জন্য। ওই লোক আমাকে প্রতি রাতে এ বাড়িতে এসে থাকতে বলে। ওই লোকটি আমাকে বলল, যদি কেউ এ বাড়ির দিকে আসার চেষ্টা করে, তাহলে আমি যেন প্রথমে আমি তালি বাজাই এবং দেয়ালে আঘাত করি। কিন্তু তারপরও যদি দেখা যায় যে, লোকটি খুবই সাহসী এবং এসব ভীতিকর শব্দকে আমলেই নিচ্ছে না, তখন যেন আমি পানির টেপগুলো খুলে দেই, যাতে মূর্তিগুলোর মুখ দিয়ে পানি বের হতে থাকে, তারপর যেন আমি দ্রুত ছাদে উঠে বিভিন্ন কণ্ঠে চিৎকার করে তাকে ভয় দেখাই। অতঃপর সে আমাকে এ কথা গোপন রাখার জন্য বলল। যুবক এ ঘটনা শোনার পর লোকটিকে তার সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং বাড়ির ওয়ারিশদের কাছে তাকে হস্তান্তর করল। সে তাদের কাছে সব খুলে বলল এবং এভাবেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে লোকটি এ কালো মানুষটিকে ভাড়া করেছিল, সে চেয়েছিল বাড়িটি খুবই কম দামে কিনতে।

বাড়ি থেকে কিভাবে জিন বিতাড়িত করা যায়?

শেখ ওয়াহিদ বালি বলেন: আপনি যদি নিশ্চিত হোন যে, বাড়িতে আসলেই জিন রয়েছে এবং এটা কারো কোনো কৌশল নয়, তাহলে জিন তাড়ানোর উপায় হবে এরকম:

www.quraneralo.net

১- আপনি সঙ্গে দুইজন লোক নিয়ে ওই বাড়িতে যাবেন এবং বলবেন: "আমি তোমাকে ওই শর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, যেই শর্ত সোলায়মান তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। আমি আল্লাহর কসম করে তোমাকে বের হতে বলছি এবং কারো কোনো ক্ষতি না করার জন্য বলছি।" এ কথাগুলো আপনি তিনবার বলবেন।

২- এর পর আপনি যদি ঘরের মধ্যে কোনো কিছু টের পান,তাহলে একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে ওই দোয়া পাঠ করবেন, যা আল মুহারিবি আবুল নযরকে লিখেছিলেন। দোয়া পাঠ করার পর ঘরের প্রতি কোণে পানি ছিটিয়ে দিন এবং প্রতি কোণে কিছু পানি রেখে দিন, তাহলেই তারা আল্লাহর আদেশে ঘর ছেড়ে পালাবে।

৩- অতঃপর ওই ঘরে বসে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেন, বিশেষ করে সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত করবেন এবং নফল সালাত আদায় করবেন, আর রাতে ওই ঘরেই কিয়াম করবেন।

৪- আল্লাহর অবাধ্যতার সঙ্গে জড়িত এমন সবকিছু সরিয়ে ওই ঘরকে পবিত্র করুন।[৩৩]

যেসব কারণে জিনরা মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে

এটা জেনে রাখা উচিত যে, জিনদের পক্ষে মানুষের ক্ষতি করা বা তার মধ্যে উপস্থিত হওয়া খুব সহজ কাজ নয়, কারণ এটা করতে গেলেই সে কুরআনের শাস্তির মুখে পড়ে যায়, মানুষের দেহের মধ্যে আটকে পড়ে যায় বলেই তার এ শাস্তি। আর জিন যখন অন্য কোনো রূপে বা বেশে আবির্ভূত হয় তখন সে পড়ে যায় ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখে, কারণ তখন সে ওই নিয়ম-কানুনের অধীন হয়ে যায়, যা তার ধারণ করা বেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো জিন যদি বিড়ালের রূপে আবির্ভূত হয়, আর আপনি যদি তাকে তখন বর্শা বা বল্লম দিয়ে হত্যা করেন, তাহলে ওই জিন হত্যার শিকার হবে এরকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এক আনসার যুবকের মাধ্যমে, যা সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং জিন কোনো মানুষের ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি করে না, যতক্ষণ সে নিশ্চিত হতে না পারে যে, ওই ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ হতে

---

৩৩. ওয়াকাইয়াতুল ইনসান

www.quraneralo.net

Contents

বিমুখ, আর এটা নিশ্চিত হতে পারলেই, অর্থাৎ কোনো মানুষ যখন আল্লাহ বিমুখ হয়, তখনই কেবল জিনরা তার ক্ষতি করতে পারে।

জিনরা মানুষের ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি আপনাদের নিম্নোক্ত কোনো একটি কাজ না করার ব্যাপারে সতর্ক করব, কারণ আল্লাহ তো আপনাকে অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষাও করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য্যই হবে আপনার একমাত্র হাতিয়ার, আর ইসলামে নির্দেশিত প্রতিকার বা নিরাময় ব্যবস্থা হবে আপনার একমাত্র পাথেয়।

(১) বৈদ্য বা জাদুকর এবং যারা তার কাছে বার বার যান

জিন তার জীবদ্দশায় বৈদ্য বা ডাকিনীবিদের ওপর প্রচুর ক্ষমতা অর্জন করে। তারা অনেক জাদুকরকে অসুস্থ বানিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যাও করে, অতঃপর ওই ডাকিনীবিদের সন্তান-সন্ততির উপর ভর করে জিন, তাদেরকেও বশ করে নেয়, কারণ জিনরা ভালো করেই জানে যে, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই।

মন্দ জিনরা শুধু ডাকিনীবিদের হয়ে কাজ করে, তার কিছু অনুরোধ রাখে, এ অনুরোধ পূর্ণ করার কারণ হলো, ওই জাদুকর বা বৈদ্য তার কথা অথবা তার উচ্চারিত মন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে, তার মন্ত্রে এমন কিছু ছিল যা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো সত্ত্বাকে অংশিদার করে, অথবা সে তার কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর কথার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। এসব কারণেই জিনরা তার জন্য কাজ করে এবং তার কিছু অনুরোধ পূর্ণও করে। আর অন্যদিকে বৈদ্য জিনের সকল চাওয়া পূরণ করে, তাকে এটা করতে হয়, কারণ এ ক্ষেত্রে তার অবস্থান হলো অবমাননার, এখানে তার ব্যক্তিগত কোনো পছন্দ নেই।

শায়খ আল ইসলাম বিন তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

...যদি কোনো ব্যক্তি রুক্বইয়াহ তেলাওয়াত করেন এবং এর মাধ্যমে শুধু নিরাময় বা প্রতিকার প্রত্যাশা করেন, তিনি কিন্তু জিন প্রসঙ্গে সীমা লঙ্ঘন করেন না, একইভাবে কোনো জাদুকর যখন জিনদেরকে কাউকে হত্যা করতে বলে যাকে হত্যা করা অনুমোদিত নয় অথবা কাউকে আটক করার অনুরোধ করে যাকে আটক রাখার দরকার নাই। এক্ষেত্রে জিনরা জাদুকরকে টার্গেট করতে পারে শুধু তার সীমালঙ্ঘনের কারণে, আর এ

www.quraneralo.net

সীমালঙ্ঘন হল কাউকে হত্যা করা অথবা কাউকে অসুস্থ বানিয়ে দেয়া অথবা কারো পরিবার, শিশু বা গবাদিপশুর ক্ষতি করা।[৩৪]

যেসব বৈদ্যের কাছে মানুষ বার বার শরণাপন্ন হয় তারা হল বড় ধরনের শয়তান। এদেরকে কাজে লাগিয়ে জিন তাদের চাওয়া পূরণ করে এবং বৈদ্যদের প্রতি বেশ কিছু শর্তারোপ করে, এসব শর্ত আবার বৈদ্যরা তাদের কাছে প্রায়ই আসা যাওয়া করে এমন লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়, যেমন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পাখি জবেহ করা, নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়া, অথবা কিছু সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট অন্ধকার কক্ষে অবস্থান করা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বৈদ্য মর্যাদার দিক দিয়ে যত নিচে নামবে, মন্দ জিনের খারাবি তত বাড়বে, সে তত ভয়ঙ্কর হবে, আর জিনদের সকল শর্ত পালন করা সত্ত্বেও ওই বৈদ্যের কোনো চাওয়াই পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে সত্য কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছেন:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

আরো এ যে, কতক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। (আল-জিন্ন ৭২:৬)

(২) যর চক্র এবং যারা প্রায়শই এটা করে

যারা প্রায়শই যর চক্র আয়োজন করে তাদেরও ওপর জিন ও শয়তান সহজেই কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং তাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে, যারা এ চক্রে অংশগ্রহণ করে তারাও মারাত্মক ক্ষতির শিকার হন। এ ধরনের জলসার আয়োজন করা হয় মূলত রোগ নিরাময়ের নাম করে, মহিলারা একটি স্থানে একত্রিত হন, তখন জিনরা যর চক্র আয়োজনকারীদের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে, যেমন-নারীদেরকে অলঙ্কার ও সুন্দর পোশাক পরানো, তাদের শ্রেষ্ঠ গহনাগুলো পরিধান করানো, নির্দিষ্ট কিছু পাখি জবেহ করা, মহিলাদের মুখে রক্তের প্রলেপ দেয়া, মোমবাতি জ্বালানো, ড্রাম বা ঢোল বাজানো এবং এ ঢোলের বাজনার তালে তালে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে এমন উন্মাদনায় নাচানো যা শয়তানকে খুশি করবে। অনেক ক্ষেত্রেই এ নৃত্যকারী নারী মোটেই অসুস্থ থাকেন না, কিন্তু আসরে বসে নাচার কারণে জিন এসে তার দেহে অবস্থান নেয়।

---

৩৪. মাজমুআ ফাতাওয়া, খণ্ড ১৯।

www.quraneralo.net

Contents

এসব উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মাঝে, ওই নৃত্যকারী দরিদ্র নারী মনে করেন, তার অসুস্থতা ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু জিন তখন আরো বেশি বেশি করে তার দাবি পেশ করতে শুরু করবে। আর এ আসরে যতবার ওই নারীর সম্মান বিনষ্ট করা হবে তার সংখ্যাই হল যর চক্র।

আমার সামনে মরক্কো থেকে আসা একটি চিঠি রয়েছে, যর চক্র আয়োজনকারী এক ব্যক্তি এটি পাঠিয়েছেন, এ চিঠি থেকে সংক্ষেপে আমি কিছু উদ্ধৃত করব এখানে। আমি এটি এখানে উল্লেখ করব তাদের জন্য, যারা তাদের নারীদেরকে এ ধরনের চক্রে নিয়ে যান, তাদেরকে এখান থেকে কিছু শিখানোই আমার উদ্দেশ্য।

চিঠির লেখক বলছেন:

১৯৮৪ সাল থেকে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা থেকে প্রণোদিত হয়েই আমি এ চিঠি লিখেছি। আর খোলাখুলিভাবেই বলব, তার একমাত্র কারণ ছিল আমার অবহেলা। যদিও আমি একজন শিক্ষক, সুশিক্ষিত ব্যক্তি, সাবলিলভাবে কোনো জড়তা ছাড়াই আরবী ও ফরাসি ভাষা বলতে পারি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ি, নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাই এবং আমি সালাত আদায় করতাম না। খুব ছোট বেলা থেকেই আমি আমার বাড়িতে যর চক্র আয়োজন করতে দেখেছি, আমার বাবা-মা এটা করতেন। ১৯৭৪ সালে আমি আমার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেই, তার গর্ভে আমার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। এর পর থেকেই আমার অন্য নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এসব নারীরা আমার মায়ের কাছে আসত চিকিৎসার জন্য। আমার কাজ ছিল তাদের জন্য পাখি সংগ্রহ করা এবং তা জবেহ করা, মোমবাতিতে তাদের জন্য লেখা, এবং তাবিজ তৈরি করা।

এর দশ বছর পরে-১৯৮৪ সালে-আমি *ওয়াসওয়াসায়* ভুগতে শুরু করি। দুজন লোককে একসঙ্গে কথা বলতে দেখলেই আমি মনে করতাম, তারা আমাকে নিয়েই কথা বলছে, আর স্বভাবতই আমি কোনো কারণ ছাড়াই তাদের মুখোমুখি হয়ে কলহে লিপ্ত হয়ে যেতাম। ১৯৮৫ সালে আমি আবার বিয়ে করি, মদ্যপান ছেড়ে দেই এবং সালাত আদায় করতে শুরু করি। কিন্তু তখনই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটল আমার জীবনে। আমি আমার ঘরে অবস্থানকালে প্রায়ই প্রতিবেশির কণ্ঠ শুনতে পেতাম,

www.quraneralo.net

আমার প্রতিবেশি আমাকে গালি-গালাজ করছে, আমাকে অপমান করছে, আমি তার স্ত্রী ও মেয়েদের গলার আওয়াজও পেতে শুরু করলাম। এভাবে আমি ওই এলাকায় বসবাসরত সকল প্রতিবেশির কণ্ঠ শুনতে শুরু করলাম, তারা প্রত্যেকেই আমাকে যথাসম্ভব নিকৃষ্ট ও অশ্লীল উপায়ে গালিগালাজ করছে, যখন আর ধৈর্য্যের বাঁধ মানত না, তখন গিয়ে আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। আমি বড়ই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম, ঘুমোতে পারতাম না, এক পর্যায়ে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার প্রতিবেশি ও তার স্ত্রী শপথ করে পর্যন্ত বলেছেন যে, তারা এ ধরনের কথা কখনোই আমাকে বলেননি। কিন্তু তারপরও আমি তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেতাম, এমনকি তারা যখন বাড়িতে থাকতেন না, তখনও তাদের গলার আওয়াজ শুনতাম।

এর কিছু দিন পরে আমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিলাম, তার গর্ভেও আমার এক সন্তান ছিল। আবারো মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়লাম এবং জাদুমন্ত্র পাঠ শুরু করলাম।

পনের দিন পরে, আমি এমন কিছু কণ্ঠ শুনতে শুরু করলাম, যা অন্য কেউ শুনতে পেত না, এমনকি তারা আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও এটা শুনতে পেত না। যার ফলে কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে আমি জাদুকরদের শরণাপন্ন হলাম। তাদের পেছনে আমার প্রচুর অর্থ খরচ হল, কিন্তু কোনো উপশম বা নিরাময় লাভ হল না। এসব জাদুকরদের কেউ কেউ আমাকে ধুপ পোড়ানোর জন্য শিডিউল তৈরি করে দিল, কেউ আবার আমাকে উটের চুল কিনে ধুপের সঙ্গে পোড়ানোর পরামর্শ দিল, কিন্তু এসবই ছিল নিষ্ফল চেষ্টা। আমি দেখতে খুব কদাকার হয়ে গেলাম, সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতাম, রাতে দেখতাম দুঃস্বপ্ন, বিভিন্ন গলার আওয়াজ শুনতাম এবং খাবারে কোনো স্বাদ পেতাম না।

এর কিছু দিন পরে আমরা বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেলাম, কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। ওই অদ্ভুত কণ্ঠ আর আমার পিছু ছাড়ল না। কখনো ওই কণ্ঠগুলো আমাকে হুমকি দিত, কখনো আমাকে বলত অনৈতিক কর্মকাণ্ড করার জন্য। এ সময় আমার বন্ধুরা আমাকে আরেকজন জাদুকরের খোঁজ দিল, আমি তার কাছে গেলাম এ আশায় যে, হয়ত তার কাছে আমার জন্য উপশম রয়েছে। সে আমাকে কিছু নাম দিল এবং

www.quraneralo.net

Contents

প্রত্যেক সালাতের পর এগুলো আবৃত্তি করার পরামর্শ দিল। তার পরামর্শ অনুসারে আমি সবকিছুই করলাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল।[৩৫]

আপনারা কি দেখতে পাননি যে, এসব আসরে কী ধরনের অনৈতিক ও মন্দ কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে, এবং জিনরা কিভাবে এ চিঠির লেখকের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে, এ লোকটিও এ ধরনের যর চক্রের আয়োজন করত। সুতরাং নারীদেরকে এসব আসরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

চিঠির লেখকের উদ্দেশে আমি বলব: আপনার এখন নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডগুলো করা দরকার:

১- আপনি যেসব অনৈতিক কাজ করেছেন তার জন্য দ্রুত তওবা করুন এবং আপনার গুনাহর জন্য চোখের পানি ফেলুন।

২- এমন একজন ব্যক্তির কাছে যান, যিনি মহান কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন, পূর্ববর্তী সেকশনে যার রূপরেখা দেয়া হয়েছে, তিনি যাতে কুরআনিক পদ্ধতিতে আপনার চিকিৎসা করতে পারেন। এবং জাদুকর বা জাদুকরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

৩- নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করবেন।

৪- সকাল ও সন্ধ্যায় *আযকার* পাঠ করবেন এবং এ বইয়ের শেষে উল্লেখিত সহীহ দোয়াগুলো পাঠ করবেন।

৫- প্রতিদিনই কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করবেন এবং বাড়িতে প্রতি তিন দিন পর পর, সূরা বাকারা তেলাওয়াত করবেন।

৬- যথাসম্ভব দান সদকা করবেন।

৭- কিছু নফল ইবাদাত করবেন, যেমন রাত জেগে কিয়াম বা সালাত আদায় করা, নফল রোযা রাখা ইত্যাদি। বেশি বেশি করে এগুলো করবেন।

৮- আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, বেশি বেশি দোয়া করবেন, যখন দোয়া কবুল হবে, তখন সময় চাইবেন।

(৩) নব্যপ্রবর্তিত বৈরাগ্য ও ইবাদত

মানুষের ওপর জিনের কর্তৃত্ব লাভ করার আরেকটি কারণ হল নব্যপ্রবর্তিত বিরদ্ ও যিকর করা, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দেশনা অবতীর্ণ করেননি।

---

৩৫. মরক্কো থেকে শায়খ ওয়াহীদ বালির কাছে প্রেরিত এক পত্র থেকে নেয়া হয়েছে।

www.quraneralo.net

Contents

কিছু লোক অন্ধকার কক্ষের নির্জনতায় একা বসে কিছু আয়াত অথবা আল্লাহর নামসমূহ বেদায়াতি কায়দায় আওড়াতে থাকেন, একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে এটা পাঠ করেন, নির্দিষ্ট সংখ্যায় এটি পাঠ করেন এবং তারা মনে করেন এসব আয়াত বা এ নামসমূহের একজন সেবক রয়েছে, তাই তারা এ সেবকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তারা তাকে ডাকতে থাকেন, কিন্তু শয়তান এসে দখল না করা পর্যন্ত তারা এ স্থান থেকে উঠে দাঁড়ান না।

শায়খ আল ইসলাম বিন তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

সবশেষে বলতে চাই, বিপথগামী ও বিদয়াতে লিপ্ত মানুষ হল তারা, যারা শরীয়াহ বহির্ভূত বৈরাগ্যবাদ ও ইবাদাত পালন করে, যারা কখনো কখনো ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্ট করে এবং এর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে চায়, শয়তান বা মন্দ জিন যেখানে বিচরণ করে বা এ ধরনের আসরে, যেখানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ, সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করে, কারণ মন্দ জিনরা এখানে আসে এবং তাদের সঙ্গে কিছু বিষয়ে কথা বলে, যেভাবে তারা গণকের সঙ্গে কথা বলে থাকে।[৩৬]

(৪) জিনের ভুল মানুষকে টার্গেট করা

জিন কখনো কখনো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই ভুল মানুষকে টার্গেট করতে পারে, যেমনটি করে থাকে বোকা লোকরা।

(৫) জিনের মানুষের প্রেমে পড়া

কখনো জিন মানুষের প্রেমে পড়তে পারে এবং তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করতে পারে, ঠিক যেমনটি ঘটে মানুষের মাঝে, সুতরাং এ কারণেও জিন মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে।

(৬) মানুষকে জিনের শাস্তি দেয়া

অনেক সময় মানুষ না বুঝে কোনো জিনের ক্ষতি করতে পারে, যেমন-জিনের উপর পড়ে যাওয়া, জিনকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা, জিনের উপর প্রস্রাব করা অথবা জিনের দেহে গরম পানি ঢেলে দেয়া। এসব কারণে মানুষকে জিন তার প্রাপ্যেরও অধিক মাত্রায় শাস্তি দিয়ে থাকে।

---

৩৬. ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমু আল ফাতওয়াহ, ১৯/৪১

www.quraneralo.net

Contents

জিন ভর করার লক্ষণ

যারা এ বিষয়ের উপর লিখেছেন তারা মানুষের উপর জিন ভর করার বিভিন্ন লক্ষণের তালিকা করেছেন। এসব লক্ষণ সত্যি বা বাস্তব হতে পারে, তবে আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, কিছু লক্ষণ অন্য কোনো কারণেই দেখা দিতে পারে, যেমন সারা রাত জেগে থাকা অথবা দ্বিধা ও সংশয়ের কারণেও হতে পারে। সুতরাং এ লক্ষণগুলোর তালিকা পাঠ করার সময় শয়তান আমাদের মনে যেসব প্ররোচনা দিতে পারে সেগুলো থেকে অবশ্যই নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

এসব লক্ষণ দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে: কিছু লক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় ঘটতে পারে, আবার কিছু লক্ষণ ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঘটতে পারে।

❖ **জাগ্রত অবস্থার লক্ষণ:**

১- আল্লাহ তা'আলার স্মরণ (যিকির), তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত, কুরআন তেলাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝﴾

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য শয়তানকে নিয়োজিত করি, অতঃপর সে হয় তার ঘনিষ্ঠ সহচর। তারাই মানুষকে সৎপথে চলতে অবশ্যই বাধা দেয়, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। (আল-যুখরুফ ৪৩:৩৬-৩৭)

২- কথা, কাজে ও চাল-চলনে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾

যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়। (আল বাকারা ২:২৭৫)

৩- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কোনো কারণ ছাড়াই হৃদরোগের আক্রমণ। এ ধরনের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে শয়তানের হাত রয়েছে এমন অনেক লক্ষণ আছে।

www.quraneralo.net

৪- স্বাস্থ্যগত স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই শরীরের কোনো অঙ্গ নিশ্চল হয়ে যাওয়া।

৫- স্পষ্ট কোনো কারণ ব্যতীত দ্রুত রেগে যাওয়া বা কান্না করা।

৬- দীর্ঘসময় টয়লেটে অবস্থান করা এবং কারো সঙ্গে কথা বলা।

৭- সর্বক্ষণ মাথা ব্যথা (মাথার একদিকে বা উভয়দিকে), যার কোনো মেডিক্যাল কারণ নেই, এমনকি ব্যথানাশক ওষুধও এক্ষেত্রে কাজ করে না।

৮- মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

৯- স্বামী-স্ত্রী শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রজনন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো সন্তান জন্ম দিতে না পারা।

জাগ্রত অবস্থার আরো কিছু লক্ষণ রয়েছে, তবে সেগুলো বিকশিত হয় জীবনের অন্যান্য পরিস্থিতিতে, যেমন-বিবাহ চেষ্টায় সফল না হওয়া, বার বার বিয়েতে ব্যর্থ হওয়া অথবা স্বামীর সাথে সহবাসকালে স্ত্রীর বিষণ্নতা অনুভব করা ইত্যাদি।

❖ ঘুমন্ত অবস্থার লক্ষণ

১- ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন যেমন- ঘুমের মধ্যে ভূত-পেত্নি বা অপচ্ছায়া দেখা, অনেক উঁচু স্থান থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, মানুষকে অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর আকৃতিতে দেখা, সাপ দেখা ইত্যাদি। অথবা একজন পুরুষ বার বার স্বপ্নে এটাও দেখতে পারে, একজন নারী তার সঙ্গে সহবাস করতে চায় অথবা তিনি আরো দেখতে পারেন যে, কোনো কিছু তাকে হুমকি দিচ্ছে বা ভয় দেখাচ্ছে।

২. অনিদ্রা, উদ্বিগ্নতা এবং জাগ্রত হওয়ার ভয়।

৩. ঘুমের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা অথবা গোঙানি ও আর্তনাদ করা।

❖ **টীপ্পনী:** উপরোক্ত কোনো একটি লক্ষণ দেখা গেলেও কাউকে জিনে ধরেছে বলে মনে করা যাবে না। তার উপর কুরআন তেলাওয়াত না করা পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে তাকে জিনে ধরেছে। সুতরাং এসব লক্ষণকে কাউকে জিনের ধরার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

www.quraneralo.net

Contents

কুরআনিক নিরাময় ব্যবস্থার অনুশীলনকারী সম্পর্কিত বর্ণনা ও শর্তাবলী

(১) শেখার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা

কুরআনিক নিরাময় ব্যবস্থার অনুশীলকারীদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, এ নিরাময় ব্যবস্থার জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়। আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করা উচিত, তা যদি কেউ জাগতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অর্জন করে তাহলে পুনরুত্থান দিবসে সে বেহেশতের সুগন্ধী পাবে না।"[৩৭]

(২) জ্ঞান

জ্ঞান দু' ধরনের। ইসলামী জ্ঞান: তাওহীদের জ্ঞান, হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানা, এসবের জ্ঞান ব্যতীত মানুষ নিমজ্জিত হয় বিদয়াতে; জাগতিক জ্ঞান: মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং তাদের স্বভাবগত জ্ঞান। যিনি অন্য মানুষের চিকিৎসা করতে ইচ্ছুক, তার মধ্যে এ দুই ধরনের জ্ঞান থাকতে হবে।

(৩) অভিজ্ঞতা

মানুষের চিকিৎসা করার যোগ্যতা হিসেবে তার মধ্যে থাকতে হবে অভিজ্ঞতা। এজন্য তার মধ্যে থাকতে হবে জিন ও শয়তান সম্পর্কিত জ্ঞান, তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান, তাদের সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে জানা থাকতে হবে এবং জানতে হবে যে রোগীর চিকিৎসা করা হবে সেই রোগী কতটা আল্লাহ ঘনিষ্ঠ।

(৪) সচেতনতা ও ধার্মিকতা

যিনি অন্যের চিকিৎসা করতে চান তাকে হতে হবে সচেতন ও ধর্মভীরু, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই তাকে হতে হবে সৎ। তাকে নিয়মিত ওইসব ইবাদাত পালন করতে হবে, যা শয়তানকে বিরক্ত ও পরাভূত করে।

---

৩৭. সহীহ। শাইখ আলবানী (রহ.), সহীহ আল জামি ৬১৫৯।

www.quraneralo.net

(৫) গোপনীয়তা

তাকে অবশ্যই গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। কারণ চিকিৎসার সূত্রে মানুষ তার কাছে তাদের গোপন ও একান্ত ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জানাবে।

(৬) মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কিত জ্ঞান

মানসিক অসুস্থতা জিনের কারণে সৃষ্ট অসুস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই অনেকেই পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। মানসিক অসুস্থতাকে জিন দ্বারা সংঘটিত অসুস্থতা হিসেবে বিচার করেন।

কিভাবে অসুস্থতা সনাক্ত করা হয়?

জিন দ্বারা সংঘটিত অসুস্থার ক্ষেত্রেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেভাবে রোগ সনাক্ত করা হয়, ঠিক সেভাবে সমস্যা নির্ণয় করতে হবে, কী কারণে এমনটা হল তা খুঁজে বের করতে হবে। প্র্যাকটিশনার একশবার যদি জানতে পারেন যে, কেন তাকে জিন এ ক্ষতি করেছে, তাহলেই তিনি এর ভিত্তিতে তার চিকিৎসা করতে পারবেন। রোগী যদি কোনো বৈদ্য বা কবিরাজের মাধ্যমে আক্রান্ত হন, তাহলে তার জন্য বৈদ্য-কবিরাজ মোকাবিলা করার প্রতিকার দিতে হবে। আর বদ নজরের কারণে অসুস্থতা হলে সেক্ষেত্রে তাকে বদ নজরের জন্য প্রযোজ্য প্রতিকার ব্যবস্থা দিতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সঠিক ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করবেন।

কারণ নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই তাকে স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেসব স্থান আল্লাহর অবাধ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেসব স্থান পরিহার করতে হবে।

সুতরাং চিকিৎসার স্থানে দেয়ালে যদি কোনো ছবি টাঙানো থাকে, তাহলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে, বাদ্যযন্ত্র থাকলে তা সরিয়ে নিতে হবে। অতঃপর রোগীকে সংক্ষেপে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করার মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আর রোগী মহিলা হলে তাকে অবশ্যই হিজাব পরাতে হবে এবং সঙ্গে মাহরাম পুরুষ রাখতে হবে।

সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিশনারের অভিজ্ঞতাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর এ রোগ নির্ণয়ের কাজটি করা হয় রোগীর পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার মাধ্যমে, রোগী কতটা আল্লাহমুখী তা জানতে হবে, এছাড়াও আরো অনেক প্রশ্ন করার মাধ্যমে রোগীর অবস্থা

www.quraneralo.net

জেনে নিতে হবে। রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে এসব প্রশ্নের ধরন বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবে। নারী ও পুরুষের প্রশ্ন আলাদা হবে। একইভাবে বিবাহিত লোককে করা প্রশ্ন অবিবাহিত লোকের প্রশ্ন থেকে আলাদা হবে, আবার কোনো যুবককে করা প্রশ্ন কোনো বৃদ্ধের প্রশ্ন থেকে আলাদা হবে।

রোগীর অবস্থা, রোগের ধরন বা তার যে ক্ষতি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন বিভিন্ন হবে, তবে কিছু সাধারণ প্রশ্ন সব রোগীকেই করার দরকার হবে। সেগুলো হল:

❖ রোগ বা ক্ষতি অথবা রোগী যে সমস্যায় ভুগছেন তার ধরণ।

❖ এ অসুস্থতা কখন থেকে শুরু হয়েছে?

❖ রোগী যেসব স্বপ্ন দেখেছেন তার ধরন। এ স্বপ্নের ধরণ থেকেই প্রাকটিশনার সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণ বুঝতে পারবেন যে, এটা কি কারো প্রতিশোধ গ্রহণ বা ভালোবাসা বা কোনো বৈদ্য-কবিরাজের কারণে হয়েছে।

❖ রোগী কি আল্লাহকে স্মরণ করতে, কুরআন তেলাওয়াত করতে অথবা শুনতে অসমর্থ মনে করেন? অথবা তন্দ্রা বা ঘুম ঘুম অনুভব করেন কি না?

❖ রোগী কি তার দেহের নড়াচড়ায় অথবা পেটে ব্যথা অনুভব করেন? অথবা চরম মুহূর্তে অসাড়তা অনুভব করেন?

❖ তার কি এমন মনে হয় যে, তিনি কোনো কারণ ছাড়াই কান্না করতে চান?

❖ তিনি কি তার বুকে ভয়ানক দৃঢ়তা বা কষাকষি অনুভব করেন?

❖ রোগির কি অবিরত প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়, যা ব্যথানাশক খেলেও কমে না?

❖ নারীদের ক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয় কি না।

এগুলো সাধারণ কিছু প্রশ্ন, যার মাধ্যমে একজন প্রাকটিশনার রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারেন-এটা কি কোনো বৈদ্য-কবিরাজের প্রভাবে হয়েছে, নাকি এটা জিনের আক্রমণে হয়েছে, নাকি এটা শুধুই দৃষ্টিবিভ্রম, নাকি এটা কোনো মানসিক সমস্যা, যার ক্ষেত্রে জিনের কিছুই করার নেই।

এসব প্রশ্ন করার পর প্রাকটিশনার নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্তের যে কোনো একটিতে উপনীত হতে পারেন:

❖ তিনি সমস্যার কারণ অতি দ্রুত নির্ণয় করতে পারবেন।

❖ অথবা বিষয়টি নিয়ে তিনি দ্বিধা-সংশয়েও পড়তে পারেন।

www.quraneralo.net

প্রাকটিশনার যদি সমস্যা বা রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারেন, তাহলেই তিনি উপযুক্ত পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা করতে পারবেন। সমস্যা যদি জিনের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কুরআন থেকে রুক্বইয়া তেলাওয়াত করতে পারেন; আর যদি কোনো বৈদ্য-কবিরাজের কারণে এটা ঘটে থাকে, তাহলে তিনি এক্ষেত্রে কুরআনের বৈদ্য-কবিরাজকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন রুক্বইয়া তেলাওয়াত করবেন; অথবা এ ক্ষেত্রে রোগী নিজেও কুরআনের প্রযোজ্য অংশটুকু তেলাওয়াত করতে পারেন। আর প্রাকটিশনার যদি এ বিষয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকেন তাহলে তিনি নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন:

রুক্বইয়া (ঝাড়ফুঁকের বিভিন্ন দু'আ ও আয়াত) তেলাওয়াত

প্রাকটিশনার রোগীর জন্য রুক্বইয়া তেলাওয়াত করবেন। এক্ষেত্রে যে জিনের ক্ষতির কারণে রোগের সৃষ্টি হয়েছে সেই জিনের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাকটিশনারের আল্লাহভীতি (তাকওয়া) ও আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইবনে মুফলিহ আল হাম্বলি তার *মুসাইবুল ইনসান মিন মাকাইদুস শায়তান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মানুষের মতো শয়তানেরও সিজার (seizure) (অস্বাভাবিক হৃদকম্পন, দেহে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি) হয়, যখন সে ঈমানি চেতনায় পরিপূর্ণ কোনো মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি আসে। তিনি আরো বলেন:

যে হৃদয় ঈমানি চেতনায় পরিপূর্ণ, তা সবসময় আলোকিত থাকে, এতে উত্তাপ আছে, যখনই কোনো শয়তানি প্ররোচনা (ওয়াসওয়াসা) এ হৃদয়ের কাছাকাছি আসে তখন এটি ছাইয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্ণিত আছে, যখন কোনো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যদি কোনো শয়তান বা মন্দ জিন এর কাছে আসে, তাহলে ওই শয়তানেরও মানুষের মতো সিজার (শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি) হয়। ওই মুহূর্তে সব শয়তান ওই শয়তানকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং বলতে থাকে, "তার কী হয়েছে?" তখন বলা হয়, মানুষ তাকে পরাভূত করেছে।"[৩৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, জিনের ক্ষতির ক্ষেত্রে তেলাওয়াতকারীর ঈমানী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। অস্ত্রের মালিকের হাতেই অস্ত্র ভালো কাজ করে।

---

৩৮. ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমু আল ফাতওয়া,১৯/৪১

www.quraneralo.net

রোগীর জন্য কুরআনের যেসব আয়াত তেলাওয়াত করতে হবে:

১. আল ফাতিহা

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝﴾

১. (আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ২. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ৩. যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। ৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৫. আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। ৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

২. সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত

﴿الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾

১. আলিফ, লাম, মীম। ২. এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। ৩. যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। ৪. আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। ৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম।

৩. সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৬৩-১৬৪

﴿وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

www.quraneralo.net

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝﴾

তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহ্‌র বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্‌দ্বারা তিনি পৃথিবীকে–ম'রে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

৪. সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৫৫-২৫৭

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ ٢٥٥ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۤ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ٢٥٦ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰۗـــُٔـهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া।

www.quraneralo.net

তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। ২৫৭. আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।

৫. সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৮৫-২৮৬

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۪ وَاغْفِرْ لَنَا ۪ وَارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾

রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের

www.quraneralo.net

প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।

৬. সূরা আল ইমরান, আয়াত নং-১৮-১৯

﴿شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর।

৭. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত নং-৫৪-৫৬

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝﴾

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের

www.quraneralo.net

পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আর তাঁকে ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা নিয়ে ডাকতে থাক, আল্লাহ্‌র দয়া তো (সব সময়) তাদের নিকটে আছে যারা সৎ কাজ করে।

৮. সূরা আল মুমিনুন, আয়াত নং-১১৫-১১৮

﴿اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝﴾

তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুউচ্চ মহান আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌কেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার প্রতিপালকের কাছেই তার হিসাব হবে, কাফিরগণ অবশ্যই সফলকাম হবে না। কাজেই বলঃ 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও রহম কর, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

৯. সূরা আস-সাফ্ আয়াত নং-১-১০

﴿سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۭ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

www.quraneralo.net

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

আসমানে যা কিছু আছে আর যমীনে যা কিছু আছে (সবই) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি মহাপরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞানী। হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে– যেন তারা সীসা-গলানো প্রাচীর। স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, তোমরা তো জানই যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল!' অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। স্মরণ কর, যখন মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।' অতঃপর সে [অর্থাৎ 'ঈসা ﷺ যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন সেই নবী] যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এটা তো স্পষ্ট যাদু।' তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যে রচনা করে– অথচ তাকে ইসলামের পথ অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। (এ রকম) যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথে চালিত করেন না। তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রসূলকে

www.quraneralo.net

হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য– যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে। হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাব থেকে রক্ষা করবে?

১০. সূরা আল আহকাফ, আয়াত নং-২৯-৩২

﴿وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝﴾

স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (ফিরে গিয়ে) তারা বলল– হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।

১১. সূরা আর-রাহমান, ৩৩-৩৬

﴿يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝﴾

www.quraneralo.net

হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পার তাহলে অতিক্রম কর, কিন্তু (আল্লাহ্‌র) প্রমাণপত্র ছাড়া তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'মাতকে অস্বীকার করবে? (অতিক্রম করতে চাইলে) তোমাদের দিকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'মাতকে অস্বীকার করবে?

১২. সূরা আল হাশর, আয়াত-১২-২৪

﴿لَئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ
نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ۖ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ
اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ
وَّرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيْمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ إِنِّيْٓ
أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ
أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَا يَسْتَوِيْٓ أَصْحٰبُ النَّارِ وَأَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ۝ لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝﴾

www.quraneralo.net

Contents

তারা বহিস্কৃত হলেও এরা তাদের সাথে বেরিয়ে যাবে না। তাদের উপর আক্রমণ করা হলেও এরা তাদেরকে কক্ষনো সাহায্য করবে না। আর এরা সাহায্য করলেও তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) অবশ্য অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা (অর্থাৎ কাফিররা) আর কোন সাহায্যই পাবে না। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি প্রবল। এর কারণ এ যে, তারা এক বিবেক-বুদ্ধিহীন সম্প্রদায়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, সুরক্ষিত জনপদে বা দেয়ালের আড়ালে অবস্থান ছাড়া। তাদের নিজেদের মধ্যেই আছে ভীষণ শত্রুতা। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর কিন্তু তাদের অন্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এর কারণ এ যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। এরা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী বানু কাইনুকার) মত যারা এদের পূর্বে নিকটবর্তী সময়েই তাদের কৃতকর্মের কুফল আস্বাদন করেছে। তাদের জন্য আছে মর্মান্তিক শাস্তি। (তাদের মিত্ররা তাদেরকে প্রতারিত করেছে) শয়ত্বানের মত। যখন মানুষকে সে বলে- 'কুফুরী কর'। অতঃপর মানুষ যখন কুফুরী করে তখন শয়ত্বান বলে- 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' কাজেই তাদের উভয়ের পরিণাম হবে এ যে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, আর যালিমদের এটাই প্রতিফল। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা। এরা পাপাচারী লোক। জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না, জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল। আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়,

www.quraneralo.net

নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।

১৩. সূরা আল জিন, আয়াত-১-৯

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي
إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَّا لَمَسْنَا
السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ
لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝﴾

বল, "আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত। আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না। আরো এ যে, কতক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। আরো এ যে (জ্বিনেরা বলেছিল) তোমরা (জ্বিনেরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষেরা ধারণা করত যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবে না। আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। আমরা (আগে)

www.quraneralo.net

Contents

সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে।

১৪. সূরা আল হুমাযাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝﴾

দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে, যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে, সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, (লেলিহান অগ্নিশিখার) উঁচু উঁচু স্তম্ভে।

১৫. সূরা আল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾

বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

১৬. সূরা আল ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝﴾

www.quraneralo.net

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

১৭. সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴾

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (এ কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

এ সমস্ত রুক্বইয়াহ তেলাওয়াত করার পর নিম্নোক্ত ফলাফল আসতে পারে:

১. রোগী একটি ঝাঁকুনি (সিজার) অনুভব করবে এবং জিন কথা বলতে শুরু করবে।

২. রোগী কোনো সিজার অনুভব করবে না, তবে অন্য কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হবে যা দ্বারা বোঝা যাবে, এ সমস্যা জিনের কারণেই হয়েছে।

৩. আর সমস্যা যদি হয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বা মনোবৈজ্ঞানিক, তাহলে কিছুই ঘটবে না।

১. রোগী যদি সিজার বা ঝাঁকুনি অনুভব করেন এবং জিন যদি কথা বলে

তাহলে এ ক্ষেত্রে যা যা জিজ্ঞেস করতে হবে

১. জিনের নাম

২. তার ধর্ম

৩. কী কারণে সে মানুষের উপর ভর করেছে

www.quraneralo.net

মানুষের দেহে ভর করার কারণ যদি হয় এমন কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে তাকে বলতে হবে, এটা *হারাম* এবং তার বিরুদ্ধে যত প্রমাণ আছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাকে আরো বলতে হবে যে, সেও মানুষের মতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নিয়মের অধীন, রাসূলকে (ﷺ) আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন মানুষ ও জিন উভয় জাতির জন্যই।

আর জিন যদি এটা করে থাকে মানুষকে শাস্তি দেয়া বা পুরনো হিসাব মেটানো অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, তাহলে তাকে বলতে হবে, এ ব্যক্তি যা করেছে তা না বুঝে করেছে এবং এ ব্যক্তি সুচিন্তিতভাবে এ ক্ষতি করেনি, যার ফলে তিনি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত নন। আর ওই ব্যক্তি যদি এ ত্রুটিপূর্ণ বা জিনের জন্য ক্ষতিকর কাজ তার নিজ বাড়িতে অথবা নিজ সম্পত্তিতে বসে করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে জিনকে বলতে হবে, এটা মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি, তাই নিজ বাড়িতে তার যে কোনো অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করার অধিকার রয়েছে, বরং তোমার বিনা অনুমতিতে মানুষের বাড়িতে বা ঘরে অবস্থান করার কোনো অধিকার নেই। প্রাকটিশনারকে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) নিয়ম-নীতির কথা বলার ক্ষেত্রে অটল থাকতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাদেরকে ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

আমি 'আযাব দেই না যতক্ষণ একজন রসূল না পাঠাই। (সূরা আল ইসরা ১৭:১৫)

﴿يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾

(আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জ্বিন ও মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করত আর এ দিনের সাথে যে সাক্ষাৎ ঘটবে সে ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করত? (সূরা আল-আনআম ৬:১২০)

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বসবাসের গৃহে কোনো সাপ পাওয়া গেলে তা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তিনবার চলে যেতে বলার পর সাপটি ঘর

www.quraneralo.net

ছেড়ে যায়, মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কারণ অবৈধভাবে যেমন কোনো মানুষ হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়, তেমনি কোনো জিনকেও অবৈধভাবে হত্যা করা জায়েয নয়। খারাপ কাজ সর্বক্ষেত্রেই হারাম; কারো ক্ষেত্রেই কোনো ধরনের খারাপ কাজ বা ভুল কাজ করা জায়েয নয়, এমনকি সে যদি কাফিরও হয়।

জিন যদি প্রাকটিশনারের সনির্বন্ধ অনুরোধে সাড়া প্রদান করে, তাহলে তো ভালো, আর যদি সাড়া না দেয়, তাহলে প্রাকটিশনার জিনকে ভর্ৎসনা করবেন, হুমকি দেবেন, অভিশাপ দেবেন এবং তাকে অপমান করবেন, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে আবূ দারদার সূত্রে। তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরা তাকে বলতে শুনলাম:

«أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ»

"আমি তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

অতঃপর তিনি বলেন:

«أَلْعَنُكَ بِلَعْنَتِ اللهِ»

"আমি আল্লাহর অভিসম্পাতে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি"।

এভাবে তিনবার বলার পর তিনি কোনো কিছু নেয়ার মতো করে হাত বাড়ালেন। প্রার্থনা শেষ হলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা আমরা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি, এবং আমরা দেখলাম আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন:

«إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ، لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»

"আল্লাহর শত্রু ইবলিস আগুনের একটি শিখা নিয়ে এসেছে আমার মুখে নিক্ষেপ করবে বলে, এটা দেখেই আমি বললাম, 'আমি তোমার হাত

www.quraneralo.net

থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি', তিনবার বলার পর আমি তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলাম, কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমার ভাই সুলাইমানের প্রার্থনা যদি না থাকত, তাহলে এ সকালেই তাকে বেঁধে ফেলতাম এবং মদিনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।"[৩৯]

এ হাদীসে দেখা গেল, কেউ শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন এবং তাকে আল্লাহর অভিসম্পাতে অভিশাপও দিতে পারেন।

জিনকে যদি কুরআন তেলাওয়াত, ভালো ও মন্দ কাজের আদেশ-নিষেধ, ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত করার মাধ্যমে বিতাড়িত করা হয়, তাহলেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। আর এর কারণে যদি ওই জিন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা মারা যায় তবে তা তার নিজের ভুলের জন্যই হবে, এজন্য প্রাকটিশনারকে বরং প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ এর মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তির বিষণ্নতা দূর করা হয়েছে, যার প্রতি ভুল করা হয়েছিল। যার প্রতি ভুল করা হয়েছে যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করার কথা ইসলামে বলা হয়েছে, এবং এটা মুস্তাহাব কাজ। সহীহাইনে আল বারাআ' বিন আযিব থেকে বর্ণিত আছে,

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সাতটি কাজ করার এবং সাতটি কাজ না করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশ নেয়ার, হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার, শপথ পালন করার, যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এমন ব্যক্তির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সালাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

এবং তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, সিল্কের তৈরি ঘোড়ার জিন ব্যবহার করতে, *কাসি* কাপড়-চোপড় পরিধান এবং সিল্ক, সোনা ও রূপার কারুকাজ করা রেশমি বস্ত্র, ও বুটিদার রেশমি বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

আল সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

---

৩৯. সর্বসম্মতি রয়েছে। শেখ আল আলবানি (রহ.), সহীহ আল জামি, হাদিস নং-৩১০৮।

www.quraneralo.net

"তোমার ভাইকে সহায়তা কর, সে জুলুম করুক অথবা তার প্রতি কেউ জুলুম করুক।"

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), কারো প্রতি অন্যায় করা হলে বা ভুল করা হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় তা আমরা জানি, কিন্তু সে যদি নিজেই গর্হিত ও অন্যায় কাজ করে, তাহলে তাকে কিভাবে আমরা সহায়তা করব?" তিনি বললেন: "তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ। এটাই হল তাকে সাহায্য করার উপায়। জিন বিতাড়িত করলে অবিচার বা অন্যায়ের শিকার ব্যক্তির যন্ত্রণা লাঘব হয়। সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অপর কোনো মুমিন ভাইয়ের একটি যন্ত্রণা লাঘব করে দেবে, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তার একটি যন্ত্রণা লাঘব করে দেবেন। আর যিনি কঠোর ব্যক্তির সঙ্গে সহজ আচরণ করবেন, দুনিয়াতে ও আখেরাতে আল্লাহ তার সঙ্গেও সহজ আচরণ করবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও পরকালে তার দোষও গোপন করবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো বান্দাহকে সহায়তা করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দাহ তার কোনো মুসলিম ভাইকে সাহায্য করবে।"[৪০]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) রুক্বইয়া তেলাওয়াত করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইয়ের কোনো উপকার করতে চায়, তবে তাকে তা করতে দাও।[৪১]

---

৪০. মুসলিম ২৬৯৯

৪১. [মুসলিম ২১৯৯]

www.quraneralo.net

এসব আলোচনা ও বর্ণনা প্রাকটিশনারকে উৎসাহিত করার জন্য, তবে প্রাকটিশনার জিনকে উদ্দেশ্যবিহীন প্রশ্ন করেই যাবেন না অথবা জিনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি আলোচনাও করবেন না। তার যে লক্ষ্য তা থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। নিম্নোক্ত কারণে এটা করা যাবে না:

১- অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্ন করার কারণে প্রাকটিশনার শয়তানের ফাঁদে পড়ে যেতে পারেন এবং তার নিজের মধ্যে আত্ম-গৌরব ও ঔদ্ধত্য চলে আসতে পারে।

২- অযথা বেশি প্রশ্ন করার কারণে জিন মনে করতে পারে, প্রাকটিশনারের মাঝে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে, এর ফলে জিন আরো ধূর্ত হয়ে যেতে পারে এবং আবির্ভূত হতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

৩- সিজারের স্থায়িত্ব বেশী হওয়ার কারণে রোগী চেতনা ফিরে পাওয়ার পর শারীরিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

এসব চেষ্টার পরও যদি জিনকে আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপারে রাজী করানো না যায়, তাহলে প্রাকটিশনার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে পারেন, এর ফলে জিনের উপর একটি প্রভাব পড়বে এবং এ আয়াত জিনকে শাস্তি প্রদান করবে এবং জিনকে নিদারুণ যন্ত্রণা দেবে। সম্পূর্ণ কুরআনই মানুষের জন্য নিরাময় ও রহমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

আমি কুরআন হতে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত। (আল ইসরা ১৭:৮২)

যেসব আয়াত জিনকে শাস্তি দেয়

১- সূরা আল ফাতিহা ১: ১-৭

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। যিনি পরম

www.quraneralo.net

করুণাময় অতি দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) নয় ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়।

২- আয়াতুল কুরসী (বাকারা ২:২৫৫)

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

৩. (আন-নিসা ৪:১৬৭-১৭৩)

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِیْدًا ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ یَكُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیْقًا ۝ اِلَّا طَرِیْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرًا ۝ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَیْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ۝ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِیْحُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰی مَرْیَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۟ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَیْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ

www.quraneralo.net

إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۖ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۗ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

যারা কুফরী করে আর লোকেদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে ফিরিয়ে রাখে তারা চরম পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যারা কুফরী করেছে আর বাড়াবাড়ি করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না জাহান্নামের পথ ছাড়া, যাতে তারা চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে, আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। হে মানুষ! রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে, কাজেই তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, আর যদি কুফরী কর (তাহলে জেনে রেখ) আকাশসমূহে আর যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহা কুশলী। ওহে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না, ঈসা মাসীহ তো আল্লাহ্‌র রসূল আর তাঁর বানী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, আর তাঁর পক্ষ হতে নির্দেশ, কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, আর বলো না 'তিন' (জন ইলাহ আছে), নিবৃত্ত হও, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ তো একক ইলাহ, তিনি পবিত্র এথেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সব কিছু তাঁরই, আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। মাসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না, আর নৈকট্যের অধিকারী ফেরেশতারাও না। যে তাঁর 'ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করে আর অহঙ্কার করে, তিনি তাদের সকলকে শীঘ্রই তাঁর কাছে একত্রিত করবেন। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দান করবেন, আর নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। আর যারা তুচ্ছ জ্ঞান

www.quraneralo.net

করবে ও অহঙ্কার করবে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ ব্যতীত তাদের জন্য তারা না পাবে কোন অভিভাবক, না (পাবে) কোন সাহায্যকারী।

৪. আল মায়িদাহ: আয়াত:৩৩-৩৪

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল এ যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হল তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি। (তবে এ শাস্তি) তাদের জন্য নয় যারা তোমাদের আয়ত্বে আসার পূর্বে তাওবা করবে। জেনে রেখ, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫. আল আনআম-আয়াত:৯৩

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثۡلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۗ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣﴾

তার থেকে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে কথা রচনা করে অথবা বলে, আমার প্রতি ওয়াহী নাযিল হয়; যদিও তার কাছে কিছুই অবতীর্ণ হয় না। আর যে বলেঃ আল্লাহ যা নাযিল করেন আমি শীঘ্রই তার অনুরূপ নাযিল করব। হায়! যদি তুমি ঐ যালিমদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের জানগুলোকে বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা প্রকৃত সত্য নয় আর তাঁর নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে।

www.quraneralo.net

৬. আল-আ'রাফ-আয়াত:৪৪-৫১

﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّۢا بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۙ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ۝ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۝﴾

জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে যে, 'আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়া'দা দিয়েছিলেন তা আমরা ঠিক ঠিক পেয়েছি। আর তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়া'দা ঠিক মত পেয়েছ?' তারা বলবে, 'হাঁ'। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা করবে যে, যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাকে বাঁকা করতে চায়, আর তারা পরকাল অস্বীকারকারী। উভয় দলের মাঝে আছে পর্দা আর আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী অংশ) কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেক লোককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে (যে সে জান্নাতের বাসিন্দা না জাহান্নামের)। জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে তারা বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম'। তারা (আ'রাফবাসীরা) তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি কিন্তু তারা আশা করছে। যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী করো না।' আ'রাফবাসীরা যাদেরকে চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের দলবল আর গর্ব-অহঙ্কার কোন কাজে আসল না।'

www.quraneralo.net

এরাই (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) কি ঐ সব লোক যাদের ব্যাপারে তোমরা শপথ করে বলতে যে আল্লাহ তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাবেন না। (আজ এদেরকেই বলা হল) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা দুঃখিতও হবে না। জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে, 'আমাদেরকে কিছু পানি ঢেলে দাও কিংবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক্ দিয়েছেন তাথেকে কিছু দাও।' তারা বলবে, 'আল্লাহ এ দু'টো কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।' 'যারা তাদের দ্বীনকে খেলা-তামাশা বানিয়ে নিয়েছিল আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' কাজেই আজকের দিনে তাদেরকে আমি ভুলে যাব যেভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে চলেছিল।

৭. আল আনফাল-আয়াত-১২-১৩

﴿اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝﴾

স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি; অতএব মু'মিনদেরকে তোমরা দৃঢ়পদ রেখ'। অচিরেই আমি কাফিরদের দিলে ভীতি সঞ্চার করব, কাজেই তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আঘাত হান প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে। এর কারণ হল, তারা আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করে আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করবে (তাদের জেনে রাখা দরকার) আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

৮. আত-তাওবা ৯:৭

﴿كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে মুশরিকদের চুক্তি কী করে কার্যকর থাকতে পারে? অবশ্য ঐসব লোক ছাড়া যাদের সঙ্গে তোমরা মাসজিদুল

www.quraneralo.net

হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে; তারা যদ্দিন তোমাদের সঙ্গে চুক্তি ঠিক রাখে, তোমরাও তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

৯. সূরা ইবরাহিম: ১৫-১৭

﴿وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۭ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝﴾

তারা (অর্থাৎ কাফিররা) চূড়ান্ত বিজয়ের ফায়সালা কামনা করেছিল, কিন্তু (আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিরোধিতা করার কারণে) প্রত্যেক উদ্ধত সীমালঙ্ঘনকারী ব্যর্থ হয়ে গেল। এদের জন্য পরবর্তীতে আছে জাহান্নাম, আর এদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। সে তা খুব কষ্ট করে গিলতে চেষ্টা করবে, আর খুব কমই গিলতে পারবে। মৃত্যু যন্ত্রণা তার কাছে চতুর্দিক থেকে আসবে কিন্তু সে মরবে না, এরপর তার জন্য থাকবে এক কঠিন 'আযাব।

১০. আল হিজর: ১৬-১৮

﴿وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝﴾

আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবণ করে।

১১. আল-ইসরা:১১০-১১১

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝﴾

বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।' তোমার সলাতে স্বর উচ্চ করো না, আর তা খুব নীচুও করো না, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর। বল, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র যিনি

www.quraneralo.net

সন্তান গ্রহণ করেন না, যাঁর শাসন-কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য যাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। অতএব পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

১২. আল-আম্বিয়া: ৭০

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾

তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকেই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়লাম।

১৩. আদ্-দুখান: ৪৩-৫২

﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾

নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ (হবে) পাপীর খাদ্য গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত, (বলা হবে) ওকে ধর, আর ওকে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের আগুনের মাঝখানে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে 'আযাব দাও। (বলা হবে) গ্রহণ কর স্বাদ-তুমি তো ছিলে ক্ষমতাশালী, সম্মানী। এ হল তাই যাতে তোমরা সন্দেহ করতে। নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগান আর ঝরণার মাঝে

১৪. আল-আহকাফ: ২৯-৩৪

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ

www.quraneralo.net

يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝﴾

স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (ফিরে গিয়ে) তারা বলল– হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে। তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। কাফিরদেরকে যেদিন জাহান্নামের সামনে হাজির করা হবে (তখন তাদেরকে বলা হবে) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, 'কসম আমাদের প্রতিপালকের! এটা সত্য।' তাদেরকে বলা হবে, 'তাহলে 'আযাব আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা সত্যকে অমান্য করেছিলে।

১৫. আল-হজ: ১৯-২২

﴿هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝﴾

এরা বিবাদের দু'টি পক্ষ, (মু'মিনরা একটি পক্ষ, আর সমস্ত কাফিররা আরেকটি পক্ষ) এরা এদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে, অতঃপর

www.quraneralo.net

যারা (তাদের প্রতিপালককে) অস্বীকার করে, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দিয়ে তাদের পেটে যা আছে তা ও তাদের চামড়া গলিয়ে দেয়া হবে। উপরন্তু তাদের (শাস্তির) জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণার চোটে তাথেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে (তখনই) তাদেরকে তার ভিতরে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (আর বলা হবে, আগুনে) পুড়ার শাস্তি আস্বাদন কর।

১৬. আল-মারিয়াম: ৬৮-৭২

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۞﴾

কাজেই তোমার রব্বের কসম! আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই একত্রিত করব আর শয়তানদেরকেও। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে নতজানু অবস্থায় অবশ্য অবশ্যই হাজির করব। অতঃপর প্রত্যেক দল হতে দয়াময়ের প্রতি সবচেয়ে অবাধ্যকে অবশ্য অবশ্যই টেনে বের করব। আর আমি অবশ্য অবশ্যই খুব ভাল করে জানি তাদের মধ্যে কারা জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি রক্ষা করব আর যালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

১৭. আল-মুলক: ৫-১১

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۞ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۞ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۗءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۞ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞﴾

www.quraneralo.net

আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি; কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল! তাদেরকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণের (ভয়াবহ) গর্জন শুনতে পাবে আর তা হবে উদ্বেলিত। ক্রোধে আক্রোশে জাহান্নাম ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই কোন দলকে তাতে ফেলা হবে তখন তার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?' তারা জবাব দিবে, 'হাঁ অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলাম আর আমরা বলেছিলাম, 'আল্লাহ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।' তারা আরো বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে শামিল হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অতএব দূর হোক জাহান্নামের অধিবাসীরা!

জিন যদি অনেক ধূর্ত ধরনের হয় এবং চলে যেতে অস্বীকার করে, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তাহলে প্রাকটিশনার নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

ভারতীয় কস্টাস (সুগন্ধীযুক্ত বৃক্ষ) বৃক্ষের তৈরি নাকের ড্রপ

ধূর্ত জিনকে বিরক্ত করার জন্য ভারতীয় কস্টাসের তৈরি বিশেষ নাকের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগী এ ড্রপ এমনভাবে গ্রহণ করবে, যাতে এটা সরাসরি মস্তিস্কে চলে যায়, যেখানে জিন অবস্থান করে। আর এভাবে ড্রপ গ্রহণ করার ফলে জিন এতটাই বিরক্ত হবে যে, এ বিরক্তি আর সহ্য করতে না পেরে দ্রুত পালাবার পথ খুঁজবে। অথবা জিন প্রাকটিশনারের সঙ্গে কথা বলবে এবং দ্রুত চলে যাওয়ার ও আর কখনো ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করবে। ভারতীয় এ কস্টাস বা কস্তুরির কথা হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে, যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহীহ্ গ্রন্থে।

উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা.) বলতে শুনেছি,

www.quraneralo.net

«عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُود الْهِنْدِيّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَة أَشْفِيَة يُسْتَعَطُ بِهِ مِنْ الْعُذْرَة ، وَيُلَدّ بِهِ مِنْ ذَات الْجَنْب»

"তোমরা এ ভারতীয় বৃক্ষটি ব্যবহার করবে, কারণ এর মধ্যে রয়েছে সাতটি রোগের নিরাময়। এটি নাকের ড্রপের আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে, এটি গলায় অথবা মুখের ভিতরে প্রদাহ সৃষ্টি করে।[৪২]

আত্-তিরমিযী ইবনে আব্বাস থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন, «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ»

"মেডিকেল চিকিৎসার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ হলো নাকের ড্রপ।"

ইমাম বুখারী তার সহীহ কিতাবে এ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এ নামে: "ভারতীয় কস্টাসের তৈরি নাকের ড্রপ ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়।

আবূ বকর আল আরাবী বলেন, কস্টাস দু' ধরনের। ভারতীয় কস্টাস (কালো) ও সামুদ্রিক কস্টাস (সাদা)। ভারতীয় প্রজাতি তীব্র ঝাঁঝালো, আর এটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, কারণ এটি এমন এক প্রজাতির উদ্ভিদ যা জিনকে প্রচণ্ডভাবে বিরক্ত করতে সক্ষম।

আল হাফিজ বিন হাজার (রহিমাহুল্লাহ) "এ গাছে সাতটি রোগের নিরাময় রয়েছে" এ বাক্যটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: হাদীসে সাতটি রোগের মধ্যে দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হয়ত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাতটির কথাই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বর্ণনাকারী একে সংক্ষিপ্ত করেছেন, অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটির কথাই বলেছেন, কারণ ওই সময়ে দুটিই জানা ছিল। চিকিৎসকরা কস্টাসের সাতটিরও বেশি ব্যবহারের কথা বলেছেন, আর তাফসীরবিদগণ বলেন, সাতটি জানা গেছে ওহীর মাধ্যমে, আর বাকিগুলো জানা গেছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ সাতটি রোগ দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কস্টাসের বিভিন্ন প্রয়োগকে নির্দেশ করা যেতে পারে, কারণ এটিকে মলম, পানীয়, সেক দেয়া, ধূপ, নাকের ড্রপ অথবা লুদুদ (মুখের এক কোণ দিয়ে ওষুধ গ্রহণ করা) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

৪২. [ফাতহুল বারী, কিতাবুত তিব্ব]

www.quraneralo.net

Contents

মলম দ্বারা সাধারণত ক্রিম ও তেলের মিশ্রণে তৈরি পেস্ট জাতীয় ওষুধকে বোঝানো হয়, যা শরীরে প্রয়োগ করা হয়। আর কস্টাসের তৈরি পানীয় হল, কস্টাস চূর্ণ করে পাউডার বানিয়ে মধু বা পানি অথবা অন্য কোনো পদার্থ দিয়ে মিশ্রিত করা হয়। সেক দেয়ার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে, কস্টাসের গুড়া জলপাইয়ের তেল দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, অতঃপর এ মিশ্রণ থেকে নাকের মধ্যে ফোঁটা ফেলা হয়। মালিশের লোশনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। আর ধুপের বিষয়টি তো স্পষ্ট।

উপরোক্ত প্রতিটি ব্যবহার বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্য বেশ উপকারী। আর এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সংক্ষেপে কথা বলতেন।

ভারতীয় কস্টাসের তৈরি নাকের ড্রপ প্রয়োগ পদ্ধতি

ভারতীয় কস্টাসের একটি উকিয়াকে প্রথমে গুড়া করে পাউডারে পরিণত করতে হবে। ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, কিভাবে কস্টাস ব্যবহার করতে হয়। তিনি বলেন, প্রথমে রোগীকে পিঠ নিচের দিকে দিয়ে চিৎ করে শোয়াতে হবে। কাঁধের নিচে কিছু একটা দিয়ে তার দেহের উপরের অংশকে একটু উঁচু করতে হবে। এতে তার মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকবে। এবার কস্টাস মিশ্রিত জলাপাইয়ের তেল তার নাক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালতে হবে, এ তেল যেন তার মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে রোগীর হাঁচি তৈরি হবে এবং যে কোনো ধরনের অসুস্থতা এর মাধ্যমে বের হয়ে যাবে।[৪৩]

সাধারণত এ উপায়ে জিন বিতাড়িত হতে পারে, কিন্তু জিন যদি বের হয়ে আসে এবং অন্য কোনো কারণে ফিরে যায়, যেমন জিন যদি ওই রোগীর দেহে বাধ্য হয়ে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওই রোগী নিম্নোক্ত সূরাগুলো টেপে রেকর্ড করবেন এবং এগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকবেন।

সূরা আল ফাতিহা, বাকারা, আল ইমরান, আত্-তাওবাহ, ইয়াসিন, আস্-সাফ্, আল-যুখান, কাফ, আর-রাহমান, আল-মুলক্, আল-জিন, আল-কাফিরুন, আল ইখলাস, আল ফালাক্ব ও আন-নাস।

---

৪৩. ফাতহুল বারি, কিতাবুল তিব্ব

www.quraneralo.net

এছাড়াও রোগী নিম্নোক্ত কর্মসূচি অনুসরণ করবেন, এবং আরো যা যা তাকে করতে হবে:

১- রোগী নিজেকে শক্তিশালী মনে করবেন, ধৈর্য ধরবেন এবং হতাশায় নিমজ্জিত হবেন না। অসুস্থ ব্যক্তিকে অবশ্যই এ কথা বুঝতে হবে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আর আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের প্রতি এ বিশ্বাস হলো ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম একটি।

তাকে আরো উপলব্ধি করতে হবে, তার উপর যে বিপদ নেমে এসেছে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়েছে এবং এটি আসমান ও জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই জারী বা ডিক্রি হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝﴾

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, এ সবই লিপিতে (রেকর্ডে) আছে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (সূরা আল হজ ২২:৭০)

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবত আসে না যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। এটা (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।

এটা এজন্য যে, তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন হতাশাগ্রস্ত না হও, আর তোমাদেরকে যা দান করা হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল্ল না হও, (সূরা আল হাদীদ:২২-২৩)

একবার যদি কোনো রোগী বুঝতে পারেন যে, তার উপর যে বিপদ এসেছে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারে এবং আল্লাহ তা'আলার ডিক্রির ফলেই হয়েছে, তাহলে তার মধ্যেই অবশ্যই ঈমান আছে, এবং এ অবস্থায় তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, এ বিপদকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। আর তার মাঝে একবার যদি দৃঢ় ঈমান তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে পথ দেখাবেন, তাকে

www.quraneralo.net

Contents

পরিতৃপ্ত করবেন, প্রতিদান পাওয়ার উপযোগী করবেন, বিপদে ধৈর্য্য ধরার সক্ষমতা দান করবেন এবং সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা আদায়েরও সক্ষমতা দেবেন। আর যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের দিশা পাবেন, তিনিই কেবল মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝﴾

আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও (তাহলে তোমাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য জোর জবরদস্তি করা হবে না) কেননা, আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল (আমার বাণী) স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া। (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১১-১২)

আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থেকে মানুষ একটি জিনিস বুঝতে পারে যে, এ প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয়ে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই তার খাদ্য সংস্থান অথবা তার জীবনকালের উপর, অথবা সে কি আল্লাহর রহমত পাবে না কি অভিশপ্ত হবে সে বিষয়ের উপরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ

www.quraneralo.net

فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»

"তোমাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথম চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় মায়ের গর্ভাশয়ে, অতঃপর এ ভ্রূণ পরিণত হয় *আলাকায়* (জমাট রক্তপিণ্ড)। এরপর একই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এ রক্তপিণ্ড চর্বণকৃত মাংসের টুকরো হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি মাতৃগর্ভে থাকা মানুষের চারটি বিষয়-তার খাদ্য সংস্থান, জীবনের ব্যাপ্তি, তার কর্ম এবং ওই ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন না কি জান্নাতের সুবাস পাবেন- লিপিবদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত। সেই আল্লাহর শপথ যার কোনো অংশিদার নেই, অতঃপর তোমাদের কেউ বেহেশতবাসীদের মতো সৎকর্ম করতে পার যতক্ষণ না তোমার ও বেহেশতের মধ্যবর্তী দূরত্ব আঠারো থেকে বাইশ ইঞ্চি হয়, অতঃপর একটি ডিক্রি জারি হতে পারে এবং তা তোমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে এবং এর পর তুমি আবার জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো নিকৃষ্ট কাজ করতে শুরু করবে এবং অবশেষে জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে, তোমাদের কেউ জাহান্নামের অধিবাসীদের কর্ম করতে শুরু করলে, এক পর্যায়ে তোমার ও জাহান্নামের দুরত্ব মাত্র আঠারো থেকে বাইশ ইঞ্চিতে এসে দাঁড়ালো, এমন সময় আল্লাহর ডিক্রি জারি হল এবং তা তোমাকে অতিক্রম করল। এরপর থেকে তুমি জান্নাতের অধিবাসীদের কর্ম করতে শুরু করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪৪]

যারা জীবনে দুর্যোগ অথবা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তারা বুঝতে পারবেন যে, কোনো ভালো ফলাফল আসে দীর্ঘদিন ধৈর্য্য ধারণ করার পর, এবং এ উপশমের পেছনে থাকে নিদারুণ যন্ত্রণা, আর কোনো কঠিন বিপদ চলে আসে খুবই সহজে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) পেছনে ছিলাম এবং তিনি আমাকে বললেন:

«يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة

৪৪. সহীহ হাদিস, দেখুন: শেখ আল আলবানি (রহ.) রচিত সহীহুল জামি, হাদিস নং-১৫৪৩

www.quraneralo.net

لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»

"হে যুবক, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলেই তাকে তোমার সামনে পাবে। তখন তুমি যদি কিছু চাও, তবে তা যেন হয় আল্লাহর কাছে চাওয়া; তুমি যদি সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে আল্লাহর সাহায্য চাও। জেনে রাখ, পুরো দেশ যদি তোমার কোনো একটি উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তারা তোমার জন্য ততটুকুই করতে পারবেন যতটুকুর জন্য ইতোপূর্বে আল্লাহ তোমার জন্য আদেশ জারি করেছেন, ঠিক একইভাবে পুরো দেশ যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকুর জন্য আল্লাহ ডিক্রি করেছেন। কলমগুলোও উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলোও শুকিয়ে গেছে।"[৪৫]

কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে: "তোমার সুখের ও আরামের দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে তোমার কষ্টের দিনগুলোতে স্মরণ করবেন। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে, যার জন্য আপনি দুঃখবোধ করেছেন বা যার অভাব বোধ করেছেন, তা কখনোই আপনার জীবনে সংঘটিত হবে না, আবার যা আপনার জীবনে ঘটবে, তার জন্য কখনো দুঃখবোধ করেননি। কোনো ভালো ফলাফল আসে দীর্ঘদিন ধৈর্য্য ধারণ করার পর, এবং এ উপশমের পেছনে থাকে নিদারুণ যন্ত্রণা, আর কোনো কঠিন বিপদ চলে আসে খুবই সহজে।

যে ব্যক্তি জীবনে বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি অবশ্যই আল্লাহর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রাখবেন, আর প্রতিজ্ঞাগুলো হল, উত্তম প্রতিদান, বিপদে ধৈর্য্য ধারণকারী পাবেন উচ্চ মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

«إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها»

৪৫. সহীহ হাদিস, দেখুন: শাইখ আল আলবানি (রহ.) রচিত সহীহুল জামি, হাদিস নং-১৯৫৭, সহীহ মুসলিম, আত্-তিরমিযী।

www.quraneralo.net

একজন মানুষ আল্লাহর সামনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন, যা তিনি সৎকর্ম করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারতেন না; আল্লাহ তাকে তার অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন, যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারেন।"[৪৬]

২- রোগীকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, রোগের নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আর রুক্বইয়াহ নিরাময় অন্বেষণ করার শরীয়াহ নির্দেশিত পদ্ধতিগুলোর একটি। রুক্বইয়াতে যা পাঠ করা হয় তা আল্লাহরই বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

আমি কুরআন হতে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত, (আল ইসরা ১৭: ৮২)

মূল কথা হল, রুক্বইয়ার ধর্তব্য বিষয় হল, এতে কী তেলাওয়াত করা হয়েছে, কে তেলাওয়াত করেছে সেটা কোনো বিষয় নয়, তাই আমরা আমাদের মনকে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করব না।

৩- রোগী বেশি বেশি করে আল্লাহমুখী হবেন এবং দুআ করবেন। অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর কোনো কিছুকে প্রতিহত করার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং রোগ থেকে নিরাময়ের সবচেয়ে ফলপ্রসু মাধ্যম। প্রয়োজনীয় সকল শর্ত মেনে দোয়া করা হলে, তা দুর্যোগ বা বিপদের প্রধান শত্রু হয়ে যায়; এ দোয়া বিপদকে প্রতিহত করে, বিপদের যন্ত্রণা লাঘব করে, বিপদে আক্রান্ত হওয়া প্রতিরোধ করে, আর যদি বিপদ এসেই পড়ে তবে তা থেকে নিরাময়েরও ব্যবস্থা করে। মুমিনের একমাত্র হাতিয়ার হল দোয়া।

অনবরত দোয়া করে যাওয়া, দোয়ায় অটল থাকা একটি বড় ধরনের হাতিয়ার, এ অস্ত্র রোগ হওয়া প্রতিরোধ করে, আর রোগ হলে তা প্রতিহত করে। আল হাকিম তা *সহীহ* কিতাবে বর্ণনা করেছেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«لا يغني حذر من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»

"আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ডিক্রি বা আদেশের ক্ষেত্রে সতর্কতা কোনো কাজে আসে না, কিন্তু দোয়া যে বিপদ বা রোগ সংঘটিত হয়েছে

৪৬.হাসান, শাইখ আলবানি (রহ.) এর সহীহুল জামি, হাদিস নং-১৬২৫

www.quraneralo.net

সেক্ষেত্রেও উপকারি এবং যা এখনো ঘটেনি সেক্ষেত্রেও কার্যকরি। বিপদ বা দুর্যোগ আক্রমণ করতেই পারে এবং তা মোকাবিলা করা হয় দোয়া দিয়ে। কেয়ামত পর্যন্ত বিপদ ও দোয়া পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত থাকবে।"[৪৭]

এজন্য মুসলমানদের পূর্ণ মনোযোগে দোয়া করতে হবে, বিক্ষিপ্ত মনে দোয়া করা যাবে না অর্থাৎ দোয়া যেন দুর্বলভাবে করা না হয়, যেন কোনো দুর্বল চিত্তের মানুষের হৃদয় থেকে এ দোয়া করা হচ্ছে এমন মনে না হয়, যেমন ঢিলা ধনুকের মতো, যা থেকে খুব দুর্বলভাবে তীর বের হয়ে আসে।

সাওবান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلا الدُّعَاءُ ، وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلا الْبِرُّ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ ، بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.»

"দোয়া ব্যতীত অন্য কিছু আল্লাহর আদেশ বা ডিক্রিকে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না; একমাত্র সৎকর্মই পারে একজন মানুষের জীবনকাল বৃদ্ধি করতে; আর মানুষ তার কৃত অপকর্মের কারণেই খাদ্য সংস্থান থেকে বঞ্চিত হতে পারে।[৪৮]

একইভাবে দোয়ার জবাব পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না এবং এ কথা বলে দোয়া করা ছেড়ে দেয়াও যাবে না যে, আমি দোয়া করলাম, কিন্তু কোনো সাড়া তো পেলাম না। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

«يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»

"তোমরা তোমাদের দোয়ার উত্তর পাবে, যতক্ষণ না তোমরা এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে এবং বলবে, আমি দোয়া করলাম, অথচ কোনো সাড়া পেলাম না।"

সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), কোন জিনিস মানুষকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলে দেয়?" আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

«يَقُولُ لَقَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرَ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ»

৪৭.হাসান হাদিস। দেখুন: আল আলবানি (রহ.) এর সহীহুল জামি, হাদিস নং-১৬২৫

৪৮. দুর্বল হাদিস। আলবানি, সহীহুল জামি, ১৪৫৩।

www.quraneralo.net

"যখন কেউ বলে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি, কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি এবং এরপর সে নিজেকে খুব হতাশ মনে করে দোয়া করা ছেড়ে দেয়।

যিনি দোয়া করার জন্য আল্লাহর উদ্দেশে হাত উঠাবেন, তাকে অবশ্যই তার খাবার, পানীয় ও বস্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা হালাল আর কোন্‌টা হারাম তা যাচাই করতে হবে। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«يا أيها الناس! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ»

"হে লোক সকল, তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ নিজে ভালো, তাই তিনি ভালো কোনো কিছুকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ওইসব বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন, যার আদেশ তিনি তাঁর রাসূলগণকেও দিয়েছিলেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ﴾

হে মু'মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তু হতে ভক্ষণ কর।

(সূরা বাকারা ২:১৭২)

অতঃপর তিনি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হওয়া এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, লোকটি ছিল ভ্রমণের ক্লান্তিতে আলুথালু ও ধুলিমলিন। সে তার হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছিল, "হে আমার প্রভু, হে প্রভু", কিন্তু তার খাবার ছিল হারাম, তার কাপড় ছিল হারাম, সে হারাম পুষ্টি গ্রহণ করে বেড়ে উঠেছে, সুতরাং সে কিভাবে তার প্রার্থনার সাড়া পাবে?

তাকে দোয়া কবুল হওয়ার ছয়টি সময় বেছে নিতে হবে:

১- রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

২- যখন আযান দেয়া হয়

৩- আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়।

৪- ফরজ নামায আদায়ের পর।

৫- জুমআর দিনে ইমাম যখন মিম্বারে আরোহণ করেন এবং ওই দিনের সকল সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

www.quraneralo.net

৬- জুমআর দিনে আসরের সালাতের পরের শেষ এক ঘণ্টা।

সর্বোপরি, দোয়া আসা উচিত নম্র হৃদয় থেকে, যে হৃদয় আল্লাহর সামনে নতজানু, যে হৃদয় একমাত্র তাঁকেই সঁপে দেয়া হয়েছে, যে হৃদয় বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর প্রতি সকাতর, আর দোয়া করতে হবে হাত উঠিয়ে কিবলামুখী হয়ে এবং উপযুক্ত কথার মাধ্যমে। হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকের দোয়া কবুল করা হয়। এজন্য দোয়াকারীকে পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে।

আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনার মাধ্যমে দোয়া শুরু করতে হবে, অতঃপর আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নামে দুরুদ ও সালাম পাঠ করতে হবে, অতঃপর তিনি আল্লাহর সুন্দর ও গুণবাচক নামসমূহ স্মরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। এরপর তিনি নম্রতার সঙ্গে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবেন, তাঁর সামনে নতজানু হয়ে কাঁদবেন, আশা ও ভয় নিয়ে তাঁকে ডাকবেন এবং আল্লাহকে নিয়ে ইতিবাচক চিন্তা করবেন, এভাবে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে। এছাড়াও দোয়া করার আগে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ থেকে হালাল ও উত্তম জিনিস দান করতে হবে।

এভাবে দোয়া করা হলে কদাচিৎ তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, আর রাসূল (ﷺ) যেভাবে বলেছেন সেভাবে যদি কেউ দোয়া করেন, তাহলে সেই দোয়ার উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক, আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে দোয়া করতে হবে।

যারা বিপদগ্রস্ত, অসুস্থ এবং অবশ্যই সকল মুসলমানকে আমি বলব: আমাদের মধ্যে কার কাছে দোয়া নামক এ মোক্ষম অস্ত্রটি নেই? সুতরাং দোয়া করুন এবং এ শক্তিশালী হাতিয়ারটি ব্যবহার করুন। আপনার কাছে অনুসরণ করার মতো চমৎকার উদাহরণ রয়েছেন সৃষ্টির সেরা মানুষ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। তিনি আল্লাহর কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করতেন যতক্ষণ না তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত এবং যতক্ষণ না তাঁর কাঁধ থেকে কাপড় পড়ে যেত, এমনকি তিনি ভুলের উর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের গুণাহ মাফ না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতেন।

৪- রোগীকে বেশি বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, তাওবাহ করতে হবে। তিনি বলবেন:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

www.quraneralo.net

"ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি"।

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কোনো শক্তি নেই, ক্ষমত নেই"

«حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ»

"হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"।

"একমাত্র আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক"।

৫- রোগী প্রতিদিন তার বিরদ্ ও কুরআন তেলাওয়াত করবেন, এবং অন্তত প্রতি তিনদিনে একবার করে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করবেন।

৬- রোগী অবশ্যই প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার আযকার তেলাওয়াত করবেন, এ বিষয়টি আমরা প্রতিরক্ষার জন্য সালাত অধ্যায়ে ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করব।

৭- তাকে বেশি বেশি করে নফল ইবাদাত, সালাত ও রোযা আদায় করতে হবে।

৮- যতটা সম্ভব তাকে ওযু ধরে রাখতে হবে।

৯- তিনি কোনো কাজই আল্লাহর নাম ব্যতীত শুরু করবেন না, বিশেষ করে খাওয়া ও পান করার সময়।

১০- তাকে শরীয়াহ নির্দেশিত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, যা তাকে তার রোগ নিরাময়ে সহায়তা করবে, যেমন-এমন পানি পান করতে হবে এবং এমন পানি দিয়ে ধোয়ার কাজ করতে হবে যার উপর কুরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে। কুরআনের আয়াত পাঠ করে ফুঁ দেয়া যয়তুনের তেল দিয়ে শরীর, ব্যথার স্থান ও বুক মালিশ করবেন।

অসুস্থ রোগীর জন্য তেল ও পানিতে কুরআনের আয়াত পাঠ করে ফুঁ দেয়া ইসলামে নির্দেশিত কোনো পদ্ধতি কি না সে ব্যাপারে আমি শায়খ আবদুল্লাহ আল জিবরিন ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীনের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম এবং তারা এর জবাব দিয়েছিলেন এভাবে: এটি ইসলামে নির্দেশিত পন্থা এবং এতে কোনো দোষ নেই, বর্ণিত আছে যে, অনেক সালাফও এটা করেছেন।

www.quraneralo.net

এসব পদ্ধতির মধ্যে যা যা রয়েছে:

যমযমের পানি পান

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যমযমের পানি পান করতেন এবং বলতেন: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ» "এতে বরকত রয়েছে"।

তিনি আরো বলেন: «إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ»

"এতে পুষ্টি রয়েছে এবং এটা অসুস্থতার জন্য নিরাময়"।[৪৯]

আরো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ»

"পৃথিবীর বুকে সর্বোৎকৃষ্ট পানি হল যমযমের পানি,এতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা মানুষের জন্য পুষ্টি যোগায় এবং এটা রোগ নিরাময় করে।"[৫০]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشَبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَأِكَ قَطَعَهُ اللهُ وَهِيَ هِزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيْلَ»

"যমযমের পানি যার জন্য পান করা হবে তারই কাজ করবে। তুমি যদি নিরাময় লাভের আশায় এ পানি পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন; তুমি যদি এ পানি পরিপূর্ণতা অনুভব করার আশায় পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করবেন; তুমি যদি তোমার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এ পানি কর, আল্লাহ তোমার তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবেন। জিবরাঈলের পদাঘাতে এর সৃষ্টি এবং আল্লাহ ইসমাঈলকে এটি দান করেছিলেন পানি পান করার জন্য।[৫১]

আল হাকিম আরো উল্লেখ করেন:

«وإن شربته مستعيذا، أعاذك الله»

---

৪৯. আবু দাউদ, আত-তাইয়ালিসি, ৪৫৯

৫০. আল-তাবারানি, আল-মুনযিরি বলেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সীকাত, (নির্ভরযোগ্য)

৫১. আল দারাকুতনি ও আল হাকিম, কিতাবুল মানাসিক, ১/৪৭৩

www.quraneralo.net

"আপনি যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এ পানি পান করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার আশ্রয় মঞ্জুর করবেন।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ যমযমের পানি পান করার সময় বলতেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»

"হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত খাবার এবং যে কোনো রোগ থেকে নিরাময় প্রার্থনা করছি।"[৫২]

ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, আমি কিছুদিন মক্কায় কাটিয়েছিলাম, সেখানে থাকা অবস্থায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কোনো ডাক্তার পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে আমার নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হয়েছিল। তো এ চিকিৎসার অংশ হিসেবে আমি যমযমের পানি পান করা শুরু করলাম। আমি এ পানি নিয়ে বেশ কয়েকবার কুরআন তেলাওয়াত করলাম এর উপর, অতঃপর পানি পান করলাম, এবং এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলাম। এরপর থেকে অনেক ব্যথার ক্ষেত্রে আমি এর উপরই নির্ভর করলাম, এবং বেশ উপকারও পেয়েছি এ পদ্ধতি থেকে।

যেভাবে যমযমের পানি পান করতে হয়

- ◈ আল্লাহর নামে পান শুরু করা সুন্নাত।
- ◈ তিন ঢোকে পানি পান করা সুন্নাত।
- ◈ পান করার সময় কিবলামুখী হবেন।
- ◈ সবটুকু পানি পান করবেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করবেন।

বর্ণিত আছে, আবূ মুলায়েখ বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তুমি কি ঠিকভাবে যমযমের পানি পান কর? তিনি বললেন: সেটা কিভাবে? তিনি বললেন: যখন তুমি এ পানি পান করবে, তখন কিবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন ঢোকে পানি পান করবে, আর পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ: أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ»

"আমাদের ও মোনাফিকের মাঝে পার্থক্য হল তারা যমযমের পানি পরিপূর্ণভাবে পান করে না।"[৫৩]

---

৫২. দেখুন: তাফসীর আল কুরতুবী, সুরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৭

www.quraneralo.net

পরিপূর্ণভাবে পান করার অর্থ হল, এতটা পরিমাণে পানি পান করা যাতে তা বুকের পাঁজর পর্যন্ত পৌঁছায়। তবে যমযমের পানি না থাকলে সাধারণ বিশুদ্ধ পানি হলেও চলবে; এ পানির উপর রুক্বইয়া পাঠ করতে হবে এবং রোগী এ পানি থেকে পান করবে এবং এটা দিয়ে ওযু বা শরীর ধৌত করবে।

মানুষ এভাবে চেষ্টা করেছে এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এটা ভালো কাজও করেছে।

ইউরোপের এক ডাক্তার এ প্রসঙ্গে বলেন: এ মহিলার সুস্থ হওয়ার কোনো আশাই ছিল না-তার ক্যান্সার হয়েছিল এবং তা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল-কিন্তু তিনদিন যমযমের পানি পান এবং পানি দিয়ে শরীর ধৌত করার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন, এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেন তিনি, যেন কোনো দিন তার কোনো রোগই হয়নি। বক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী সেই মহা মানব যথার্থই বলেছেন:

«طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»

"এ যমযমের পানি মানুষের পুষ্টি যোগায় এবং রোগ থেকে নিরাময় দান করে।"

শরীরে জলপাইয়ের তেল মাখা

﴿اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝﴾

আল্লাহ আসমান ও যমীনের আলো, তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত হল যেন একটি তাক– যার ভিতরে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি হচ্ছে কাঁচের ভিতরে, কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা প্রজ্জ্বলিত করা হয় বরকতময় যায়তুন গাছের তেল দ্বারা যা পূর্বদেশীয়ও নয়, আর পশ্চিমদেশীয়ও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন উজ্জ্বলের বেশ নিকটবর্তী, আলোর উপরে আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন স্বীয় আলোর দিকে পথ

---

৫৩. [যঈফ, দেখুন আল্লামা আলবানী ﷺ-এর যঈফুল জামি' ২২]

www.quraneralo.net

দেখান। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞাত। (সূরা-আন নুর: ২৪:৩৫)

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ﴾

আর (আমি সৃষ্টি করি) এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মে, যাথেকে তেল উৎপন্ন হয়, আর ভক্ষণকারীদের জন্য রসনা তৃপ্তিকর। (সূরা মুমিনুন ২৩:২০)

আল কুরতুবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে জলপাই গাছের কথা বলা হয়েছে। একে এককভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, এ গাছের অনেক উপকারী গুণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾

শপথ তীন ও যায়তূন-এর (যা জন্মে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকায় যে স্থান বহু পুণ্যময় নবী ও রসূলের স্মৃতিতে ধন্য)। (আত-তীন ৯৫:১)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আপনারা জানেন এর দ্বারা যাইতুন (ডুমুর) ও জলপাই গাছকে বোঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি আরো বলেন: জলপাই গাছ হল বরকতময়। বর্ণিত আছে, আবূ উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ»

"তোমরা জলপাইয়ের তেল খাও এবং শরীরে ব্যবহার কর, কারণ এ তেল উৎপন্ন হয় এক বরকতময় গাছ থেকে।"[৫৪]

আরো বর্ণিত আছে, ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»

"তোমরা যয়তুন তেল রুটির সঙ্গে চাটনী হিসেবে খাও এবং এ তেল শরীরে ব্যবহার কর, কারণ এ তেল উৎপন্ন হয় এক বরকতময় গাছ থেকে।"[৫৫]

উকবাহ বিন আমির থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«عَلَيْكُمْ بِزَيْتِ الزَّيْتُونِ فَكُلُوا وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الْبَاسُورِ»

---

৫৪. সহীহুল জামি, ৪৪৯৮

৫৫. হাসান হাদিস, দেখুন: সহীহুল জামি, ১৮

www.quraneralo.net

Contents

"তোমরা যয়তুন তেল ব্যবহার করবে: এটা খাবে এবং শরীরে মাখবে। কারণ এ তেল পাইলস রোগের বিরুদ্ধে উপকারী ভূমিকা রাখে।"[৫৬]

এদের নিরাময় ক্ষমতা খুবই চমৎকার। রোগীরা তাদের ব্যথার স্থানে এ তেল ব্যবহার করতে পারেন, তবে ব্যবহারের আগে এর উপর কুরআন তেলাওয়াত করে নিতে হবে। আর যারা মন্দ জিন বা বৈদ্য-কবিরাজের বদনজরে আক্রান্ত তারাও এ তেল ব্যবহার করে উপকার লাভ করতে পারেন।

যয়তুন তেলে রয়েছে স্বস্তি ও প্রশান্তিদায়ক ক্ষমতা। কালো জিরা থেকে উৎপন্ন তেলের তুলনায় মালিশ হিসেবে যয়তুন তেল ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ কালো জিরার তেল অনেক উত্তপ্ত।

ডা. হাসান সুমাইসি যয়তুন তেলের ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি এর ওষুধিগুণগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি বলেন, শুষ্ক ত্বকের জন্য এটি খুবই উপকারী ময়েশ্চারাইজার। হাত ও পায়ের ফাটা দাগের জন্য এ তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ করে হৃদরোগ আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যয়তুন তেল বেশ উপকারী। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও পিত্তপাথরীর চিকিৎসায় এ তেল বেশ উপকারী ভূমিকা পালন করে। ডায়াবিটিসের চিকিৎসায়ও এটি উপকারী ভূমিকা রাখে, এ তেল পুষ্টিকর উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণেও যয়তুন তেল ভালো কাজ করে।[৫৭]

তাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যথার্থই বলেছেন:

«كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ»

"তোমরা যয়তুন তেল খাও এবং শরীরে ব্যবহার কর, কারণ এ তেল উৎপন্ন হয় এক বরকতময় গাছ থেকে।"

অসুস্থ ব্যক্তি কোরআনের আয়াত পাঠ করা হয়েছে এমন যয়তুন তেল দিয়ে তৈরি মালিশ ব্যবহার করবে, এছাড়া একইভাবে কুরআনের আয়াত

---

৫৬. দুর্বল হাদিস। দেখুন: জায়ীফুল জামি, হাদিস নং-৩৭৮৪, আল তিব্ব আল নববিতে ইবনে আল সুন্নি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

৫৭. ড. হাসান সুমাইসি বাশা, যাইত আল যাইতুন বাইনা আল তিব্ব ওয়াল কুরআন।

www.quraneralo.net

পাঠ করা পানি পান ও এ পানি দিয়ে শরীর ধৌত করলে তাও উপকারী ভূমিকা রাখবে।

অসুস্থ ব্যক্তি উপরোক্ত কর্মসূচি অনুসরণ করার পাশাপাশি বেশি বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করবেন, পূর্ণ মনোযোগে কুরআনের তেলাওয়াত শুনবেন, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। এতে কারো যদি জিনের ক্ষতি থেকে থাকে তাহলে সেই জিন ভয়ে পালাবে এবং আর কখনো ফিরে আসবে না, অথবা জিনটি মারা যাবে বা ভস্মীভূত হবে অথবা দুর্বল হয়ে যাবে অথবা এতটা পরিমাণে ওজন হারাবে যে, এ জিন আর কারো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যখন রোগীর ওপর কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন জিন তিলাওয়াতকারীর আদেশ মেনে চলে।

২- রোগীর যদি সীজার (শরীরের কম্পন) না হয়

জিন স্পর্শ করার কিছু লক্ষণ রয়েছে। এসব লক্ষণ হল:

১- হাত ও পায়ে অসাড়তা

২- দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া বা কম্পন হওয়া

৩- ডান বাহু অথবা পায়ে অসাড়তা

৪- ঘন ঘন চোখের পাতা পড়া বা পিট পিট করা

৫- তন্দ্রালু ভাব, বিতৃষ্ণাবোধ ও বমি

রোগীর ওপর কুরআন তিলাওয়াতকালে উপরোক্ত কোনো একটি লক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে তার ওপর জিনের স্পর্শ রয়েছে। সেক্ষেত্রে উপরে নির্দেশিত কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে।

জিন যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং আবার ফিরে আসে, তাহলে যে যে আয়াত পাঠ করতে হবে

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

এবং আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না। এটা কি নয় যে তারা যখনই কোন অঙ্গীকার করে, তখনই তাদের কোন না কোন দল সেই অঙ্গীকারকে বর্জন

www.quraneralo.net

করে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না। এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না। (সূরা আল বাকারা ২:৯৯-১০১)

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِينَ ۝﴾

যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তারাই নিকৃষ্টতম জীব, অতঃপর আর তারা ঈমান আনবে না। তাদের মধ্যে (বিশেষভাবে নিকৃষ্ট তারা) তুমি যাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, অতঃপর তারা সে চুক্তি প্রত্যেকবার ভঙ্গ করে আর তারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে না। যুদ্ধে তোমরা যদি তাদেরকে বাগে পেয়ে যাও তাহলে ওদের পেছনে যারা ওদের সাথী-সঙ্গী আছে তাদের থেকে ওদেরকে এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে যাতে মনে রাখার মত তারা একটা শিক্ষা পেয়ে যায়। আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তাহলে (তাদের চুক্তিকে) তাদের প্রতি নিক্ষেপ কর যাতে সমান সমান অবস্থা বিরাজিত হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই (ওয়াদা-চুক্তি-প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা আল আনফাল ৮:৫৫-৫৮)

﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۝ أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝﴾

তারা যদি চুক্তি করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে আর তোমাদের দীনের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, তাহলে কাফিরদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর, শপথ বলে কোন জিনিস তাদের কাছে নেই, (কাজেই শক্তি প্রয়োগ

www.quraneralo.net

কর) যাতে তারা (শয়তানী কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হয়। তোমরা সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই কেন করবে না যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল? প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা যাকে ভয় করবে তার সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন আল্লাহ যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর মু'মিনদের প্রাণ ঠাণ্ডা করবেন। (সূরা আত-তাওবাহ ৯:১২-১৪)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾

আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, নিজেদের অঙ্গীকার পাকা-পোখত করার পর তা ভঙ্গ করো না, যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। (আন-নাহল ১৬: ৯০-৯১)

জিন ও মানুষের ভালোবাসার চিকিৎসা

প্রথমে *সূরা ফাতিহা, বাকারা, ইউসুফ, নূর, আস-সাফ্‌ফাত, আল ইখলাস, ফালাক ও নাস* রেকর্ড করতে হবে। রোগী এ সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং কুরআন পাঠ করা হয়েছে এমন পানি পান করবেন এবং শরীরে যয়তুন তেল মালিশ করবেন, নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এভাবে করতে থাকবেন।

অতঃপর সকাল-সন্ধ্যা সামনের ও পেছনের দ্বারা কস্তুরি দিয়ে মালিশ করতে হবে।

www.quraneralo.net

Contents

জিনের ক্ষতি এড়ানো এবং শয়তান থেকে রক্ষার দশটি উপায়

১- শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

২- সূরা ফালাক্ব ও নাস তেলাওয়াত করা, কারণ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ দুটি সূরা নাযিল না হওয়া পর্যন্ত জিনের ক্ষতি ও মানুষের কুনজর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৩- আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করা।

৪- সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা।

৫- সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত তেলাওয়াত করা।

৬- সূরা গাফিরের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করা।

৭- বার বার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলক্ ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদির।"

"আল্লাহ ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশিদার নেই, নেই কোনো সহযোগী, এ রাজত্ব তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।"

৮- বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা, বিভিন্ন অবস্থায় আযকার পাঠ করা, যেভাবে এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯- অযু করা ও সালাত আদায় করা।

১০- অপ্রয়োজনীয় তাকানো, কথা বলা, খাওয়া এবং মানুষের সঙ্গে মেশা থেকে বিরত থাকা, কারণ এ চারটি বিষয় অমান্য করলে মানুষের আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় জিন বা শয়তানের তার উপর ক্ষমতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতির সংশোধন

মানুষ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করছে, আর যারা এ চিকিৎসা পদ্ধতির অনুশীলন করছেন তারা এর প্রশংসা ও সমালোচনা উভয়টাই করছেন। নিম্নোক্ত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ প্রশংসা ও সমালোচনা আবর্তিত হয়:

www.quraneralo.net

Contents

১- এ বিষয়ের উপর লিখিত বইসমূহ

২- এ পদ্ধতির কিছু প্রাকটিশনার দ্বারা সংঘটিত ভুল এবং তারা এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে যেভাবে অতিরঞ্জিত করেছেন।

স্বচ্ছতার জন্য এসব মন্তব্য ও ভুল থেকে কিছু যদি আমরা উল্লেখ করি, তাহলে আমরা বলব যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আমাদের ঈমানি ভাই-তাদের কাছ থেকে অনেক লোক উপকার লাভ করেছেন-ইসলাম ও এর আকীদাহ রক্ষায় তারা গ্যাপ পূরণ করেছেন। তারা ভণ্ড বৈদ্য-কবিরাজ, মিথ্যাবাদী ও গণকদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, এদের ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করেছেন, তারা লুপ্ত প্রায় সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করেছেন, পুনর্জীবন দান করেছেন। তাদের কর্ম মূলত দুটি অপরিহার্য শর্তের ওপর। একটি হল ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে গ্রহণযোগ্যতা অর্থাৎ আন্তরিকতা, অন্যটি হল সুন্নাহ অনুসরণ করা। কারণ নিয়ত বা উদ্দেশ্য যদি আন্তরিক না হয় তাহলে তাদের কর্ম হয়ে যাবে লোক দেখানো এবং শিরক, আর কেউ যদি সঠিকভাবে সুন্নাহ অনুসরণ না করেন তাহলে তিনি নিমজ্জিত হবেন পাপ ও বিদয়াতে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাদেরকে আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি (জিনের) বৈরিতা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সঠিক পথ অনুসরণ করবেন, ঠিক যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে করবেন; তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে ভুল বা অনৈতিক কিছু করবেন না, বরং তিনি যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তাকে সহায়তা করার মাধ্যমে, অভাবীকে সাহায্য করা এবং যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তির যন্ত্রণা লাঘব করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূলেরই (ﷺ) আনুগত্য করছেন, আর এ কাজটি তিনি করছেন ইসলামে নির্দেশিত উপায়ে, যেখানে আল্লাহর সঙ্গে কোনো অংশিদারিত্ব (শিরক) নেই, যে পদ্ধতিতে কারো সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হয় না।

" এ ধরনের একজন মানুষ কখনো জিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না, এর কারণ হল, হয় জিন জানে যে এ ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও সৎ অথবা জিনরা এ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু জিন যদি ইফরিত হয় এবং ওই ব্যক্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে তারা ক্ষতি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে এ দুর্বল ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু আয়াত যেমন-আয়াতুল কুরসী, আল

www.quraneralo.net

Contents

মু'আব্বিযাত (সূরা নাস ও ফালাক ও নির্দিষ্ট কিছু দোয়া তেলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে নিজের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন। এছাড়াও ঈমান বৃদ্ধিকারী কিছু আয়াতও তেলাওয়াত করতে পারেন এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, যেগুলোর কারণে জিনরা মানুষের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করার সুযোগ পায়। কারণ তিনি এখন আল্লাহর পথে সংগ্রামরত, আর এটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।[৫৮]

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংখ্যায় অনেক বেশি-আল্লাহ এদের সংখ্যা কমিয়ে দিক-তাদের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা শরমের পর্দা সরিয়ে ফেলেছে এবং কপট শেখের মুখোশ-পোশাক পরিধান করেছে। তারা প্রচুর সংখ্যক প্রতিকারের বই প্রকাশ অথবা চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে এ সুন্নাহকে পরিণত করেছে অশালীন বাণিজ্যে।

এ বিষয়ের উপর আমরা কত বই দেখেছি, একটার পর একটা প্রকাশিত হচ্ছে, এসবের অধিকাংশই এখান থেকে সেখান থেকে সংগ্রহ করা উদ্ধৃতির সংকলন মাত্র। যারা এসব বই লেখেন তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই, তারা এর মাধ্যমে নিজেদের কৃতিত্বই জাহির করতে চান। তাই তারা আরেকজনের লেখা চুরি করেন, আরেকজনের প্রচেষ্টাকে অর্থের বিনিময়ে কিনে নেন এবং বই তৈরি করেন। যে বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় লেখা থাকে, উমুক কর্তৃক রচিত, তিনি উমুকের ছেলে ইত্যাদি, আসলে তার এ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞানই নেই। তাদের বইগুলো বিদয়াতের বাজে বিবরণে পরিপূর্ণ থাকে, শরীয়াহ বিরোধী ছবি ও বিষয় দিয়ে বই তৈরি করা হয়। এতবার এসব বই পড়েছি আর এত এত এ সম্পর্কে শুনেছি যে, তার পুনরাবৃত্তি করা এখন দুঃসাধ্য মনে হয়। এসব কপটরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি দিয়ে বই রচনা করেন, আর দাবি করে বসেন, এ গ্রন্থ যাচাই-বাচাই করা হয়েছে, পাশাপাশি এর ভিত্তি সম্পর্কেও বড় বড় দাবি করে বসেন। পরবর্তীতে দেখা যায় কপটদের রচিত এসব বই লোকজ গল্পের প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়, অথচ দেখে মনে হবে পাঠকরা এমন কিছু বই পড়ছেন, যেগুলো জ্ঞানে পরিপূর্ণ।

---

৫৮. ইবনে তাইমিয়্যাহ, মাজমুয়া আল ফাতওয়া, আবদ আল রহমান বিন কাশেম সম্পাদিত, ১৯/৫৩

www.quraneralo.net

অন্য দিকে এতে করে বিদ্বান ব্যক্তিরা খুব হতাশ, কারণ এ কপটতার মাধ্যমে ফিতনার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের সম্মানিত শায়খ্ বকর বিন আবদুল্লাহ আবূ যায়েদ সুন্দর বাচনভঙ্গীতে এসব প্রাকটিশনার ও কপট শেখদের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে:

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, কিছু মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক, কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করার আগেই বিখ্যাত হতে চান, অর্থাৎ তারা হাঁটতে শেখার আগেই দৌড়াতে চান।[৫৯]

তাদের রচিত বইসমূহে যেসব অদ্ভুত বিষয় পাওয়া যায় সেগুলো হল:

কাউকে কোনো একটি আয়াত নির্দিষ্ট সংখ্যক বার পড়ার নির্দেশ দেয়া, যেমন-৩৬৬ বার অথবা ১০০২ বার; রোগীর দেহের উপর কুরআনের আয়াত লেখার নির্দেশ দেয়া, যেমন রোগীর নাভির নিচে অথবা কপালে লিখতে বলা।

একজনের হাতের তালুতে রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা, অতঃপর রোগীকে তার হাতের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখছে কি না তা জিজ্ঞেস করা।

তাদের মধ্যে অনেকে আবার জিনের উপস্থিতি আছে কি না তা জানার জন্য রোগীকে পাঁচ মিনিট ধরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় *বিসমিল্লাহি আউয়ালুহু ওয়া আখিরিহি* পাঠ করতে বলেন।

কিছু লোক আবার বলেন, একটি সাদা কাগজের উপর বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে কুরআনের আয়াত লেখার জন্য, অতঃপর আয়াত লেখা এ কাগজ জিনে আক্রান্ত ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করার পরামর্শ দেন। এরফলে জিন পালিয়ে যাবে এবং এ বৃত্তের ফাঁদে আটকা পড়বে।

অনেকে বলেন, আপনি যদি কোনো অবিবাহিত মেয়ের চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই তাকে রক্ষা করতে হবে এ কথা বলে, "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, হে মেয়ে তোমার সম্মান ও ভবিষ্যত সুরক্ষিত হোক।" এর কারণ হিসেবে তারা বলে থাকেন, জিন যাতে এ মেয়ের যোনীপথ থেকে প্রস্থান করে তার সতী পর্দা ভেঙ্গে না দিতে পারে, সেজন্য তারা এটা করে থাকেন।

তারা আবার অনেক নারী রোগীকে নির্দেশ দেন, তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে, আর প্রাকটিশনার তাকিয়ে থাকেন রোগীর দিকে, তারা

---

৫৯. ড. বকর আবদুল্লাহ আবু যায়েদ, আল-তা'লামুন,

www.quraneralo.net

Contents

এ চোখাচোখিকে বলে থাকেন শয়তান তাড়ানোর জন্য "তাকানোর মাধ্যমে রোগ আবিষ্কার" পদ্ধতি।

তাদের মধ্যে অনেকে কুরআন তেলাওয়াত করার সময় রোগীকে হাত উত্তোলন করার নির্দেশ দেন, আর বলেন, রোগীর হাত যদি ডান দিকে নড়ে বা হেলে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে তাকে জিন স্পর্শ করেছে, আর হাত যদি বাম দিকে হেলে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে রোগী বৈদ্য-কবিরাজের যাদুটোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

শায়খ ও জিনদের মধ্যকার দীর্ঘ কথোপকথনও প্রকাশিত হয়েছে, আমি জানিনা আসলে কোন্ পয়েন্টে বা কিসের ভিত্তিতে এ ধরনের কথোপকথন প্রকাশ করা হল, এটা শায়খের কৃতিত্বের প্রচার ব্যতিত কিছু নয়, তিনি যে জিনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সেটা মানুষকে জানানোই এর উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বলেন, জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা জিন তওবা করেছে এবং রোগীর দেহ ত্যাগ করেছে। আমরা অনেক অনেক শুনেছি যে, জিনদের রাজা ও রাণী তাদের বিশেষ দেহরক্ষীসহ মুসলিম হয়েছে, আরো শুনেছি নারীর দেহে অবস্থান নেয়া অসংখ্য জিন প্রাকটিশনারের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে, আর প্রস্থান করানোর সময় তাদের মধ্যকার মজার ও মুখরোচক কথোপকথনও আমরা শুনেছি। এরকম আরো অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, এগুলো আদৌ সত্যি কি না, কারণ এসব কথোপকথন হয়েছে রোগীর ঠোঁটে, আমরা তো জিনকে বা অন্য কাউকে দেখতে পাইনি। এমন হতে পারে যে, এটা এমন এক জিন যে তার কণ্ঠ পরিবর্তন করতে পারে, অথবা এমনও হতে পারে, এ জিন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়, অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী নয়; অথবা এমনও হতে পারে যে, রোগীই মানসিকভাবে অসুস্থ।

এসব শায়খরা জিন থেকে প্রতিকারের বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে বলব, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দ্বিধান্বিত ও হতাশ করার জন্য এ বর্ণনাই যথেষ্ট। তাদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেকে ডাক্তার হিসেবে দাবি করেন এবং বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধের পরামর্শ দেয়াও শুরু করেছেন, যেমন-বাইল (পাচক রস), অ্যাসাফিটিডা ও "ড্রাগনের রক্ত"।[৬০]

---

৬০. ড্রাগনের রক্ত: এক ধরনের গাঢ়ো লাল রঙের রজন সদৃশ পদার্থ যা উৎপন্ন হয় ড্রাগন গাছ থেকে, এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হল ড্রাসিনা ড্রাকো।

www.quraneralo.net

অভিজাত-নীচ, জ্ঞানী ও মুর্খ, বিশ্বাসী ও নীতিহীন প্রত্যেকেই এ ক্ষেত্রে জ্ঞান আছে বলে দাবি করছেন এবং এ বিষয়ে কথাও বলছেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব উৎস রয়েছে এবং তারা নিজেকে শায়খ হিসেবেও দাবি করেন। কোনো ধরনের জ্ঞান অথবা নির্দেশনা অথবা কোন স্পষ্ট কিতাব ছাড়াই স্রেফ অনুমানের উপর ভিত্তি করে আল্লাহকে নিয়ে কথা বলার মতো স্পর্ধা দেখান। আর এ অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তারা দাবি করেন, রোগীর দেহে কারীন অবস্থান নিয়েছে, এ কারীনই তার উপর অন্যায় অবিচার করেছে (কিন্তু তাদের এ দাবি নতুন আইডিয়া, এর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ দরকার), তারা আরো দাবি করেন যে, এ রোগী যাদুটোনার কবলে পড়েছে এবং তার দেহে উম্মুল সুবিয়ান অবস্থান নিয়েছে। আর তাদের সকল প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় এবং জিন কথা না বলে, তাহলেই তারা বলতে শুরু করেন যে, এ লোকের ওপর কারো বদনজর পড়েছে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, তারা অতি দ্রুতই রোগ নির্ণয় করে ফেলেন এবং পুরো কাহিনী বোঝার আগেই চিকিৎসা শুরু করে দেন, এমনকি ইসলামের খাঁটি শায়খগণ যেসব আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন, তারা দিব্যি সেসব আলোচনা করছেন।

তাদের অনেকেই কুরআনের আয়াতসমূহকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাই আপনি দেখবেন, অনেকেই রোগীকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যান এবং রোগীকে সেই পানিতে নিমজ্জিত করে এ আয়াত পাঠ করছেন:

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾

(আমি তাকে নির্দেশ দিলাম) তুমি তোমার পা দিয়ে যমীনে আঘাত কর, এ তো ঠাণ্ডা পানি, গোসলের জন্য আর পানের জন্য। (সা'দ ৩৮: ৪২)

আবার অনেককে দেখবেন, রোগীকে আঘাত করছেন আর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করছেন:

﴿ذُقْ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾

(বলা হবে) গ্রহণ কর স্বাদ-তুমি তো ছিলে ক্ষমতাশালী; সম্মানী।

(আল দুখান ৪৪:৪৯)

অনেককে আবার দেখবেন রোগীর গায়ে বরফ শীতল পানি ঢালছেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করছেন:

www.quraneralo.net

Contents

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾

অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে 'আযাব দাও।

(আল দুখান ৪৪:৪৮)

বর্তমানে সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব কপটদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। এটা মুসলিমদের অধিকার যে, তাদের শায়খরা এসব ভণ্ড হাতুড়ে বৈদ্য-কবিরাজদের যুক্তি খণ্ডন করবেন, তাদেরকে অমূলক বলে প্রমাণ করবেন, প্রত্যেক ভুলকারী ও তার ভুল, জ্ঞানী লোকদের ভুল ও বাজে কৌশলকে যুক্তির তরবারিতে খণ্ডন করবেন, যাতে করে এ ধরনের বাতিল ও অনৈতিক অভিলাষ মুসলমানদের সাধারণ চেতনাকে কলুষিত করতে না পারে।

এ ধরনের অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত গল্পের অনুরাগী হওয়া এবং এগুলোর অনুসন্ধান করা খুবই বিপজ্জনক। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময়ই সতর্ক করেছেন যে, শয়তান বিদ্বান ব্যক্তিদের উপরও সওয়ার হতে পারে।

যিয়াদ বিন যাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন: "তুমি কি জান, ইসলামের অধঃপতন হবে কিভাবে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: ইসলামের অধঃপতন হবে স্কলার বা আলিমদের ভুলে, বকধার্মিকদের কুরআনকে ভুলের উপর ভিত্তি করে করা যুক্তি-তর্কে এবং বিপথগামী শাসকের শাসনে।"[৬১]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর একটি অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ হলো-কুরআন ও সুন্নাহ, এ উম্মাহর সালাফিদের নির্দেশিত পথে তাদের অটল থাকা। *আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত* সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর লোকেরা যেসব কাজ সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে প্রমাণিত নয় সেগুলোকে বিদয়াত হিসেবে গণ্য করেন, তাদের যুক্তি হল, এ কাজগুলো যদি ভালোই হত, তাহলে আমাদের আগেই সাহাবারা এ কাজগুলো করতেন। কারণ তারা ভালোর কোনো বৈশিষ্ট্য তো ছাড়তেনই না, বরং এগুলো করার জন্য তারা তাড়াহুড়ো করতেন।[৬২]

---

৬১. [সুনান আদ-দারিমী ১/৭১]

৬২. ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআন, ৪/১৬৮

www.quraneralo.net

সে জন্যই এ উম্মাহর মধ্যে সালাফিগণ রাসূলের (ﷺ) সুন্নাহ্-তে নতুন কোনো কিছু সংযোজন ও প্রবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বর্ণিত আছে, আবুদ দারদা (রাঃ) যখন সুন্নাহর মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন খেয়াল করলেন, যেগুলো এখনো বিদয়াতের পর্যায়ে পৌঁছায়নি, তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যদি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ যেসব কাজ করেছেন তার মধ্যে থেকে সালাত ব্যতীত তোমাদের আর কোনোটিরই স্বীকৃতি দিতেন না। আল আওযায়ী বলেন: তিনি যদি আজ উপস্থিত থাকতেন? ঈসা বিন ইউনুস বলেন: আল আওযায়ী যদি আজ আমাদের মাঝে থাকতেন তাহলেই বা কী হত?

আরো বর্ণিত আছে, উম্মে দারদা বলেন: এরপর আবুদ দারদা রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং আমি বললা: কী কারণে আপনি রাগান্বিত হলেন? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ, জামায়াতে সালাত আদায় করা ব্যতিত মহানবী (ﷺ) সম্পর্কিত তাদের আর কোনো বিষয়েরই আমি স্বীকৃতি দেব না।

সাহল বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন: সাহাবারা যেসব কাজ করতেন তার মধ্য থেকে সালাত ব্যতীত তাদের আর কোনোটিকেই আমি স্বীকৃতি দেব না।

মাইমুন বিন মিহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাফিদের মধ্যে কাউকে যদি তোমাদের মাঝে নিয়ে আসা হত, তাহলে তারা *কিবলাহ* ব্যতিত তোমাদের আর কোনো কিছুই মেনে নিতেন না।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমরা যে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বল এটা ব্যতীত আর কোনো কিছুই স্বীকৃতি দেব না, যেগুলোর সঙ্গে আমি রাসূলের (ﷺ) যুগে পরিচিত ছিলাম। আমরা বললাম: কেন হে আবূ হামজা? তিনি বললেন: তোমরা সালাতকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিলম্বিত কর,আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কি এভাবে সালাত আদায় করতেন?

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রাথমিক যুগের কোনো মানুষকে যদি বর্তমান যুগে ফিরিয়ে আনা হত, তাহলে তিনি ইসলামের কোনো কিছুইকেই স্বীকৃতি দিতেন না। এবং তিনি আমার উরুর উপর আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন: "শুধু এ সালাত ব্যতীত।"

অতঃপর তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ, এমন এক ব্যক্তি যিনি সালাফিদের যুগে জন্মলাভ করেননি, তিনি যদি দেখেন নব্যপ্রবর্তনকারীরা

www.quraneralo.net

Contents

তাদের প্রবর্তনের মাত্রা বাড়িয়েই চলছেন এবং তারা এ জাগতিক কাজের জন্য নিজের সব সময় ব্যয় করছেন এবং অন্যদেরকেও তার সঙ্গে এ পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু আল্লাহ তাকে এ পথ থেকে রক্ষা করেছেন এবং সত্য পথের অনুসারী সালাফিদের জন্য তার হৃদয়কে দীর্ঘ করে দিয়েছেন, তাই তিনি সালাফিদের অনুসৃত পথ সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করেন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং এ ব্যক্তির মতো হওয়ার চেষ্টা করব আমরা, ইনশাআল্লাহ।[৬৩]

বেশ কিছু সনদে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»

"আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাইনি যা তোমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসবে বা ঘনিষ্ঠ করে তুলবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে নেবে, আমি তোমাদেরকে এর সবকিছুর নির্দেশ দিয়েছি। একইভাবে, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাইনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে, আমি এর সবকিছু তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছি।"

সুতরাং ইসলামী শরীয়াহ্‌র নিয়ম-কানুনে কোনো ধরনের নব্যপ্রবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন করার কোনো সুযোগ কারো নেই, যতই ছোট আর অগুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন এ সংযোজন অথবা বিয়োজন। বর্ণিত আছে যে, মদীনার ইমাম ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) যারা এ উম্মার প্রাথমিক পর্যায়ের প্রজন্মের কাছে অজ্ঞাত এমন কোনো নব্যপ্রবর্তন করেছেন তাদেরকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো বিধান সংযোজন করবেন, নব্যপ্রবর্তন করবেন, হোক না তা ভালো মনে করেই, তার এ কাজ হবে এ দাবি করার শামিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তার আনিত বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তেলাওয়াত করুন,

---

৬৩. আল শাতিবী, আল-মুতাওয়াফ্‌ফাকাত, ১/১৪

www.quraneralo.net

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

'আজ আমি তোমার জন্য তোমার ধর্মকে (দ্বীনকে) পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং ইসলামকেই তোমার একমাত্র ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম।' (আল-মায়িদা ৫:৩)

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ উম্মাহর সর্বশেষ প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষ বা প্রাথমিক পর্যায়ের প্রজন্ম যে নির্দেশনা দিয়ে সঠিক পথের অনুসারী হয়েছিলেন, তা ব্যতীত অন্য কোনো নির্দেশনা দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে না, সঠিক পথের দিশা লাভ করতে পারবে না। যা কখনোই ধর্মের অংশ ছিল না, তা এখনো ধর্মের অংশ হতে পারে না।

এটা সর্বজন বিদিত যে, যেসব কাজ মূলত শরীয়াহ অনুসারে অনুমোদিত, সেগুলোকেও অননুমোদিত করা যেতে পারে, যদি কাজগুলোকে বিদয়াতি কায়দায় প্রবর্তন করা হয়ে থাকে। বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, ওই মহিলা তাসবীহ জপছেন, তিনি তাসবীহদানা ভেঙে দুরে ছুড়ে মারলেন। এরপর তার সঙ্গে আরেক পুরুষের দেখা হল, সেই পুরুষটি কংকরদানা দিয়ে তাসবীহ জপছিলেন, এটা দেখে ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পা দিয়ে কংকরদানাগুলোতে লাথি মারলেন এবং বললেন: "তুমি দ্বীনের মধ্যে নব্যপ্রবর্তন করছ। অথবা তুমি কি মনে কর আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের থেকেও তোমার বেশি জ্ঞান রয়েছে?[৬৪]

সুতরাং দ্বীনের মধ্যে নব্য প্রবর্তনের অথবা দুর্বল মতামত ও প্রমাণের উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সতর্ক হোন। ভিন্ন মতামত দুর্বল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, এটা কিছু মুজতাহিদের একটি বড় ভুল। এ ভ্রান্ত ও কলুষিত আইডিয়া, যা অনেক অজ্ঞ লোক গ্রহণও করেন, মানুষকে আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন, শয়তানের আনুগত্য করা এবং সারা বিশ্বজাহানের মালিকের অবাধ্য হওয়ার পথে পরিচালিত করে। যদি মিথ্যার সঙ্গে ভ্রান্ত আইডিয়া যুক্ত করা হয়, আর কারো শক্তিশালী বাতিক ও অভিলাষ দ্বারা যদি সেই আইডিয়া সমর্থিত হয়, তাহলে আর জিজ্ঞেস করবেন না যে, এর

৬৪. ইবনে ওয়াদ্দাহ, আল বিদা, পৃ-৮।

www.quraneralo.net

Contents

পরে দ্বীন কতটা পরিবর্তিত হবে অথবা একজন মানুষ ইসলামের বাইরে গিয়ে কতটা নিঃশেষিত হবে।[৬৫]

আর পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলার ব্যাপারেও সতর্ক হোন, এমন কিছু বলবেন না যার ভিত্তি হবে শিরক্ ও কুফরী, বিদয়াত ও পাপ। পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড, পাপ ও নীতিভ্রষ্টতার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।

এর প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায়, বিরোধিতা, আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করা যে ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি, আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (আল-আ'রাফ ৭:৩৩)

উপরোক্ত আয়াতে চারটি বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ভয়াবহতার ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (বল) হে মুহাম্মাদ (ﷺ), আমার প্রতিপালক যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো হল- *আল ফাওয়াহিশ* (বড় ধরনের ভয়ঙ্কর পাপ এবং যে কোনো ধরনের অবৈধ যৌনতা), হোক না তা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে।" এটা হল ওই চারটি বিষয়ের প্রথমটি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন, যা প্রথমটির চেয়ে আরো ভয়াবহ, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অনৈতিক নিপীড়ন"। অতঃপর তিনি এর চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি অপরাধের কথা উল্লেখ করেন, এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা, অথচ যার জন্য তাকে কোনো ক্ষমতা বা অধিকার দান করা হয়নি।" অতঃপর আল্লাহ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: "আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই"।

পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা শিরক, কুফরি, বিভ্রান্তি কর বিদয়াত ও ফিতনার ভিত্তি।[৬৬]

---

৬৫. ইগাসাতুল লাহফান, ২/১৪৬।

www.quraneralo.net

না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে এবং এর পরিণাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দরকার মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা, মানুষ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা, যাতে করে আপনি বলতে পারেন, অসুস্থ দাবিকারী ব্যক্তি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। এছাড়াও আপনার মানসিক অসুস্থতা এবং মানব দেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের (পিটুইটারী, থাইরয়েড ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি) কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, কারণ এসব গ্রন্থির ভারসাম্যহীনতায় আচরণগত বিশৃংখলা ও চিত্তবৈকল্য দেখা দিতে পারে, যা দেখে কেউ মনে করতে পারে যে, তাকে শয়তানে স্পর্শ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে জিন বিষয়টির উপর বেশি মনোযোগ দেয়া হয়েছে, অবশ্য এটাই উপযুক্ত। প্রচুর সংখ্যক মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য প্রাকটিশনারের শরণাপন্ন হন, তারা আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ। কলহে লিপ্ত সব দম্পত্তি কিন্তু যাদুটোনায় আক্রান্ত নয়। জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সকল নারী ও পুরুষই জিনের কবলে পড়েনি। যে ছাত্র পড়ালেখায় অবহেলা এবং সঠিক সময়ে পড়ালেখা না করার কারণে অকৃতকার্য হয়েছে, তার উপর কারো বদনজর লাগেনি। তাই এ বিষয়টিতে দরকারের চেয়ে একটু বেশি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হল তা জানতে ড. আলী বিন নাফী আল আলিয়ানীর বক্তব্য শুনতে হবে, তিনি বলেন:

মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্ত অনেক বড়, কিন্তু সেটা একমাত্র তারা বুঝতে পারেন যাদের আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ভালো জানাশোনা রয়েছে। লোকেরা দল বেঁধে পাঠকের কাছে যান, তার কাছে যাওয়ার জন্য পাড়ি দেন অনেক পথ, শুধুমাত্র তাকে ঘিরে সর্বত্র প্রচলিত গল্প-কাহিনীর কারণে, যেমন-বদ জিনরা কিভাবে এ পাঠকের কাছে মানসিক রোগীর ঠোঁটে কথা বলে, এবং এ কপট শায়খরা কিভাবে জিনদের কাছ থেকে পুনরায় ফিরে না আসার ওয়াদা আদায় করে নেন। সত্যি এটাই যদি হয় বাস্তবতা এবং এরকমভাবেই ঘটতে থাকে, সত্যিকার অর্থেই এটা যদি অলৌকিক হয়ে থাকে, তাহলে পাঠককে অবশ্যই এর পরিণামের বিষয়ে ভয় পেতে হবে।[৬৭]

---

৬৬. ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ, আল তা'আলুম, পৃ-১১২

৬৭. [আর রুক্বা ফি দা-, আক্বীদাতু আললি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ- ড. আলী আল-আলাইয়ানী পৃ. ৮০-৮১]

www.quraneralo.net

আল যাহাবি (রহ.) বলেন: তালুত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবরাহিম বিন আদহামকে বলতে শুনেছি: যার মধ্যে বিখ্যাত হওয়ার বাসনা রয়েছে, সে কখনোই আন্তরিক হতে পারবে না। বিখ্যাত হওয়ার বাসনা রয়েছে এমন অকৃত্রিম ব্যক্তির লক্ষণ হল, সে কখনোই বুঝতে পারবে না যে, তার মধ্যে এ বাসনা আছে, তাকে যদি কেউ এ বাসনার বিষয়টি নিয়ে গালমন্দও করে, তবু সে রাগবে না অথবা নিজের প্রতিরক্ষার চেষ্টা করবে না, বরং সে এটা স্বীকার করবে এবং বলবে: যে আমার অনুকূলে এমন কথা বলল এবং আমার খুঁত ধরিয়ে দিল, তার উপর যেন আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। আসলে তার হৃদয় আত্ম-তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ নয় এবং সে তার দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও অসচেতন নয়, বরং সে স্বীকার করে নেবে যে, তার মধ্যে এরকম দোষ-ত্রুটি থাকতেও পারে। এটা হল ক্রনিক বা অত্যন্ত পুরাতন ও কঠিন সমস্যা।[৬৮]

ইনশাআল্লাহ, আমাদের ইচ্ছা আছে এ বাজে চর্চা নিয়ে আলোচনা করব এবং ধর্মের মুখোশের অন্তরালে করা এসব অশোভন ও মন্দ প্রাকটিসের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করব, কারণ যাদের সামান্য পরিমাণেও সাধারণ জ্ঞান রয়েছে এবং যুক্তি নির্ভর চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তারা সহজাতভাবেই তাদের থেকে দূরে থাকবে। তিনি যখন দেখবেন, তাদের এ আইডিয়ার সমর্থনে শরীয়ায় কোনো প্রমাণ খুঁজে পাবেন না, তখন স্বভাবতই তিনি বিষয়টি নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হবেন, যাতে করে তারা এ বিষয়টি নিয়ে যুক্তি খণ্ডনের অভিযানে নামতে পারেন।

এরপর আমরা নজর দেব অর্থ লিপ্সায় পড়ে প্রাকটিশনারদের দ্বারা সংঘটিত পাপ ও অপরাধের দিকে, কারণ যারা এ ধরনের চিকিৎসার অনুশীলন করেন তারা সকলেই মানুষ, আর মানুষের ভালো ও মন্দ উভয় দিকেই ঝোঁক থাকে, তাদের মধ্যে থাকে সকল স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক ভালোবাসা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অসম্ভব রকমের টান, আর এ সবই থাকে তাদের মুখোশের অন্তরালে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝﴾

৬৮. [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবী]

www.quraneralo.net

মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র, এসব পার্থিব জীবনের সম্পদ, আর আল্লাহ –তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (আলু ইমরান ৩:১৪)

কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির সম্পন্ন করার মাধ্যমে রুক্বইয়া পাঠ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে কোনো বিরোধিতা নেই। এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই, বিতর্ক নেই। তবে যিনি রুকিয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত হাদীসটি পাঠ করেছেন তাকে মনে রাখতে হবে, রোগীর কিছু উপকার করার মাধ্যমেই এ পারিশ্রমিকের পালা শেষ হবে, আর রোগীর উপকার হল তার সুস্থতা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ একবার এক দীর্ঘ ভ্রমণে বের হলেন, পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে তারা এক আরব গোত্রের বসতির কাছে তাঁবু খাটালেন। তারা সেখানে গিয়ে ওই গোত্রের কাছে আতিথেয়তা কামনা করলেন, কিন্তু তারা সাহাবাদের এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাল। এরপরই ওই গোত্রের নেতা বিষাক্ত পতঙ্গের হুলবিদ্ধ হল, গোত্রের লোকেরা তাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিরাময় দান করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তখন গোত্রের কিছু লোক বলল: "তোমরা কেন ওই লোকগুলোর কাছে যাচ্ছ না, যারা কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে?" তাদের কাছে কিছু থাকতেও পারে। অতঃপর তারা সাহাবাদের তাঁবুতে গেল এবং বলল: "হে লোকসকল, আমাদের গোত্রের নেতা বিষাক্ত হুল বিদ্ধ হয়েছেন, আমরা তার নিরাময়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তোমাদের কাছে কি কিছু আছে?"

এ কথা শুনে সাহাবাদের একজন বললেন: "আল্লাহর শপথ। আমি এ ব্যক্তির জন্য রুকিয়া পাঠ করব। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমরা তোমাদের কাছে আতিথেয়তার আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদেরকে কিছুই দাওনি। তাই আমি এ লোকের জন্য রুকিয়া পাঠ করব না, যদি না তোমরা রুকিয়ার বিনিময়ে আমাদেরকে কিছু দাও। পরে তারা ভেড়ার এক পালের শর্তে রাজি হল এবং ওই সাহাবি ওই আক্রান্ত লোকটির ক্ষতস্থানে ফুঁ দিয়ে তেলাওয়াত করলেন *আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন*। এ

www.quraneralo.net

Contents

আয়াত তেলাওয়াতের কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল এবং হাঁটতে শুরু করল, এবং তার মধ্যে অসুস্থতার লেশ মাত্র দেখা গেল না। অতঃপর গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা অনুযায়ী ভেড়ার পাল দিয়ে দিল। কিছু সাহাবি বললেন: চল আমরা এ গুলোকে ভাগ করে নেই। কিন্তু রুকিয়া পাঠকারী সাহাবি বললেন: আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে না যাওয়ার আগে কিছুই করা যাবে না, আগে আমরা তার কাছে সব খুলে বলি এবং তিনি আমাদেরকে করণীয় নির্ধারণ না করে দেয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। সব শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»

"তুমি কিভাবে জানলে যে এটা রুকিয়া বা ঝাড়-ফুঁক।"

অতঃপর তিনি বললেন:

«قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»

"তোমরা সঠিক কাজই করেছ। যাও এগুলোকে ভাগ কর এবং আমার জন্যও এক ভাগ রেখ।"

এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুচকি হাসলেন।[৬৯]

এ হাদীসটি ইমাম বুখারীও বর্ণনা করেছেন, আর এ প্রসংগে এটিই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হাদীস। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি কুরআনের সারমর্ম (সূরা ফাতিহা) তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর মুখের লালা দিয়ে ফুঁ দিলেন এবং এতে রোগী সুস্থ হয়ে গেল। আরেক হাদীসে এসেছে: তিনি এর বিনিময়ে ত্রিশটি ভেড়া দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুনানে আবূ দাউদে খারিযাহ বিন আল সালত্ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার চাচা থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে আসলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পথে একদল লোকের সঙ্গে দেখা হল, তাদের মধ্যে একজন ছিল উন্মাদ, তার পা শিকল দিয়ে বাঁধা।

---

৬৯. ফাতহুল বারি, কিতাবুল তিব্ব, বাবুল রুকা বি ফাতিহাতিল কিতাব, ৭/১৭০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল সালাম, বাব যাওয়াজ আখয্ আল আযরাহ আ'লা আল রুকিয়া, ৪/১৭২৮; আবু দাউদ, আল বুইয়ু, বাব ৭৩; আত-তিরমিযী আল তিব্ব।

www.quraneralo.net

তার লোকেরা আমাকে দেখে বলল: আমরা শুনেছি এ সাহাবি ভালো কিছু নিয়ে এসেছেন; আপনার কাছে এমন কিছু কি আছে, যা দিয়ে আপনি এ উন্মাদ লোকটির চিকিৎসা করতে পারবেন? তো আমি কুরআনের ভূমিকা (সূরা ফাতিহা) তেলাওয়াত করে রুকিয়া সম্পন্ন করলাম এবং পাগল লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তারা আমাকে এর বিনিময়ে একশত ভেড়া দিল, আমি এগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে গেলাম এবং তাকে সব খুলে বললাম।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: «هَلْ إِلَّا هَذَا؟»

"সেখানে কি এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল?"

অন্য এক সংস্করণে এসেছে: «هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟»

"তুমি কি এছাড়া অন্য কিছু পাঠ করেছিলে?"

আমি বললাম: না। তিনি বললেন:

«خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ»

"ঠিক আছে এগুলোকে গ্রহণ কর, কিছু লোক আছে ভুল রুকিয়া পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু তুমি সত্য ও সঠিক রুকিয়া পাঠ করেই উপার্জন করেছ।"[৭০]

ইবনে আল সুন্নির পুস্তকানুসারে জানা যায়, এ সংক্রান্ত আরো একটি হাদীস রয়েছে, যা আবূ দাউদও বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, খারিযাহ থেকে বর্ণিত, তার চাচা বলেন: "আমরা একবার আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে সভা শেষ করে এক আরব গোত্রের বসতিতে ফিরে এলাম। তারা বলল: "আপনাদের কাছে কি কোনো ওষুধ আছে? আমাদের গোত্রে একজন উন্মাদ রয়েছেন, যাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারা শিকল দিয়ে বাঁধা উন্মাদ লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসল এবং আমি কুরআনের ভূমিকা অর্থাৎ সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলাম তিন দিন ধরে, সকালে ও সন্ধ্যায়, অতঃপর আমার মুখের লালা বের করে তার শরীরের উপর ফুঁ দিয়ে বুলিয়ে দিলাম। এতে ওই লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল। তারা আমাকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিকের প্রস্তাব করলে আমি না বললাম। তখন তারা বলল: এ বিষয়ে আপনি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) জিজ্ঞেস

৭০. সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল তিব্ব, বাবুল কাইফা আল রুকা, ৪/১২, হাদিস নং-৩৮৯৬।

www.quraneralo.net

করুন। আমি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন:

«كُلْ فَلَعَمْرِى لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ»

"ঠিক আছে এগুলোকে খাও, কিছু লোক আছে ভুল রুকিয়া পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু তুমি সত্য ও সঠিক রুকিয়া পাঠ করেই উপার্জন করেছ।"[৭১]

যারা এ হাদীসগুলো অধ্যয়ন করবেন তারা লক্ষ্য করবেন যে, "অসুস্থ লোকটি তার রোগ থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে গেল এবং হাঁটতে শুরু করল এবং তার মধ্যে আর কোনো সমস্যা রইল না।" "লোকটি নিরাময় লাভ করল" এবং "সে লাফ দিয়ে উঠল (এবং সুস্থ হয়ে গেল)"। কিছু লোক ডাক্তারের মতো চেম্বার খুলে বসেছেন: যারা ফি নেয়ার জন্য ফাইল খোলেন, ফি'র বিনিময়ে পানির বোতলে থুথু ছিটান, ফি'র বিনিময়ে ফলো-আপ চিকিৎসা করেন। অসুস্থ লোকটিকে হয়ত এর জন্য দশবার ফিরে আসতে হয়, হয়ত তিনি অনেক দূর থেকে আসেন, আর আসা যাওয়ার কারণে তাকে অনেক জটিলতায় পড়তে হয়, কিন্তু এতসব করার পরও অবশেষে তিনি কোনো নিরাময় লাভ করেন না। এ ধরনের লোকদের মাঝে ও উপরে বর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতির মাঝে আপনি কেমন করে তুলনা করবেন। তাদের মধ্যে অনেকেই কুরআনিক এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা করে লাভজনক ব্যবসা খুলে বসেছেন।

তাই এ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাকটিশনারদের অবশ্যই অর্থ, ঔদ্ধত্য ও আত্ম-গৌরবের ক্ষেত্রে শয়তানের ফাঁদ ও ফন্দির বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

এছাড়া কিছু প্রাকটিশনার আবার জিন দ্বারা আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে আরেক ধরনের ভুল করেন। এটা মারাত্মক এক ভুল। শাইখ আবদুল আযীয বিন বাযকে (রাহিমাহুল্লাহ) একবার জিজ্ঞেস করা হল:

প্রশ্ন: কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা করেন এমন একজন শায়খের একটি নেকড়ে ছিল, শায়খের বক্তব্য মতে, নেকড়েটি জিনদের খেত। তার ছোট এক মেয়ে ছিল জিন দ্বারা আক্রান্ত।

---

৭১. [ইবনুস সুন্নী, বাব মা য়্যাকরা 'আলা মাই ইউরিদ ফী 'আকলিহি পৃ. ১২৭, নোট-২ নং ৬২৪, সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, বাব কায়ফা আর-রুক্বইয়া, ৩৮৯৭]

www.quraneralo.net

সেই মেয়েটি তাকে বলতে পারত, জিন কোথায় অবস্থান করছে। ওই শায়খ যা করতেন তা কি জায়েয?

উত্তর: এ উদ্দেশ্যে নিজের কাছে কোনো নেকড়ে রাখা বা পালন করা বৈধ নয়। এটা এক ধরনের শয়তানি ও মন্দ কাজ। আর জিন দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাও অনুমোদিত নয়। এটা অনেকটা ভবিষ্যতবক্তা ও জোতিষীকে ভবিষ্যত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করারই মতো। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

"যে ব্যক্তি ভবিষ্যতবক্তা ও গণকের কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে এর মাধ্যমে মুহাম্মাদের (ﷺ) কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করে।"

ভবিষ্যতবক্তা ও গণকদের জিন বন্ধু থাকে, এ জিনরা তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলে দেয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন, বাতিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কোনো জিনকে অজানা বিষয় বলে দেয়ার জন্য আটকে রাখা অথবা কোনো নেকড়েকে জিন খাওয়ার জন্য পালন করা অনুমোদিত নয়, বরং প্রাকটিশনার যদি পারেন তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করবেন।

নেকড়ে রাখা অথবা জিন দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষণ জিজ্ঞেস করা বৈধ নয়, কারণ এগুলো হল জাদুকর ও গণকদের কাজ। আক্রান্ত ব্যক্তির শুধু চিকিৎসা করা যাবে এবং তার দেহে অবস্থান নেয়া জিন বিতাড়িত করতে হবে, আর জিন তাড়ানোর ক্ষেত্রে জিনদের মধ্যে যদি কোনো ভালো গুণ থাকে, তাহলে তাদেরকে বলতে হবে তারা ভুল করছে।[৭২]

হযরত রাযি (রহ.) তার ছাত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মাধ্যমেই আমরা উপসংহার টানতে পারি, এ উপদেশমালা তিনি তার *আখলাকুল তাবিব* (চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গি) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

জেনে রাখ, হে আমার বৎস, একজন চিকিৎসককে মানুষের প্রতি দয়ালু হতে হবে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের নেতিবাচক কিছু উল্লেখ

---

৭২. শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) থেকে গৃহীত ফাতওয়া

www.quraneralo.net

করা এবং তাদের একান্ত বিষয়গুলো গোপন করা যাবে না, কারণ কিছু মানুষের এমন কোনো ব্যক্তিগত রোগ থাকতে পারে যা তার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যেমন-তার পিতা বা মাতা অথবা ছেলের কাছেও গোপন করেছে, কিন্তু এ রোগের কথাই সে প্রয়োজনের তাগিদে ডাক্তারের কাছে খুলে বলে। ডাক্তার যদি কোনো নারী অথবা তরুণী বা বালকের চিকিৎসা করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই তার দৃষ্টি নিম্নগামী করতে হবে, এবং শরীরের যে অংশে সমস্যা তা ব্যতীত অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। ওয়াইজ গ্যালেন তার ছাত্রদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, অবশ্য তিনি সত্যই বলেছেন: ডাক্তারকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে, তার দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে এবং নারীর সৌন্দর্য উপভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

তাকে অবশ্যই রোগীর দেহের যে কোনো অংশ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তিনি যদি তার চিকিৎসা করতে চান তাহলে তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে হবে, শুধু যেখানে সমস্যা সেখানেই দৃষ্টি দিতে হবে, দেহের বাকি অংশে দৃষ্টি ঘোরানো যাবে না।

এছাড়া তিনি চিকিৎসকদেরকে আত্ম-গৌরবে নিমজ্জিত হতে নিষেধ করেছেন। আমি অনেক মেডিক্যাল ছাত্রকে দেখেছি, তারা যদি কোনো রোগীর চিকিৎসা করেন এবং সেই রোগী যদি নিরাময় লাভ করেন, তাহলে আত্ম-গৌরবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন এবং অহঙ্কারী মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করেন। আর সত্যি যদি ঘটনা এরকম হয়, তাহলে তারা কখনোই সফল হতে পারবে না এবং সঠিক নির্দেশনাও পাবেন না, সুতরাং তাদেরকে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, এ পেশায় কিছু এটিকেট্ ও সৌন্দর্য রয়েছে, কিছু মৌলিক জ্ঞানও থাকা দরকার এ পেশায়, কিন্তু ডাক্তারকে হতে হবে নিরহঙ্কার, তার থাকতে হবে সুন্দর বাচনভঙ্গী, কথায় হতে হবে ভদ্র ও শান্ত, রোগীর প্রতি হতে হবে দয়ালু এবং রোগীদের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার পরিহার করতে হবে। এগুলো করতে পারলেই ওই ডাক্তার সফল হতে পারবেন এবং সঠিক পথের দিশা পাবেন। এছাড়াও তিনি ডাক্তারদেরকে দরিদ্র লোকদেরও চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি বলেন: ডাক্তারকে ধনী লোকদের পাশাপাশি গরীবেরও চিকিৎসা করতে হবে।[৭৩]

---

৭৩. ড. আহমেদ ত্ব-হা, আত তিব্ব আল ইসলামী, পৃ-১০৫।

www.quraneralo.net

অধ্যায় ২

জাদুটোনা ও জাদুকর

- জাদুটোনার সংজ্ঞা
- জাদুটোনার প্রমাণ
- জাদুটোনার প্রকারভেদ
- জাদুকরদের মতে একজন জাদুকরকে যেসব শর্ত অবশ্য পূরণীয়
- জাদুকর যেভাবে তার জাদুটোনা অনুশীলন করে
- এসব প্রাকটিশনার থেকে সতর্ক হতে হবে
- কিভাবে জাদুটোনার প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হবে
- জাদুটোনার চিকিৎসা
- স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনে ব্যর্থ পুরুষের চিকিৎসা
- ফারাওহদের অভিশাপের পেছনের রহস্য কী?

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ২

জাদুটোনা ও জাদুকর

আরবি শব্দ সিহর্

আবূ উবায়েদ বলেন: সিহর শব্দের অর্থ হল-কোনো বস্তু যেভাবে থাকা উচিত বা যেভাবে থাকে তার বাইরে অন্য কোনো রূপে একে প্রদর্শন করা।

আল-লাইস বলেন: জাদু হল এমন কর্ম যার দ্বারা এক ব্যক্তি শয়তানের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এর জন্য সে শয়তানেরই সাহায্য নেয়।

শুমার বলেন: ইবনে আইশাহ বলেন, আরবিতে একে সিহর বলা হয়, কারণ এটা স্বাস্থ্যকে অসুস্থতায় পরিবর্তিত করে। যেমন *সাহারাহু* শব্দের অর্থ হল-সে তার দৃষ্টিভঙ্গি ঘৃণা থেকে ভালোবাসায় পরিবর্তিত করল। অর্থাৎ সে তাকে আকৃষ্ট করল। সিহর শব্দটি বৈধ বা অনুমোদিত কোনো কিছুর বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন-আমর বিন আহতাম থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল যাবারকান বিন বদর সম্পর্কে বলেন:

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»

"সুন্দর বাচনভঙ্গীতে উপস্থাপিত কথা অনেক সময় জাদুর মতো কাজ করে।"[৭৪]

শরীয়াহ্‌র পরিভাষায় *সিহর্*

আল রাযী বলেন: শরীয়াহর দৃষ্টিতে সিহর্ দ্বারা ওইসব কর্মকাণ্ডকে বুঝায় যার কারণ লুক্কায়িত থাকে, যা কিছু এর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অন্যভাবে কল্পনা করা হয় এবং যা কোনো কিছু গোপন করার অথবা প্রতারণার মাধ্যমে ঘটনো হয়। আর শব্দটি যখন সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একে সংজ্ঞায়িত করা হয় না, তখন একে নেতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করা হয় এবং যিনি এ কাজ করেন তার নিন্দা করা হয়।

আল কুরতুবী বলেন: জাদুটোনা হল কৌশলভিত্তিক একটি পেশা। এটি এমন একটি গুণ যা শেখা যায়। কিন্তু জাদু শেখার বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হওয়ার কারণে খুব কমই লোকই এতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। জাদুর জ্ঞান মূলত বস্তুর বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও সঠিক সময়ের উপর

---

৭৪. কিসাতুল সিহর্ ওয়াল সাহরা, পৃ-২৫, ১৩৩, টীকা-২

www.quraneralo.net

নির্ভরশীল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জাদুর প্রভাব হয় কাল্পনিক, কোনো বাস্তবতা থাকে না, দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করে এবং ঘটনার কোনো প্রমাণ থাকে না। যারা এ সম্পর্কে জানেন না, সচেতন নন তারাই এর দ্বারা সম্মোহিত হন। যেমনটি আল্লাহ ফারাওহদের জাদুকরদের প্রসঙ্গে বলেছেন:

"এবং তারা বড় ধরনের এক জাদু প্রদর্শন করল।"

﴿وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ﴾

তারা বড়ই সাংঘাতিক এক যাদু দেখাল। (আল-আ'রাফ ৭:১১৬)

যদিও তাদের দড়ি ও লাঠিগুলোর দড়ি ও লাঠি হওয়া বন্ধ হল না। তখন তিনি বললেন: কিছু জাদুর প্রভাব থাকে মানুষের মনের ওপর, ভালোবাসা ও ঘৃণার বিষয়ে, মানুষের মনে ভালো ও খারাপ চিন্তা গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে এবং কিছু জাদুর প্রভাব থাকে মানুষের শরীরের উপর যা দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যথা তৈরি করে এবং অসুস্থ বানিয়ে দেয়।[৭৫]

সত্যিকার অর্থে জাদু করাই হয় গোপন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, অবশ্য এ বিদ্যা শেখা যায়; এগুলোর মধ্যে কিছু আবার বাস্তবও হয়, এগুলো আসে শয়তানের আত্মার সহযোগিতায় মন্দ আত্মা থেকে এবং বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ ও হাতিয়ার ব্যবহার করে তৈরি এ জাদু মানুষের স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও সম্পর্কের ক্ষতি করে। তবে এর বেশিরভাগই প্রতারণা ও ভণ্ডামি এবং এগুলো মোটেও সত্য নয়।

জাদুটোনার অস্তিত্বের প্রমাণ

১- কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

৭৫. তাফসীরুল কুরতুবি, ২/৫৫

www.quraneralo.net

﴿مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾

এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত! (আল বাকারা ২:১০২)

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝﴾

তারা যখন নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, "তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতো যাদু, আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন, আল্লাহ বিশৃংখলাকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না"। আল্লাহ তাঁর বাণীর সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। (সূরা ইউনুস ১০:৮১-৮২)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝﴾

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

(আল ফালাক্ ১১৩:১-৫)

২- হাদীসের আলোকে প্রমাণ

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বুনা যুরায়েক গোত্রের লাবীদ বিন আল আ'সাম নামক এক ব্যক্তি

www.quraneralo.net

জাদুটোনা করেছিল। একদিন অথবা এক রাতে-তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন- দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন, অতঃপর তিনি বললেন: হে আয়শা আল্লাহ আমাকে আমার নিরাময়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। দু' জন লোক আমার কাছে আসল; একজন বসল আমার মাথার কাছে, অপর জন বসল পায়ের কাছে। অতঃপর একজন অন্যজনকে বলল, এ লোক আঘাত পাচ্ছেন কিসের দ্বারা? ওই লোকটি বলল: 'তাকে জাদুটোনা করা হয়েছে'। সে বলল: কে তাকে জাদুটোনা করেছে? ওই লোকটি বলল: লাবিদ বিন আল আ'সাম। সে বলল: কিসের দ্বারা? অপরজন বলল: চুলে জড়ানো একটি চিরুনি এবং পুরুষ খেজুর বৃক্ষের পরাগের বাইরের ত্বক দিয়ে। লোকটি বলল: কোথায় আছে এটা? সে বলল: যারওয়ান নামে এক কুপে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কয়েকজন সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন, ফিরে এসে বললেন: আয়েশা, কুপটির পানি অনেকটা মেহদি পাতার নির্যাসের মতো এবং ওই খেজুর গাছটির মাথা শয়তানের মাথার মতো। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি কি ওটা বের করে আনেননি? তিনি বললেন: আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেছেন এবং আমি চাই না মন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ওই কুপটি মাটি দিয়ে ভরাট করার নির্দেশ দিলেন।[৭৬]

জাদুটোনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত আলিমগণের মতামত

আল কুরতুবী বলেন: কুরআনের একাধিক আয়াতে এবং রাসূলের (ﷺ) একাধিক হাদীসে জাদুটোনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যাকে জাদুটোনা করা হয় তার উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যারা এটা অস্বীকার করবে তারা কাফির, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) কথাকে অবিশ্বাস করে এবং সর্বজনবিদিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। যারা গোপনে এটা অস্বীকার করে, তারা খারেজি। আরা যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করবে, তারা স্বধর্মত্যাগী বলে গণ্য হবে। মানুষের মনে জাদুটোনার বিশাল প্রভাব রয়েছে, এ প্রভাবের মাধ্যমে এটি মানুষের মনে ভালোবাসা ও ঘৃণা তৈরি করে, খারাপ চিন্তার খোরাক এনে দেয়, একপর্যায়ে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে মানসিক জটিলতা, শরীরে ব্যথা ও অসুস্থতা তৈরি করে। জাদুটোনার এ

---

৭৬. ফাতহুল বারি, ১০/২২২।

www.quraneralo.net

Contents

প্রভাব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এর সবকিছুই মানুষের বাস্তব জীবনে ঘটে এবং একে অস্বীকার করা ধূর্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৭]

ইবনে কাসীর বলেন: জাদুটোনার বিষয়টি সত্য। এবং আল্লাহ তা'আলা যে কোনো প্রভাব তৈরি করতে পারেন, তিনি যখনই এর ইচ্ছা করেন তখনই তা সংঘটিত হয়ে যায়। তবে তার এ মতামত *মুতাযিলাহ এবং শাফেয়ীদের মধ্যে আবূ ইসহাক আল ইসফারাইনির* মতামতের বিপরীত। তারা এ জাদুটোনাকে দৃষ্টিবিভ্রম ও কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেন: কিছু জাদু হলো হাতের ভেল্কিবাজি, আর কিছু আছে মন্ত্র যা মুখস্থ করা যায় এবং আছে আল্লাহর নামসমূহ দিয়ে গঠিত রুকিয়া। এ জাদু শয়তান বা মন্দ লোকের কাছ থেকে শেখা যায় এবং এটা মেডিসিন ও ধুপও হতে পারে।

ইবনে কুদামাহ বলেন: জাদু হলো একটি বাস্তব বিষয়; কিছু জাদু হত্যাও করতে পারে, আবার কিছু জাদু মানুষের অসুস্থতা তৈরি করে, আবার কিছু জাদু একজন স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা করে দেয় এবং তাদের মধ্যে সহবাসে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে।[৭৮]

জাদুটোনার প্রকারভেদ

প্রখ্যাত আলিমগণ কয়েক ধরনের জাদুটোনার তালিকা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ ফখর আল রাযী আট ধরনের জাদুর কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালদুন তার *আল মুকাদ্দিমাহ-তে* কয়েক ধরনের জাদুর কথা লিখেছেন এবং আল রাগীব চার ধরনের জাদুর কথা বর্ণনা করেছেন, যা ইবনে হাজার তার *আল ফাতহ্* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এসব প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিন্যাসের দিকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে বলা যেতে পারে যে, জাদু আসলে এক ধরনের। এটাই সত্যিকারের জাদু এবং এ জাদুর চর্চার জন্য মানুষ জিন ও শয়তানের ওপর নির্ভর করে। এ একধরনের জাদুর আবার কয়েক ধরনের রূপ রয়েছে। আর সাধারণ মানুষ যাকে জাদু বলে জানে, তা জাদুকরের হাতের কৌশল ব্যতীত আর কিছুই

---

৭৭. শরহ্ আলা কুরতুবি আলা সহীহ মুসলিম, ৬/৬

৭৮. আল মুগনি, ১০/১০৬

www.quraneralo.net

নয়, এর মাধ্যমে তারা মানুষকে প্রতারিত করে। আমাদের অধিকাংশ আলোচনাই হবে সত্যিকারের জাদুকে ঘিরে। এ জাদুর জন্য মানুষ জিন ও শয়তানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, এ জাদুই ইসলামি *আকিদাহ* এবং পরিবার ও সমাজে স্থান করে নিয়েছে।

গ্রহ ও নক্ষত্রের জাদু

যারা এ ধরনের জাদুর অনুশীলন করেন তারা মুলত আসমানের সাতটি জিনিসের উপাসনা করেন, সেগুলো হল- সূর্য, চন্দ্র, শনি, জুপিটার, মঙ্গল, ভেনাস ও মারকারি। তারা প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা পোশাক পরিধান করেন, নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করেন, মাথা মুড়ান এবং ধুপ জ্বালান। অতঃপর তারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে একে সম্বোধন করেন নভো:মণ্ডলের গ্রহ-তারকার আত্মাগুলোকে একত্রিত হতে আহ্বান জানান- এরকমটাই তারা দাবি করেন।

প্রাচীনকালে এসব জ্যোতিষীর ঘরে যদি কোনো সন্তান আসত তাহলে তারা প্রথমেই সন্তানের মাঝে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় চিহ্ন তালাশ করত এবং এ চিহ্ন অনুসারেই তাদের নামকরণ করত এবং তারা দাবি করত এ চিহ্ন তাদের সন্তানের ভবিষ্যত নির্দেশ করছে। আর আমাদের সময়ে আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় জ্যোতিষীদের লেখা দেখতে পাই। 'আপনার তারকা বা আপনার রাশি' এ শিরোনামে তারা মানুষকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তারা বলেন, একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোনো সন্তান জন্ম নিলে তার রাশি হবে কর্কট, আর অন্য কোনো তারিখে জন্ম নিলে তার রাশি হবে তুলা; আবার কর্কটের মধ্যে যদি চন্দ্র আরোহণ করে তাহলে তারা বলেন, এ রাশির লোকজন ভ্রমণে বের হতে পারেন অথবা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন, অথবা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর চন্দ্র যদি তুলার রাশিতে অবতরণ করে, তাহলে তারা এর উল্টো করার পরামর্শ দেন। এগুলো সবই ফটকাবাজি, আর এটাই হল জ্যোতির্বিদ্যা।

জ্যোতির্বিদ্যাও এক ধরনের জাদুটোনা ও গণকী, কারণ আকাশের গ্রহ-তারকা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু, তাই এসবের অন্যান্য সৃষ্ট জিনিসের ওপর কোনো প্রভাব নেই; এরা কোনো সুখ বা দুঃখ আনতে পারে না অথবা আনতে পারে না জীবন ও মৃত্যু। গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র সবই আল্লাহর

www.quraneralo.net

নির্দশন, যা তাঁরই মহিমা ও গৌরবের সাক্ষ্য দান করে এবং তাঁকেই সিজদা করে এবং তাঁরই হুকুমের অধীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾

তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যারা আকাশে আছে, আর যারা পৃথিবীতে আছে আর সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষরাজি, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? (আল-হজ ২২:১৮)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾

তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, তারা অনুগত হয়ে নিজ পথে চলছে। আর তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। (সূরা ইবরাহিম ১৪:৩৩)

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾

সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। (আল-আ'রাফ ৭:৫৪)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾

আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা আছে আকাশে আর যা আছে যমীনে সেগুলোর সব কিছুকে। (আল জাতিয়াহ ৪৫:১৩)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর কিতাবে বলে দিয়েছেন, গ্রহ-তারকারাজি হল নিম্ন আসমানের জন্য সজ্জা, এরা রাতের আঁধারে জমিনে ও সমুদ্রে মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে, আবার একধরনের নক্ষত্র রয়েছে যা দিয়ে শয়তানকে আক্রমণ করা হয়, যখন শয়তান আকাশ থেকে খবর চুরির জন্য আড়ি পাতার চেষ্টা করে। এ নক্ষত্রগুলো আকাশে নির্দিষ্ট করে দেয়া তারকা থেকে আলাদা, এরাও তারকার (নুজুম) নামেই পরিচিত হয়। যেমনভাবে দাব্বাহ শব্দ দ্বারা মানুষ ও প্রাণী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এটা প্রমাণিত হয়েছে, যায়েদ বিন খালিদ বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হুদায়বিয়ার প্রান্তরে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর তিনি এ ভাষণ দেন, তিনি বলেন:

«أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ»

www.quraneralo.net

"তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক এ রাতে কী বলেছেন?"

আমরা বললাম: আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন:

«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

"এ প্রত্যুষে আমার কিছু বান্দাহ সত্যিকারের মু'মিন হয়েছে, আর কিছু বান্দাহ অবিশ্বাসী রয়ে গেছে। যারা বলেছে এ বৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর দয়া ও বরকতে, তারা প্রকৃত মু'মিন, তারাই আমাকে বিশ্বাস করে আর তারকারাজিকে অবিশ্বাস করে, আর যারা বলেছে এ বৃষ্টি হয়েছে অমুক তারকার কারণে, তারা আমাকে অবিশ্বাস করে এবং তারকারাজিকে বিশ্বাস করে।"[৭৯]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا»

"আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে কোনো বরকত ও রহমত পাঠান আর কিছু লোক এর কারণেই কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ যদি বৃষ্টি নামান, তাহলে তারা বলে, এ বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক তারকার কারণে।"

এখানে মূলকথা হল, কোনো ঘটনার উপরে অথবা মানুষের সুখ ও দুঃখের উপর এসব গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো প্রভাব নেই। তাই এ ধরনের জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেয়া এক ধরনের ফটকাবাজি ও প্রতারণা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন:

আমি একবার দামেস্কে জ্যোতির্বিদদের উদ্দেশে কিছু কথা বলেছিলাম, তখন তাদের কিছু নেতা আমার কাছে এসেছিল, আমি তাদেরকে তাদের কাজের কোথায় কোথায় ভুল তা যুক্তিনির্ভর প্রমাণের আলোকে তুলে ধরলাম, তারাও এ ভুল স্বীকার করে নিল। তাদের নেতা

---

৭৯. [বুখারী ১০৩৮, মুসলিম ৭১]

www.quraneralo.net

Contents

বললেন: আমরা একশটি মিথ্যা বলি, তার মধ্যে একটি সত্য হতে পারে। এর কারণ হল তাদের জ্ঞান ও জানাশোনার ভিত্তি হল মিথ্যা ধারণা, তারা মনে করে আসমানের গ্রহ-তারা মানুষের জীবনের নানা ঘটনায় প্রভাব বিস্তার করে। এটা তাদের কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের আক্রান্ত বা প্রভাবিত বস্তু সম্পর্কেও জানা থাকতে হবে। আর সেটা কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব হবে, যখন কোনো একটি ঘটনা ঘটার পেছনের কারণের সবগুলো দিক উপলব্ধি করা যাবে, যেখানে ফলাফল সবসময়ই নির্দিষ্ট থাকে। এসব লোকদের মধ্যে অধিকাংশই এতসব কারণের মাত্র কয়েকটি সম্পর্কে জানে, তারা বাকি কারণগুলো অথবা শর্তাবলি ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটা ঠিক ওই ব্যক্তির মতো, যিনি জানেন যে, গ্রীষ্মে সূর্য মাথার ওপর থাকে এবং তাপের তীব্রতা অনেক বেশি থাকে। তার এ জ্ঞান থেকে জানা যায় যে, এ তাপে আঙ্গুর শুকিয়ে কিশমিশে পরিণত হয়। যদিও এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে, তবু এ একটি কারণের উপর খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, সূর্য শুধুই মহা অজ্ঞতার নির্দেশক, কারণ আঙ্গুর থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আঙ্গুর ক্ষেতে ফল নাও ধরতে পারে, অথবা ফল ধরলেও তা কিশমিশ হওয়ার আগেই আঙ্গুর হিসেবে খাওয়া হতে পারে অথবা এগুলো দিয়ে জুস বানানো হতে পারে অথবা ক্ষেত থেকে আঙ্গুর চুরি হয়ে যেতে পারে, আবার আঙ্গুর দিয়ে কিশমিশ বানানোও হতে পারে।[৮০]

এছাড়া এটাও বলা যেতে পারে, আপনি যদি জ্যোতির্বিদদের মূলনীতির দিকে খেয়াল করেন যে, ভাগ্যবানকে দুর্ভাগা, দুর্ভাগাকে সৌভাগ্যবান, গরমকে ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডাকে গরম, পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষ বানানো, এবং আপনিও যদি এ মূলনীতি প্রয়োগ করেন, দেখবেন আপনার ফলাফলও তাদের সমান হবে; কখনো আপনি সঠিক হবেন, আবার কখনো আপনি ভুল করবেন।

ইমাম আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন খাওয়ারিজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে চাইলেন তখন তাঁর কাছে এক জ্যোতির্বিদ এসে বলল: হে আমীরুল মোমেনিন, আপনি এ সময়ে বের হবেন না, কারণ চন্দ্র এখন বৃশ্চিকের ওপর, আর এ অবস্থায় যদি আপনি যুদ্ধে বের হন, তাহলে আপনার বাহিনী পরাজিত হবে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি আল্লাহর উপর

৮০. মাজমুয়া ফাতওয়া, ৩৫/১৭২-১৭৩

www.quraneralo.net

আস্থা রেখে, তাঁর উপর ভরসা করে এবং তুমি যা বলেছ তা প্রত্যাখ্যান করেই তবে যুদ্ধের জন্য বের হব।

তিনি জ্যোতিষীর কথা উপেক্ষা করেই বের হলেন এবং তাঁর সেই যাত্রা বরকতময় হল, তিনি ওই যুদ্ধে অনেক খাওয়ারিজকে হত্যা করলেন। যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক তারা ম'নুষের জন্য সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে, তাহলে তার এ বিশ্ব.স কলুষিত এবং তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর পরিবর্তে এ তারকাটি তার জীবনের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে, তাহলে তিনি কাফির হয়ে যাবেন। এছাড়াও তিনি যদি ওই তারকাটির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, এর উপাসনা করেন তাহলে তার এ কর্ম কুফরি এবং খাঁটি শিরক্। যারা গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান, তাদের গুণাগুণ, আকার ও গতিবিধি নির্ণয় করা এবং দিন, মাস ও বছর হিসাব করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যাকে ব্যবহার করেন, তাদের ক্ষেত্রে বলতে হবে, এটা মূলত যুক্তিনির্ভর জ্ঞান। তবে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যেসব শর্ত জাদুকরের জন্য অবশ্য পালনীয়

১- তাকে অবশ্যই তার আত্মা, সকল সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততাদি সবকিছু শয়তানের কাছে বিক্রি করতে হবে।

২- তাকে হতে হবে চরম ধূর্ত, অনড় ও কুশলী, যাতে করে কেউ তাকে তার এ শয়তানি বিশ্বাস থেকে টলাতে না পারে, এমনকি এসব বিশ্বাসের কারণে তাকে নানাভাবে অপমান-অপদস্ত হতে হবে।

৩- তাকে বোকা হতে হবে, তার মধ্যে কোনো লজ্জা, সচেতনতা অথবা কোনো অনুভূতি, স্বীকার করার মতো দয়া, সমবেদনা অথবা অন্য যে কোনো ধরনের আবেগ অথবা মহানুভবতার অনুভূতি থাকবে না।

৪- তার প্রভু শয়তান অথবা তার কোনো অনুসারী যদি তার সামনে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে হাজির হয়, তাহলে সে ভয় পাবে না অথবা তার সামনে যদি শিরশ্ছেদ করার তলোয়ার বা জল্লাদের ফাঁসি দেয়ার ফাঁস আনা হয় তাহলেও সে ভয় পাবেন না।

৫- ইবলিস যদি তাকে সাহায্য করতে দেরি করে অথবা কোনো সাহায্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সে এর জন্য নালিশ করবে না অথবা বিরক্ত হবে না; সে বরং তার সকল শক্তি দিয়ে এ সাহায্য পাওয়ার জন্য অটল থাকবে কোনো রকম নালিশ না করেই অথবা সে হাল ছেড়ে দেবে

www.quraneralo.net

Contents

না। এমনকি তাকে যদি এমন কোনো কাজ করতে বলা হয় যা মানুষের অনুসৃত সকল ধর্ম, এটিকেট, প্রথা ও আইন অনুসারে নিষিদ্ধ তাও করতে পিছপা হবে না।

৬- সে তার সকল শক্তি প্রয়োগ করে জাদুটোনার কাজ করে যাবে এবং এ সংক্রান্ত অধ্যয়নে লেগে থাকবে, শয়তানি প্রথা অনুসারে যা যা দরকার সব করবে এবং এসব কাজে তার অথবা সমাজের অন্য কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি হতে পারে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই শয়তানের সভায় যোগদান করবে, এক্ষেত্রে সে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পাদন করবে।

৭- সব সুন্দর ও মুল্যবান বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে স্বাভাবিকভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অবশ্যই অজ্ঞ হতে হবে।

৮- তাকে অবশ্যই শয়তানের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, এবং শয়তানের আত্মাদের মধ্যে যারা তাকে সাহায্য করে তাদের ক্ষমতায়ও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং শয়তানের আদেশের প্রতি অনুগত হতে হবে, শয়তানের শর্তাবলী ও আইন-কানুন সব মেনে নিতে হবে।

৯- তাকে সব ধর্মের শপথকৃত শত্রু হতে হবে; তাকে সব ধর্ম নিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে, উপহাস করতে হবে এবং নাযিলকৃত সকল কিতাবকে অবজ্ঞা করতে হবে, এসব কিতাব ছিড়ে ফেলবে এবং কিতাবের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে।

১০- সে যে কোনো ধরনের অপরাধ অথবা পাপ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে, আর সে অনৈতিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকবে।

১১- তাকে অশ্লীলতা ও নীচতায় হতে হবে দৃষ্টান্ত, যার প্রতিফলন তার পোশাক-পরিচ্ছেদ ও জীবন যাপনের ধরনে থাকবে। তাকে স্থায়ীভাবে সাবান ও পানি ব্যবহার ছেড়ে দিতে হবে, যতক্ষণ না তার শরীরে নোংরা দুর্গন্ধ তৈরি হয়, এ নোংরা দুর্গন্ধ দিয়েই সে তার পীরদের মাঝে পরিচিত হবে।

১২- সে অধিকাংশ সময় সম্ভব হলে পুরো সময় কাটাবে জনবিচ্ছিন্ন দূরবর্তী ও নির্জন এলাকায়। এছাড়া জাদুর অংশ হিসেবে এবং মানুষের ক্ষতি করার জন্য তাকে না বলা পর্যন্ত সে তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় অংশ নিতে অথবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেনা।[৮১]

---

৮১. ইবরাহিম মুহাম্মাদ আল জামাল, আল সিহর, পৃ-৩৮-৩৯।

www.quraneralo.net

জাদুকর সমাজে যা যা করেন

জাদুকর সমাজে সকল ধরনের ক্ষতিকর ও কলুষিত কাজ ছড়িয়ে দিতে চান এবং এটা তিনি উপভোগ করেন। তিনি সৃষ্ট জীবের যে কোনো ক্ষতি করতে অথবা যে কোনো ভয়ঙ্কর খারাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেন না অথবা নিজেকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখেন না। জাদুকর যেসব কাজ করেন সেগুলো হল-ফসল ও গবাদিপশু ধ্বংস করা, আগুন লাগানো, ব্যবসায়ের মালামাল নষ্ট করা, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিভেদ তৈরি করা, বিবাহিত দম্পত্তির মাঝে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা, এমন ক্রিম উৎপন্ন করা যা মানুষের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে দেয়, গর্ভপাত ঘটায়, মানুষকে পাগল, দ্বিধান্বিত অথবা অমনোযোগী করে তোলে, এমন পাউডার তৈরি করা যা ভালোবাসা অথবা ঘৃণা তৈরি করে, জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে বাগদান ভণ্ডুল করে দেয়া এবং বিয়ের আগেই স্বামীকে নির্বীয করে দেয়া ইত্যাদি।

অতঃপর এ জাদুকর জীবাণুর মতো কাজ শুরু করেন, দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত সমাজের মেরুদণ্ড ও হাঁড় খেতে থাকেন। এ জীবাণু যদি হত্যা করা না হয়, তাহলে এক পর্যায়ে পুরো দেহ দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই ইসলাম জাদুটোনা ও জাদুকরের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের মতে, এসব জাদুকরকে হত্যা করতে হবে এবং তাদেরকে প্রথমে তওবা করার সুযোগ না দিয়েই তাদের রক্ত ঝরানোও জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ﴾

মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, (আল বাকারা ২:১০২)

যদি প্রশ্ন করা হয় যে: যেখানে স্বধর্মত্যাগীকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়, সেখানে জাদুকরকে কেন তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে না?

www.quraneralo.net

Contents

মালিকি মতানুসারে এ প্রশ্নের জবাব হল-জাদু হলো বিপথগামীদের মতো এবং বিপথগামীকে তওবা করার কোনো সুযোগ দেয়া হয় না।

জাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ছিল খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) দেখানো পথ। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে, বাযালাহ বিন আবদাহ বলেন: আমি আল আহনাফ বিন কায়েসের চাচা যুজ বিন মুয়াবিয়ার অনুলেখক ছিলাম। একবার ওমরের (রাঃ) পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে একটি চিঠি এল আমাদের কাছে, ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল: "প্রত্যেক জাদুকরকে হত্যা কর"।[৮২] এবং এ হাদীসের সনদও সহীহ।[৮৩]

জাদুকরদের হত্যা করার ব্যাপারে আরেকটি সহীহ হাদীস রয়েছে। মু'মিনদের মাতা হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং এটি মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এ আবদুর রহমান বিন সাদ বিন যারারাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি শুনেছেন যে, আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ) একজন দাসীকে হত্যা করেছিলেন, কারণ ওই দাসি তাকে জাদুটোনা করেছিল। এ দাসীর সঙ্গে মুক্তির বিষয়ে হাফসার (রাঃ) একটি লিখিত চুক্তি ছিল; তিনি ওই দাসীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৮৪]

জাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে অনেক সাহাবীও সমর্থন জানিয়েছেন, তারা হলেন-ওমর বিন খাত্তাব, উসমান বিন আফফান, ইবনে ওমর, মু'মিনদের মাতা হাফসা ও আবূ মুসা আল-আশআরী (রাঃ)।[৮৫]

ইমামদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক এ মতের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন, আর ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জাদুকর যেভাবে জাদুটোনা করেন

যিনি জাদুটোনা করাতে চান, নারী হোক বা পুরুষ হোক, তিনি জাদুকরের কাছে যান এবং নির্দিষ্ট একজনের ওপর জাদুটোনা করার অনুরোধ করেন। অথবা তিনি মনে করতে পারেন, এ লোক জাদুকর নন, তাই তিনি তাকে তার অথবা তার কোনো আত্মীয়ের চিকিৎসা করার

---

৮২. সুনানে আবু দাউদ, ৩/২২৮, হাদিস নং-৩০৪৩

৮৩. মুসনাদ আল ইমাম আহমাদ, ১/১৯০, ১৯২; আল বায়হাকি, ৮/১৩৬, বিন হাজাম, আল মুহাল্লা ১১/৩৯৭

৮৪. মুয়াত্তা, পৃ-৫৪৩।

৮৫. তাফসীর আল কুরতুবি, ২/৪৮

www.quraneralo.net

অনুরোধ করে। এ পর্যায়ে জাদুকর যার ওপর জাদুটোনা করানো হবে তার ও তার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেন এবং তার পরিধেয় কাপড়, মাথার চুল অথবা তার ছবি নিয়ে আসতে বলেন।

কিন্তু জাদুকর পিতার নামের স্থলে মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেন কেন? এর কারণ হল, ওই জাদুকর এবং তার সঙ্গে থাকা জিন হল কাফির, তারা সকল ধর্ম ও ঐশী নিয়ম-কানুন অস্বীকার করেন এবং এগুলো নিয়ে উপহাস করেন। তাই তারা বিধিসম্মত বৈবাহিক চুক্তিও স্বীকার করেন না। জাদুকরের মতে, তার কাছে যারা আসেন তারা প্রত্যেকেই অবৈধ এবং যিনার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন-যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর জাদুকর উভয়ের নামের অক্ষর গণনা করেন। যদি তিনি মনে করেন,তার নাম মাটির (আল-তীন) কাছাকাছি, তাহলে তিনি তার জাদুমন্ত্র মাটিতে পুঁতে দেন, আর নাম যদি হয় পানির (আল-মা') কাছাকাছি, তাহলে তিনি তার মন্ত্র পানিতে ডুবিয়ে দেন-যেমন কুপে ফেলে দেয়া। যেভাবে ইহুদি লাবিদ বিন আযাম আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) জাদুটোনা করার সময় করেছিলেন। লাবিদ যখন মুহাম্মাদের (ﷺ) নামের অক্ষর গণনা করে পেল যে, মুহাম্মাদের ও তার মায়ের নাম আমিনায় আলিফ ও মীম বর্ণের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং এটা পানির (আল-মা') কাছাকাছি, তাই সে তার জাদুমন্ত্র যারওয়ান নামক কুপে ফেলে দিল।

নাম পানির কাছাকাছি হলে জাদুকর তার কবচ কুপে অথবা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। আর নাম যদি বাতাসের কাছাকাছি হয় তাহলে তারা এ কবচ কোনো গাছে অথবা খেজুর বৃক্ষে অথবা উঁচু দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। এর পর সে জিনের প্রতি উৎসর্গস্বরূপ ধুপ জ্বালায়, কারণ জিনরা তাদের উপর উৎসর্গকৃত ধুপ খেয়ে থাকে। ধূপ জ্বালানোর পাশাপাশি জাদুকর জিনদের নেতাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে কুফরি ও শিরক্ যুক্ত কালাম পাঠ করে। প্রত্যেক জাদুর জন্য আলাদা আলাদা ধুপ রয়েছে। এরপর জাদুকর তার মন্ত্র বা কবচ লেখা শুরু করে, এটা অনেকটা জিনদের নেতাদের প্রতি দাসত্ব প্রকাশ করে এবং জিনদের নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর বাণীর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লেখা চিঠির মতো। এরপর জিনরা জাদুকরের কাছে তাদের শর্তাবলী তুলে ধরে, আর জাদুকর এ শর্তাবলী তার কাছে তাবিজ-কবচ নিতে আসা রোগীর ওপর চাপিয়ে দেয়, রোগীকে যর চক্রে অংশ নিতে বলা হয়, শর্তানুসারে

www.quraneralo.net

Contents

একটি নির্দিষ্ট প্রাণী জবেহ করা, নির্দিষ্ট ধরনের খাবার খাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো অন্ধকার রুমে নির্জনবাস করার আদেশ দেয়া হয়। আর এ মন্ত্র বা কবচ যদি পোড়ানো হয়, অথবা নষ্ট বা বাতিল হয়ে যায় তাহলে ভিকটিমের জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। এজন্য অনেক জাদুকর তাদের তাবিজ রক্ষার্থে তামার কৌটার ভেতরে তাবিজ রেখে সীসা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়। এ পদ্ধতিকে অনেক সাধারণ মানুষ *হিজাব* বলে। এরপর জাদুকর জিনকে ডাকে ভিকটিমের বিরুদ্ধে তার মিশন পরিচালনা করার জন্য। এ মিশন হল ভিকটিমকে অসুস্থ করে দেয়া, তার মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা এবং তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ তৈরি করা।

এ জিনকে বলা হয় জাদুর সেবক। এ সেবক জিন আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত মালামাল, কাপড়ের ঘ্রাণ শুঁকে ও তার ছবি দেখে তাকে শনাক্ত করে। এরপর সে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে থাকে এবং তার বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে। অনুসন্ধানে যদি সে বুঝতে পারে যে, আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর আদেশের প্রতি অবিচল থাকে না, তখন তার মিশন সহজ হয়ে যায়; তখন জিন ওই ব্যক্তির ওপর আছর করে অথবা তার মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিয়ে তাকে নিদারুণ যন্ত্রণা ও বিষণ্নতায় ফেলে দেয়। কিন্তু জিন যদি দেখে যে, তার আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর আদেশের প্রতি অবিচল থাকে এবং ভিকটিম অনেক আল্লাহভীরু, তখন জিন তাকে ভয় পায় এবং তাকে অনুসরণ করতে থাকে, যখনই ভিকটিম একটু আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় অথবা খুব রাগান্বিত হয়ে যায় সেই মুহূর্তটা জিন কাজে লাগায়। এ সুযোগে সে ভিকটিমের ওপর আছর করে বসে। এরপর জাদুকর তার ও সেবক জিনের মধ্যবর্তী একজনের সহায়তায় তার জাদুটোনা চালিয়ে যেতে থাকে, এ মধ্যস্থতাকারী দৈনিক ফলাফলের খবর এনে দেয় এবং জাদুকরের নির্দেশাবলী সেবক জিনের কাছে পৌঁছে দেয়।

ভিকটিম যদি হয় আল্লাহভীরু ও ধার্মিক এবং দৈনিক যদি বিরদ্ ও যিকির পাঠ করেন, তাহলে জাদুকরের সেবক জিন তাকে ভয় পায় এবং ভিকটিমের এ খোদাভীরুতা জিনকে নিঃশেষ করে দেয়, যাতে করে জাদুটোনা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি যদি এ চাকর জিনকে ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ না দিত এবং শয়তানের পক্ষ থেকে পুরস্কারের লোভ না দেখাত অথবা তাকে হত্যা করার হুমকি না দিত, তাহলে এ জিন পালিয়ে যেত। কিন্তু ভিকটিমের ঈমান যদি হয় দুর্বল, আল্লাহর সঙ্গে যদি সত্যিকারের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে

www.quraneralo.net

এটাই তার জন্য সমস্যা হয়ে যায়, কারণ এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাদুকর তার দেহের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, যার প্রতিফলন ভিকটিমের জীবনে দেখা যায় এবং এ জাদুটোনার সঙ্গে সে এমন দুঃসাহসিক অভিযানে জড়িয়ে পড়ে যার কোনো শেষ নাও থাকতে পারে এবং তার এ সমস্যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এখানে আমরা দু' ধরনের মন্ত্র বা কবচের সঙ্গে পরিচিত হব; একধরনের কবচ অসুস্থ রোগীর দেহের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে অথবা সুগন্ধির মাধ্যমে অথবা রোগীর সঙ্গে করমর্দন করার মাধ্যমে; আরেক ধরনের কবচ রাখা হয় বাইরে, হয়তো কোথাও পুতে রাখা হয় অথবা কোনো গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর জাদুটোনার প্রভাব

দু'ভাবে ভিকটিমের ওপর জাদুটোনার প্রভাব পড়ে; হয় জাদুটোনা রোগীর দেহের ভেতরে অভ্যন্তরীণ প্রভাব ফেলবে; অথবা বাহ্যিক প্রভাবও পড়তে পারে, যেমন: জাদুটোনা যদি বাহ্যিকভাবে অথবা দূর থেকে রোগীর ওপর প্রভাব ফেলে, তাহলে সেক্ষেত্রে এ জাদু রোগীর মাঝে দৃষ্টিবিভ্রম ও উদ্বিগ্নতা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ জাদুকর যেভাবে তার জাদু পরিচালনা করবে এর প্রভাবও সেভাবে হবে।

জাদুটোনার কবলে পড়ে জীবন যাদের বিপর্যস্ত এ তথ্য তাদের জন্য এখানে উপস্থাপন করছি, যাতে করে তারা নিজেরাই এর চিকিৎসা করতে পারে অথবা যাতে এ তথ্য রোগীকে চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাকটিশনারদের উপকারে আসে।

জাদুটোনা সম্পর্কিত কার্যকর তথ্য

জাদুটোনার চিকিৎসা ও প্রতিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল শরীয়াহ নির্দেশিত পদ্ধতি। কারণ চিকিৎসার জন্য কোনো ভিকটিমকে জাদুকরের কাছে পাঠানোর মানে হতে পারে তার সঙ্গে জিনদের দু' গ্রুপের যুদ্ধের শামিল, যেখানে ভিকটিমের ভাগ্য নির্ভর করবে যুদ্ধের ফলাফলের উপর; জিনদের দু' গ্রুপ চাকর বা সেবক জিনকে কিছু সময়ের জন্য বিতাড়িত করার ব্যাপারে সমঝোতায় আসতে পারে, কিন্তু এ সময়ের পর ওই সেবক জিন আবার ফিরে আসবে এবং সে তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে। কিন্তু এর বিপরীতে কুরআনে নির্দেশিত পন্থায় করা চিকিৎসাকে জিন অথবা জাদুকর কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না।

www.quraneralo.net

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে। (আল হাশর ৫৯:২১)

জাদুটোনার প্রভাব সীমিত সময়ের জন্য, কবচ নষ্ট হয়ে গেলে কিছু সময় পরেই এর আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এ কারণেই কিছু জাদুকর তাদের মন্ত্রের ফলোআপ করে এবং সময়ে সময়ে এসব কবচ নবায়ন করে।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য একটি কর্মসূচি অনুসরণ করা এবং নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় আযকার তেলাওয়াতের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে, আর যেসব আযকার তেলাওয়াত করতে হবে তারও একটি তালিকা দেয়া হয়েছে এ বইয়ে। এসব সুবিধা হলো-

১- জাদুকর ও জিনের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ফিরে আসার পথ বিচ্ছিন্ন করা, যা সেনাবাহিনীর পরিভাষায় সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করা হিসেবে পরিচিত।

২- সেবক জিনকে হত্যা করে অথবা তাকে পালাতে বাধ্য করার মাধ্যমে তাকে দুর্বল করে দেয়া।

৩- জাদুকর যদি তার কবচ নবায়ন করতে ইচ্ছুক হয়, সেক্ষেত্রে তার এ মিশন পরিচালনায় অনেক জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে।

জাদুটোনার প্রতিটি কাজের জন্য দরকার একজন জাদুকর, একজন ভিকটিম, একটি কবচ, জাদুটোনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু জিনিসপত্র এবং ভিকটিম ও জাদুকরের মাঝে কাজ করার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী।

অনেক সময় জাদুকর তার সেবক জিনের জিহ্বা বেঁধে দেয়, যার ফলে ভিকটিম কথা বলতে পারে না। অতি সম্প্রতি এ ধরনের একটি ঘটনায় এক মহিলার কথা ছয় মাস বন্ধ ছিল।

তিনি একটি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন, আর এ চিকিৎসার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদের মাধ্যমে। জাদুকর তাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে কুরআনের আলোকে তার চিকিৎসা করা হয়।

- জিনদের মধ্যেও কিছু জাদুকর রয়েছে
- জাদুকর একটি জিনকেও জাদুটোনা করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তাকে ভিকটিমের কাছে পাঠায়, এক্ষেত্রে ভিকটিমের ওপর করা জাদুটোনা অনেক জটিল হয়।

www.quraneralo.net

নিম্নোক্ত প্রাকটিশনারদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন

অনেক জাদুকর মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেন, যেমন: রোগীকে কুরআন নির্দেশিত পন্থায় চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে আশ্বস্ত করা হয়। তাদের এ চুরি ও প্রতারণাকে আড়াল করার জন্য তারা শ্রবণযোগ্য স্বরে কুরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন অথবা কোথাও আয়াত লিখে দেখান। আমি এরকম একটি আশ্চর্যজনক লেখা পড়েছি, জাদুকরদের সর্দার এটা লিখেছিল। তার নাম আবুল ফাত্তাহ আল তুখি। তার লেখা *তাসখীরুল শায়তান ফি উইসাল আশিকান* (ভালোবাসা তৈরিতে শয়তানের ব্যবহার) নামক একটি বইয়ের সূচনায় তিনি বলেন:

"তিনি আশা করেন আল্লাহ তাকে সফলতা ও সমৃদ্ধি দান করবেন- আল তুখি আল ফালকি আবুল ফাত্তাহ বিন আল সাইয়িদ মুহাম্মাদ আবদু (আল্লাহ তাকে ও তার কাছে যারা আসেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন) বলেন: এটি খুবই মুল্যবান একটি বই, আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জেনারেশনের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বইটি রচনা করেছি এবং আমি এর নামকরণ করেছি *তাসখীরুল শায়তান ফি উইসাল আশিকান* (ভালোবাসা তৈরিতে শয়তানের ব্যবহার)।"

আল্লাহর কাছে সফলতা ও সমৃদ্ধির জন্য এ খারেজি বা বিপথগামী সাহায্য প্রার্থনা করার পর তিনি মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করেন যে, কুমারী নারীর হৃদয়ে ভালোবাসা তৈরির জন্য অভিশপ্ত শয়তান ইবলিসের কাছে কিভাবে সাহায্য চাইতে হয়, কিভাবে আল্লাহর বাণীর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যায়, এমনকি তার এ কুফরি ও বিপথগামীতা এতটা মাত্রায় পৌঁছেছে যে, তিনি মানুষকে শেখাচ্ছেন যৌন মিলনকালে যৌনাঙ্গে কিভাবে কুরআনের আয়াত লিখতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা অবশ্য এ সংক্রান্ত সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, (আল বাকারা ২:১০২)

---

৮৬. ড. ইবরাহিম কামাল আযাম, আল সিহর ওয়াল সাহারা থেকে উদ্ধৃত]

www.quraneralo.net

যেসব লক্ষণ দিয়ে জাদুকরকে চেনা যায়

১- সে কারো নাম ও মায়ের নাম জানতে চাইবে।

২- সে একটি প্রাণী অথবা পাখি যবেহ করতে বলবে, এ প্রাণীর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকুক বা না থাকুক অথবা এ প্রাণীর রক্ত শরীরে মালিশ করা হোক বা না হোক।

৩- সে রোগীকে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে নির্দিষ্ট ধরনের খাবার অথবা পানীয় পান করার নির্দেশ দেবে এবং এ সময়কালে তাকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার কক্ষে বসবাস করতে বলবে।

৪- সে রোগীকে কিছু কাগজ দেবে পোড়ানোর জন্য এবং তাকে এ কাগজ পোড়ানোর ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকতে বলবে অথবা একে কোথাও ঝুলিয়ে অথবা পুঁতে রাখার পরামর্শ দেবে।

৫- যারা নামের অক্ষর বা সংখ্যা লেখে অথবা আল্লাহর বাণী সংবলিত কাগজ ছিঁড়ে ফেলেন তারা প্রত্যেকেই জাদুকর।

৬- যারা দুর্বোধ্য সব শব্দ উচ্চারণ করে অথবা আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে, তারা প্রত্যেকেই জাদুকর।

জাদুকরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

আমরা বুঝতে পারলাম যে, জাদুকররা কাফির এবং ইসলামে তাদের জন্য শাস্তির বিধান হল তলোয়ার দিয়ে শিরশ্ছেদ। ইসলাম মুসলিমদেরকে জাদুকরের কাছে যেতে নিষেধ করেছে, আমরা এখন এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। হাসান সনদে আল বাযার থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ ، أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ ، أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ ، أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»

"তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা পাখির সংকেতকে শুভ অথবা অশুভ হিসেবে মেনে চলে, অথবা যারা ভবিষ্যৎ বলে অথবা নিজের ভবিষ্যৎ কাউকে দিয়ে বলায়, যারা জাদুটোনা করে অথবা নিজের জন্য জাদুটোনা করায়। যে ব্যক্তি জাদুকরের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস

www.quraneralo.net

করে, সে মুহাম্মাদের (ﷺ) কাছে অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে।"[৮৭]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ»

"তোমরা সাতটি পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, যা মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে"।

তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সেই গুনাহগুলো কী কী? তিনি বললেন:

«الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

"আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করা, জাদুটোনা করা, ইসলামী শরীয়াহ্ দ্বারা অনুমোদিত হত্যা ব্যতিত এমন আত্মাকে হত্যা করা যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ মু'মিন নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।"[৮৮]

এবং তিনি বলেন:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - ﷺ - وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا»

"যে ব্যক্তি ভবিষ্যতবক্তার শরণাপন্ন হবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, মুহাম্মাদের (ﷺ) প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব দ্বারা তার আর কিছু করার থাকবে না, অর্থাৎ এর মাধ্যমে সে কুরআনকেই অস্বীকার করবে। আর যে ব্যক্তি জাদুকরের কাছে যাবে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করবে না, তার চল্লিশ দিনের ইবাদাত কবুল হবে না।"

---

৮৭. আল তাবারনি, আল বাজ্জার থেকে জায়িদ সনদে

৮৮. ফাতহুল বারি, ৫/৯৩, মুসলিম-১/৯২।

www.quraneralo.net

অনেকে বলতে পারেন: আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করার জন্য জাদুকরের কাছে যাই না, আমি যাই আমার উপর যে জাদুটোনা করা হয়েছে তা নিরাময়ের জন্য। আমরা তাদেরকে বলব: আপনাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো, যে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করে মরুভূমির তাপদাহ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করে।

অনেক সময় জিনরাও জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং তাকে এমন অসুস্থ বানিয়ে দেয়, যার জন্য কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না।

জিন ও শয়তান মিলে অনেক সময় জাদুকরকে চরম বিপদে ফেলে দেয় এবং তাকে কোনো সাহায্য করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا﴾

শয়তান মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। (সূরা আল ফুরকান ২৫:২৯)

জিনরা অনেক সময় জাদুকরকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসা নারীর সঙ্গে অনৈতিক কাজ করতে বলে অথবা ওই নারীর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে রক্ত দিয়ে লেখতে বলে।

জাদুটোনা অনেক সময় ঈপ্সিত ফলাফলের বিপরীত ফল এনে দেয় তাই দেখা যায় অনেকে জাদুটোনা করান নিজের উপকারের জন্য, কি এর পরিসমাপ্তি ঘটে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, সে নিজেই এ: দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়। অনেক নারী তাদের স্বামীদের ওপর জাদুটোনা করান, যাতে স্বামীরা তাদেরকে ভালোবাসেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করেন, কিন্তু জাদুটোনার ফল হয় বিপরীত, দেখা যায় জাদুটোনার প্রভাবে স্বামী তাকে ভালোবাসার পরিবর্তে তালাক দিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾

কু-চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে। (সূরা ফাতির ৩৫:৪৩)

অনেক সুস্থ সবল নারী-পুরুষও জাদুকরের কাছে যান, আর তখন জাদুকর জিনকে দিয়ে তাদের মাঝে বিভিন্ন সমস্য সৃষ্টি করে, যাতে করে এর মাধ্যমে সে তাদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে।

জিন ও শয়তানের দাবি থাকে অনেক এবং তাদের এসব দাবি মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়। অনেক সময় তারা একটি নির্দিষ্ট প্রাণী উৎসর্গ করার দাবি করে, পোষা মোরগ অথবা কবুতর জবেহ করতে বলে,

www.quraneralo.net

আবার এ জবেহ্‌র ক্ষেত্রে থাকে কঠিন কিছু শর্ত, এ প্রাণীর রক্ত রোগীর দেহে মালিশ করতে বলা হয়।

অথবা তারা অসুস্থ রোগীকে এমন এক নির্জন কক্ষে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার দাবি করে, যেখানে চল্লিশ দিনেও সূর্যের আলো প্রবেশ করবে না অথবা নির্দিষ্ট একটি সময় ধরে রোগীকে পানি স্পর্শ না করার পরামর্শ দেয়, এভাবে তাদের চাহিদার কোনো শেষ নেই। প্রত্যেক অঞ্চলেই জিন তার নিজস্ব দাবি তুলে ধরে, ওই দাবি ওই এলাকায় অদ্বিতীয়। মিশরে আবূ হাশিমাহ নামে একটি পরিত্যক্ত কুপ রয়েছে, জাদুকররা বন্ধ্যা নারীদেরকে জুমআর দিন মাগরিবের পরে এখানে গোসল করার জন্য পাঠায়। এ পরিত্যক্ত কুপে অনেক জিন রয়েছে, যারা নারীদের গোসল করার দৃশ্য উপভোগ করে। এক্ষেত্রে কোনো জিন কোনো নারীর দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে এবং তার সঙ্গে যৌন মিলনও করতে পারে। যে দরিদ্র লোকটি তার স্ত্রীকে বন্ধ্যাত্ব থেকে নিরাময়ের জন্য এ কুপে নিয়ে আসেন, তিনি আসলে ভুলে যান যে, প্রজনন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝﴾

যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। অথবা তাদেরকে দেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও ক্ষমতাবান। (সূরা আল-শুরা ৪২:৪৯-৫০)

শয়তান ও জিনের চাহিদা সীমাহীন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

﴿وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝﴾

আরো এ যে, কতক মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। (সূরা জিন ৭২:৬)

শায়খ হাফিজ আল হুকামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: জাদুটোনা করে জাদুর ক্রিয়া নষ্ট করাও হারাম, কারণ এটা জাদুটোনাকে সমর্থন ও সহায়তা করার শামিল, এবং ভিকটিমের উপর থেকে শয়তানের কার্যকারিতা নষ্ট করার জন্য এভাবেই মানুষ শয়তানের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এ কারণেই আল হাসান বলেন: জাদুকর ছাড়া আর কেউই জাদুটোনাকে সমর্থন করেন না।

www.quraneralo.net

Contents

জাদুকররা যখন দেখল তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানোর কেউ নেই, তখনই তারা আরো বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে মানুষকে জাদুটোনা করতে শুরু করল, মানুষ একে পছন্দ করুক বা না করুক, তাদেরকে জাদুটোনা করাতে বাধ্য করে এবং এর মাধ্যমে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নেয়, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং পাশপাশি ভিকটিমকে বিপথগামী করে দেয়।[৮৯]

উপরোক্ত সব কথাবার্তার পরে, আমরা তাওহীদের উম্মাহ, কুরআনের অনুসারী উম্মাহ ও মুহাম্মাদের (ﷺ) উম্মাকে, ঈমানে অটল মু'মিনদেরকে বলতে চাই যে, জাদুকর নিজে কাফির, আর তার কর্ম কুফরি। তার কোনো সুবিধা দেয়া বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই, তার জীবন দেয়া বা মৃত্যু দান করা অথবা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা নেই। তার অদৃশ্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। আর যেসব জিন এ জাদুকরদের সেবা করে তারা কাফির ও বিদ্রোহি, কারণ জিনদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তারা মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদেরকেই পছন্দ করে, তারা কারো হাতে পরাভূত ও দাস হতে চায় না।

হে কুরআনের উম্মাহ, আপনারা জাদুকরদের অবস্থার দিকে একবার লক্ষ্য করুন। তারা অর্থের জন্য ভিক্ষা করে, তার অসুস্থ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়, সুতরাং তারা আপনাকে কিভাবে ধনী বানাবে? যেহেতু ইসলাম জাদুকরের কাছে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, সেহেতু এর বিকল্প কোনো পথ কি আছে? আমরা বলব: হ্যা, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (ﷺ) হাদীসে একটি বিকল্প রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জাদুটোনার ক্রিয়া নষ্ট এবং জাদুটোনার চিকিৎসা করার ইসলামী পদ্ধতি আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

জাদুটোনা থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন?

চিকিৎসকরা সবসময়ই বলেন, প্রতিরোধ হল নিরাময়ের চেয়ে শ্রেয়। আমরা এক্ষেত্রে বলব: জাদুটোনার সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বা নিরাময় হল এটি ঘটার আগেই নিজেকে এর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা। নিকৃষ্ট জাদুকর যে তার আত্মা শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে যদি শয়তানের কাছে তার উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সাহায্য কামনা করেও তাতে চিন্তার

৮৯.[মাআরিজুল কুবূল ১/৫৩০]

www.quraneralo.net

কোনো কারণ নেই, কারণ ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছে কিভাবে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে হবে। মুসলমানরা জাদুটোনার কুপ্রভাব থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করবেন।

(১) ঈমানকে আরো শক্তিশালী করা

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে ও তাওহীদের প্রতি তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় করতে হবে। একজন মুসলিম এভাবেই তার ঈমান জোরদার করেন এবং আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য সব কিছুর ভয়কে হৃদয় থেকে দূর করেন এবং কারো উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে এ বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে তোলেন। মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এসব উপায় হলো বাতাসের গতিবিধির মতো, যা তাদের নিয়ন্ত্রক ও সৃষ্টিকর্তার হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং আল্লাহর আদেশ বা ইচ্ছা ব্যতিত এগুলো কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

জাদুকরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾

মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না। (আল বাকারা ২:১০২)

﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ﴾

আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। (ইউনুস ১০:১০৭)

যারা আল্লাহর সত্যিকারের বান্দাহ, বিপদ ও সুখ উভয় সময়েই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেন, যাদের সব ধরনের ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ﴾

আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহ্‌র জন্য যথেষ্ট নন? (আল-যুমার ৩৯:৩৬)

আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও দাসত্ব প্রয়োগ করার মাধ্যমে আসে পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা, তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ﴾

www.quraneralo.net

Contents

আমার প্রকৃত বান্দাহ্‌দের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না,

(সূরা আল হিজর ১৫:৪২)

যার ঈমান শক্তিশালী, সে আল্লাহর দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং তার জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আর জাদুকররা নিজেরাও একথা ভালোভাবেই জানে যে, তাদের মন্ত্র দ্বারা একমাত্র দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিরাই আক্রান্ত হবে।

(২) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আযকার তেলাওয়াত করা

জাদুটোনা থেকে বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আযকার তেলাওয়াত করা। কারণ এ আযকার জাদুটোনা করার আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর হাত থেকে রক্ষা করে, এর প্রভাব থেকে রোগীকে বাঁচায় এবং সকল মন্দ প্রভাব দূর করে, এবং জাদুটোনায় আক্রান্ত হয়ে গেলে তার প্রতিকার করে। ইবনে কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

জাদুটোনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর আল্লাহ প্রদত্ত উপায়, একটি মাত্র পদ্ধতি যা সকল মন্দ প্রভাব দূর করে এবং এগুলোকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে, সেটি হল যিকির, কুরআনের আয়াত ও দুআ, এসব তেলাওয়াতের ফলে জাদুটোনার কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যায়। এগুলো যত শক্তিশালী হবে, তত দ্রুত এরা ছড়িয়ে পড়বে। এটা দুটি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মত, যেভাবে উভয় বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সজ্জিত, উভয়েরই বিপুল ক্ষমতা রয়েছে; দুই বাহিনীর মধ্যে যারা বিপক্ষ বাহিনীকে পরাভূত করতে পারবে, তারাই বিজয়ী ঘোষিত হবে।

হৃদয় ও মন যদি আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকে, নিয়মিত যদি দুআ, যিকির পাঠ করা হয়, ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং পূর্ণ মনোযোগে বিরদ্ পাঠ করে, তাহলে জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগে এটাই হবে জাদুটোনার প্রভাব দূর করার সর্বোৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী উপায় এবং আক্রান্ত হওয়ার পরে এটাই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিকার ব্যবস্থা।

জাদুকররা জানেন যে, তাদের জাদুটোনার পূর্ণাঙ্গ প্রভাব একমাত্র তাদের উপরই পড়তে সক্ষম যাদের হৃদয় দুর্বল এবং যারা সহজেই প্রভাবিত হয়, যারা নিজ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যারা সবসময় তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় নিয়ে মেতে থাকেন। এ কারণেই যারা

www.quraneralo.net

Contents

জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের অধিকাংশই নারী, শিশু, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন অথবা আল্লাহ ও তাওহীদের প্রতি যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা আক্রান্ত হন এবং যারা নিয়মিত যিকির, কুরআনের আয়াত ও দুআ পাঠ করেন না তারাও। শেষকথা, জাদুটোনার কুপ্রভাবে তারাই আক্রান্ত হন, যারা দুর্বল, সহজেই প্রভাবিত হন এবং সবসময় তুচ্ছ বিষয় নিয়েই মেতে থাকেন।

তারা বলেন: ভিকটিম নিজেই জাদুটোনার আক্রমণের সুযোগ করে দেন, কারণ আমরা জানি, কোনো মানুষ যে বিষয়ের উপর বেশি মনোযোগ দেয়, সেটির প্রতিই তার মন লেগে থাকে। সুতরাং, ব্যক্তির ঝোঁক যে দিকে, সেই দিকের তাড়নায়ই সে তার মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেসব আত্মা পরাভূত হতে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে, শয়তানের আত্মা কেবল সেগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের হৃদয়সমূহ ইতোমধ্যেই এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে গেছে যা মন্দ আত্মাদের কার্যসাধনে খুবই সহায়ক, তারা সহজেই শয়তান ও বদ জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়। এর কারণ হলো এসব মানুষের মধ্যে কোনো আত্মিক শক্তি নেই, তারা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত নয়। সুতরাং আপনি খেয়াল করে দেখবেন, এসব মানুষের হৃদয় অন্তঃসারশূন্য, মনে কোনো শক্তি নেই, সংগ্রাম করার ক্ষমতা নেই, তাদের মন আগেই থেকেই এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে থাকে, যার কারণে জিনরা সহজেই তাদেরকে পরাভূত করে এবং জাদুকররা জাদুটোনা করে।[৯০]

ইমাম আহমাদ ও আত-তিরমিযী আল হারিস আল আশআরী থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ»

"....আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি, কারণ আল্লাহর যিকির হল ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যাকে শত্রু ধাওয়া করেছে,

৯০. যাদ আল মা'আদ, ৩/১০৫

www.quraneralo.net

Contents

আর সেও বাঁচার জন্য অবশেষে একটি দূর্গের ভেতরে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচালো। একইভাবে এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর যিকির ব্যতিত অন্য কোনো কিছু দিয়ে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।"[৯১]

(৩) খালি পেটে আযওয়াহ[৯২] খেজুর খাওয়া

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে আমীর বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ»

"যে ব্যক্তি সকালে একটি আযওয়াহ খেজুর খাবে, রাত্রি না আসা পর্যন্ত ওই দিনে সে আর কোনো বিষ অথবা জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হবে না।"[৯৩] অন্য একজন এ সম্পর্কে বলেন, "সাতটি খেজুর"।

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ»

"যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আযওয়াহ খেজুর খাবে, সে ওই দিনে কোনো বিষ বা জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হবে না।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিয়মিত খালি পেটে আযওয়াহ খেজুর খাবে, তার জন্য এ খেজুর এমন ভাবে কাজ করবে, যেন তাকে জাদুটোনার টিকা দেয়া হয়েছে, জাদুটোনা অথবা কোনো বিষই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। কিছু আলিম এ খেজুরের একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, এটি খুবই গরম এবং এটি রোগ দূর করার জন্য যথেষ্ট, তবে নবী করিম (ﷺ) জাদুটোনা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন, ওই খেজুরে হয়তো এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা মানুষকে বিষ ও জাদুটোনা থেকে সুরক্ষা দান করে। আমরা আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সব কথা বিশ্বাস করি, এমনকি আমরা যদি নাও জানি, সেটি কিভাবে কাজ করে তারপরও। মদিনার খেজুরের যে বিশেষ গুণাগুণ

---

৯১. আল মুসনাদে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত, ৪০৮/২০২; আত-তিরমিযী:২৮৬৭, হাদিসটি সহীহ।

৯২. আযওয়াহ: মদিনায় উৎপাদিত এক ধরনের খেজুর।[অনুবাদক]

৯৩. ফাতহুল বারী, ১০/২৪৯

www.quraneralo.net

থাকতে পারে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু মদিনার খেজুর যদি পাওয়া না যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ যে কোনো খেজুরেই কাজ হবে।

(৪) জাদুটোনা থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় হল জাদুকরের কাছে না যাওয়া

যেহেতু যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার জন্য কোনো উপকার জাদুকরদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না এবং যার কোনো সমস্যা নেই, তিনিও তাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ নন। যেসব শয়তান ও বদ জিন জাদুকরদের সঙ্গে কাজ করে, তারাও বেশ ভালো করেই জানে যে, যেসব মুসলমান জাদুকরের দরজায় কড়া নাড়ে, তাদের ঈমান দুর্বল এবং আল্লাহর উপর তাদের কোনো আস্থা নেই, সুতরাং তাদের ক্ষতি করা বা তাদের ওপর আছর করা খুবই সহজ।

জাদুটোনার চিকিৎসা

যদি কেউ জাদুটোনায় আক্রান্ত হন, তাহলে তাকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তাঁর উপর আস্থা রাখতে হবে এবং সবকিছু তার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি ধৈর্য্যের পথে অটল থেকে ক্রমাগত দোয়া করতে থাকবেন এবং ইসলামী শরীয়াহ্ নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝﴾

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোন না কোন পথ বের করে দিবেন। আর তাকে রিয্ক দিবেন (এমন উৎস) থেকে যা সে ধারণাও করতে পারে না। যে কেউ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য করেছেন একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক ৬৫: ২-৩)

শরীয়াহ্ নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হল, চিকিৎসার জন্য এমন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে যার দ্বীনি প্রতিজ্ঞা ও দয়ার উপর আস্থা রাখা যায়, যিনি রোগীর জন্য কুরআনের আয়াত দিয়ে রুকিয়া পাঠ করবেন।

www.quraneralo.net

প্রাকটিশনারকে অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজ গুলো করতে হবে:

১- তিনি যে স্থানে বসে চিকিৎসা করবেন, সেই স্থান থেকে আল্লাহর অবাধ্যতাকারী বা অশ্রদ্ধাজ্ঞাপনকারী সব বস্তু সরিয়ে ফেলবেন।

২- শুরুতেই রোগীকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তার কাছে কোনো তাবিজ-কবচ আছে কি না অথবা তিনি কোনো জাদুকরের কাছে গিয়েছিলেন কি না। যদি তার সঙ্গে কোনো তাবিজ কবচ থাকে তবে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং তিনি যদি কোনো জাদুকরের কাছে গিয়ে থাকেন তাহলে তাকে বলতে হবে যে, কত বড় ভুল তিনি করেছেন এবং এর প্রভাব কত মারাত্মক হতে পারে, এটা তার আত্মিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর।

৩- তাকে অবশ্যই রোগ নির্ণয় করতে হবে। এর এটা করা হয় রোগীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে। রোগীকে কেমন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রাকটিশনারের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহিত লোকের প্রশ্ন অবিবাহিত থেকে আলাদা হবে। প্রশ্ন নিম্নরূপ হতে পারে:

১. রোগী কী ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করছেন

২. এ সমস্যা শুরু হয়েছে কখন

৩. রোগী কি কোনো স্বপ্ন দেখেন, আর দেখলে তা কী ধরনের?

৪. তিনি কি পেটে ব্যথা অনুভব করেন? এ ব্যথার শুরু কখন?

৫. তার কি মাথা ব্যথা আছে অথবা তিনি কি মাথা অথবা দেহে ভারী কিছু অনুভব করেন?

৬. তিনি কি তার বুকে শক্তভাব অনুভব করেন?

রোগ নির্ণয়ের জন্য করা প্রশ্ন ঘটনাভেদে বিভিন্ন রকম হয়। এসব প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তি করে প্রাকটিশনার আরো চিন্তা ভাবনা করে পুনরায় প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন পর্ব শেষে তিনি রোগীর উপর নিম্নোক্ত রুকিয়া পাঠ করবেন:

১. (সূরা আল ফাতিহা: ১-৭)

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। যিনি পরম

www.quraneralo.net

করুণাময় অতি দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) নয় ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়।

২- আয়াতুল কুরসী (বাকারা ২:২৫৫)

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

৩. (আল-আ'রাফ: ১১৭-১২২)

﴿وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ ۚ وَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِیْنَ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ رَبِّ مُوْسٰی وَهٰرُوْنَ﴾

আমি মূসার কাছে ওয়াহী করলাম, 'তোমার লাঠি ছুঁড়ে দাও'। তখন তা তাদের অলীক বস্তুগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করল। প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, তারা যা সাজিয়েছিল তা নিস্ফল হয়ে গেল। তারা সেখানে পরাজিত হল আর লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে গেল। আর যাদুকররা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। মূসা আর হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।'

www.quraneralo.net

৪. (সূরা-ইউনুস: আয়াত ৮১-৮২)

﴿فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝﴾

তারা যখন নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, "তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতো যাদু, আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না"। । আল্লাহ তাঁর বাণীর সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। (সূরা ইউনুস ১০:৮১-৮২)

৫. সূরা ত্ব-হা: আয়াত ২০:৬৯

﴿وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى﴾

তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, তারা যা করেছে এটা তা সব গিলে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কলা-কৌশল। যাদুকর যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, সফল হবে না।'

৬. যেসব সূরাহ তেলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে সুরক্ষার প্রার্থনা করা হয়-সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

www.quraneralo.net

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ إِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۚ﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (এ কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

এ রুকিয়া পাঠ করা হলে রোগী অচেতন হয়ে যেতে পারে এবং সেবক জিন কথা বলা শুরু করবে। এক্ষেত্রে জিনকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করতে হবে:

১- তার নাম

২- তার ধর্ম

৩- তাবিজ কোথায় আছে

প্রশ্ন পর্ব শেষে তাকে বলতে হবে, সে অসৎকর্মকারী, সে যা করছে তা ভুল এবং জাদুকর একজন কাফির এবং জাদুকরের সঙ্গে মিলে কাজ করা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

দ্রষ্টব্য: জিন আপনাকে বলতে পারে যে, সে বের হয়ে যেতে চায়, কিন্তু জাদুকর কিছু জিনকে পাঠিয়েছে তাকে হত্যা করার জন্য, যদি সে বের হয় তাহলেই হত্যার শিকার হবে, সেক্ষেত্রে আপনি তাকে তার সুরক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত করবেন, সে যদি মুসলমান হয় তাহলে তাকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য কিছু শিখিয়ে দেবেন।

এছাড়াও জিন আপনাকে বলতে পারে, অমুক অমুক এ জাদুটোনা করেছে। সেক্ষেত্রে আপনি জিনের কথা বিশ্বাস করবেন না এবং রোগীর পরিবারকে বোঝাবেন যে, জিনদের মধ্যেও অনেক মিথ্যাবাদি রয়েছে।

জিন যদি আপনাকে কবচের অবস্থান বলে, আর এটি যদি দেহের বাইরে কোথাও হয় তাহলে আপনি লোক পাঠিয়ে সেই তাবিজ নিয়ে এসে পুড়িয়ে ফেলবেন। আর এ কবচ যদি রোগীর দেহের ভেতরে খাবার অথবা পানীয়ের আকারে থাকে তাহলে রোগীকে জিজ্ঞেস করুন যে, তার পেটে ব্যথা হচ্ছে কি না, আর ব্যথা হলে তা কখন শুরু হয়েছে। অত:পর আপনাকে সোনামুখী পাতার পানীয় তৈরি করতে হবে রোগীর জন্য, এ পানীয় খুবই উপকারী এবং এটা পরীক্ষিত।

www.quraneralo.net

Contents

জাদুটোনার চিকিৎসায় সোনামুখীর রস পান

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত ওষুধগুলোর মধ্যে সোনামুখীর রেচক সবচেয়ে উপকারি। জাদুটোনায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র বা তাবিজ-কবচ যদি রোগীর পেটের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে সম্ভব হলে এগুলো দ্রুত রোগীকে বমি করানোর মাধ্যমে বের করে আনতে হবে। আর রোগী যদি বমি করতে না পারে, তাহলে তাকে সোনামুখীর রস পান করতে দিতে হবে। জাদুটোনায় আক্রান্ত অনেকেই এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো উপকার পেয়েছেন।

সোনমুখীর গুণাগুণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

«بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ؟»

"রেচক ওষুধ হিসেবে তুমি কী ব্যবহার কর?"

তিনি বললেন: "স্পার্জ"। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«حَارٌّ حَارٌّ»

"এটা গরম, গরম"

তিনি বলেন: এরপর আমি রেচক হিসেবে সোনামুখীর রস ব্যবহার করলাম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেন:

«لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا»

"মৃত্যু থেকে নিরাময় লাভের জন্য যদি কোনো ওষুধ থাকত, তাহলে তা হত সোনামুখী।"[৯৪]

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন,

«إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ»

"তোমরা যেসব ওষুধ ব্যবহার কর, তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল, যা তোমরা মুখের পাশ দিয়ে লাগাও, নাকের ড্রপ, কাপিং ও রেচক।"[৯৫]

---

৯৪. আত্-তিরমিযী, ৬/২৫৪, ২৫৬। আল আলবানি বলেন: এই হাদিসটি জায়ীফ। জায়ীফুল জামি, হাদিস নং-৪৮০৭।

৯৫. ইমাম আত্-তিরমিযী হাদিসটি হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল তিব্ব আল নববী গ্রন্থে আল হাকিম ও আবু নাঈম কর্তৃক হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

www.quraneralo.net

মুখের পাশ দিয়ে ওষুধ লাগানো (লাদুদ): এর মানে হল হাতের আঙ্গুল দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা। আরবি শব্দ লাদুদ এসেছে *লাদীদুল ওয়াদি (উপত্যকার পাশ থেকে)* বাক্য থেকে। নাকের ড্রপ মানে হল, যে ওষুধ নাকের মধ্যে লাগানো হয় অথবা যা মুখের ভেতর দিয়ে টেনে নেয়া হয়। আর রেচক ওষুধ প্রয়োগ করা হয় মলত্যাগ স্বাভাবিক করার জন্য।

আসমা বিনতে উমাইস (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি স্পার্জ গাছের পাতা পিষছিলেন। তখন এটা দেখে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«مَا تَصْنَعِيْنَ بِهَذَا؟»

"ওটা দিয়ে তুমি কী তৈরি করছ?"

তিনি বললেন: এটা আমরা পান করি। রাসূল (ﷺ) বললেন:

«لَوْ أَنَّ شَيْئًا يَدْفَعُ الْمَوْتَ أَوْ يَنْفَعُ مِنَ الْمَوْتِ نَفَعَ السَّنَا»

"মৃত্যুকে দূরে সরানো বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যদি কোন ওষুধ থাকত, তাহলে তা হত সোনামুখী পাতা।"[৯৬]

আল হাকীম বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। আল যাহাবি তার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

ইবনে মাজাহ তার সুনানের কিতাবুল তিব্বে (ওষুধ অধ্যায়) বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম বিন আবূ আবলাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উবাই বিন উম্ম হারামকে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলেন, তারা উভয়েই কিবলামুখী ছিলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُّوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ»

"তোমরা সোনামুখী পাতা ও মধু ব্যবহার করবে, কারণ এ দুটিতে আল সাম ব্যতীত সব রোগের জন্য নিরাময় রয়েছে।"

তখন বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল সাম কী?

তিনি বললেন: 'الموت' "মৃত্যু"।

---

৯৬. মুসতাদরাক আল হাকীম, ওমর বিন আল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদিস থেকে নেয়া।

www.quraneralo.net

Contents

যেভাবে পানীয় তৈরি করবেন

অসুস্থ ব্যক্তি কিছু সোনামুখী পাতা সংগ্রহ করে আনবেন এবং এগুলোকে এক লিটার পানি ভর্তি পাত্রে রাখবেন। অতঃপর পাত্রটি উনুনে বসিয়ে আগুনে সেদ্ধ করবেন এবং পরে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করবেন। এরপর রোগী এখান থেকে খালি পেটে তিন কাপ পান করবেন। মিষ্টি স্বাদের জন্য এর সঙ্গে মধু মিশ্রিত করা যেতে পারে। এটা পান করার পর রোগী তার অন্ত্রে একটু ঢিলেঢালাভাব অনুভব করবেন। পানীয়ের কার্যকারিতা টের পাওয়া যাবে সাত ঘণ্টার মধ্যে এবং এর কার্যকারিতা থাকবে বাইশ ঘণ্টা পর্যন্ত। এ সময় পেটে মৃদু ব্যথা হতে পারে,তবে অন্ত্রে কোনো ইনফেকশন হবে না। সোনামুখীর রসের কার্যকারিতা শুরু হলে অন্ত্র এর সকল দূষিত পদার্থ বের করে দেবে এবং আল্লাহ চাইলে একই সঙ্গে জাদুটোনার সকল তাবিজ-কবচও বের হয়ে যাবে।

এটা অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে ভালো উপকার পাওয়া গেছে।

ড. আলী আল বার হাদীস অনুসারে সোনামুখী পাতা ও এর গুণাগুণের উপর একটি নিবন্ধ লিখেছেন এবং এ নিবন্ধে তিনি সোনামুখী পাতার অনেক ভেষজ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

সোনামুখী পাতাকে মল নরম করার রেচক হিসেবে ব্যবহার করা হ এবং এটি মোটেও ক্ষতিকর নয়। এটা সরাসরি মলাশয়ে কাজ করে সোনামুখী উত্তম রেচক, উৎকৃষ্ট মানের ওষুধ, এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এটি ভারসাম্যপূর্ণ ও শুষ্ক। এর উপকারি গুণাগুণগুলো হল, বিষণ্নতা আনয়নকারী চিন্তার বিরুদ্ধে কাজ করে, পা ফাটা, পেশীর প্রসারণ বা টান, চুলের স্ফিতি, উকুন, খোস-পাঁচড়া, ফুসকুড়ি ও শরীরে চুলকানির বিরুদ্ধে ভালো কাজ করে। জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে গরম করে এটি পান করা হয় এবং এটি শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। এছাড়া এটি পিঠের ও কটিদেশের ব্যথার বিরুদ্ধেও কাজ করে। সোনামুখীর আরেকটি ভালো গুণ হল এটি কালো পাচক রস ও কাশির শ্লেষ্মা বের করে দেয় এবং হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র মাথা ব্যথা এবং মৃগীরোগের ক্ষেত্রেও এটি কাজ করে। এটা হেমোরয়েড দুর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে এটিকে ব্যবহার করা হয় পায়খানা নরমকারক রেচক হিসেবে। পায়খানা নরমকারক এমন কোনো ওষুধ পাওয়া যাবে না,

www.quraneralo.net

যাতে উপাদান হিসেবে সোনামুখীর রস নেই। সোনামুখী সর্বোৎকৃষ্ট রেচক এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৯৭]

জাদুটোনা দ্বারা যদি মাথা আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কবচ যদি কোনো পারফিউমের ঘ্রাণের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করানো হয়, এ কবচের উদ্দেশ্য হল, দৃষ্টিবিভ্রম, হ্যালুসিনেশন, পাগলামি অথবা অন্যান্য অসুস্থতা তৈরির মাধ্যমে মাথা আক্রান্ত করা, তাহলে এক্ষেত্রে এ জাদুটোনার জন্য কাপিং থেরাপি উপযুক্ত মাধ্যম। আল্লাহ চাইলে এ থেরাপি ভালো কাজ করবে।

জাদুটোনার জন্য কাপিং (কাঁচপ্রয়োগে চিকিৎসা) থেরাপী

কাপিং হলো নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যবহৃত একটি উপকারী চিকিৎসা পদ্ধতি। কবচ করার স্থানে যদি কাপিং করা হয় তাহলে এটা ওই স্থানের সকল দূষিত জিনিস বের করে দেবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে মন্ত্রের কার্যকারিতা নষ্ট ও বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যবহৃত এ অতি উপকারী চিকিৎসা পদ্ধটির ব্যবহার মানুষ এখন ছেড়ে দিয়েছে। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

«اَلشِّفَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ شَرْبَةُ عَسَلٍ وَشَرْطَةُ مِحْجَمٍ وَكَيَّةُ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ»

"তিনটি জিনিসের মধ্যে তোমাদের জন্য নিরাময় রয়েছে: মধু, কাপিং করার হাতিয়ার ও আগুন দিয়ে ক্ষতের সংক্রমণ পুড়িয়ে দেয়া, তবে আমি আমার উম্মাতের জন্য আগুন দিয়ে শরীরের ক্ষত পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিলাম।" [ফাতহুল বারী ১০/১৪৩]

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি:

«إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

৯৭. ড. মোহাম্মাদ আলী আল বার, আল সিনা ওয়াল সানুত

www.quraneralo.net

Contents

"তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভালো কিছু যদি থেকে থাকে তবে রয়েছে কাপিং করার যন্ত্রে, মধুতে অথবা আগুন দিয়ে ক্ষতের সংক্রমণ পোড়ানোর মধ্যে, তবে আমি আমার উম্মাতের জন্য শেষেরটি নিষিদ্ধ করলাম।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জাবির বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে আল মুকান্নার (তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন) দেখা হলে তিনি তাকে বললেন: আমি তাকে কাপিং চিকিৎসা না দেয়ার আগে ছাড়ব না, কারণ আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি,

«إِنَّ فِيهِ شِفَاءً»

"এর মধ্যে নিরাময় রয়েছে।"[৯৮]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার আনাসকে (রাঃ) কাপিং চিকিৎসকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আবূ তাইবা কাপিংয়ের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিকিৎসা করেছেন এবং বিনিময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দুই সা' গম অথবা যব দিয়েছেন। আর আবূ তাইবার মনিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন যেন তারা তার প্রতি সদয় হন। এবং তিনি বলেন:

«إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ»

"তোমরা যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার কর তার মধ্যে সর্বোৎ হল কাপিং ও সামুদ্রিক কস্টাস।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

«لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ»

"টনসিলের চিকিৎসা করার জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের টনসিল চেপে নির্যাতন কর না, বরং তোমরা এর জন্য কস্টাস ব্যবহার কর।"[৯৯]

গারীবুল হাদীস গ্রন্থে আবূ উবায়েদ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হলেন, তখন কাপিংয়ের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল।

---

৯৮. ফাতহুল বারী, ১০/১৫৯

৯৯. ফাতহুল বারী, ১০/১৫৯

www.quraneralo.net

ওই সময় তাদের অনেকে বলেছিলেন, যেসব জিনিস দিয়ে জাদুটোনা করা হয়েছে সেগুলো তাঁর মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শয়তানের আত্মার প্রভাব দিয়ে জাদুটোনা করা হয় এবং এর কিছু প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একে বলা হয় সিহর ও নামরিজাত, আর প্রভাবই সবচেয়ে খারাপ।

কাপিং যদি কবচ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সঠিকভাবে করা যায় তাহলে এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করবে।

ইবনে আল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, ক্ষতিকর জাদুটোনার প্রভাবে এতে ব্যবহৃত জিনিস যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে বের করতে হবে। কারণ জাদুটোনা শরীরের উপর বেশ প্রভাব ফেলে মন মেজাজ উত্তেজিত করে তোলে এবং মানসিক মেজাজকে বিরক্ত করে। জাদুটোনার প্রভাব যদি শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে প্রকট আকার ধারণ করে এক্ষেত্রে জাদুটোনায় ব্যবহৃত পদার্থগুলো বের করতে পারলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে।[১০০]

মেডিসিন সম্পর্কে যাদের জানাশোনা রয়েছে তারা বলেন:

কাঁধে ও ঘাড়ে ব্যথার জন্য ঘাড়ের উপর কাপিং করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। মাথা ও মুখমণ্ডলের সমস্যা যেমন: নাক, কান, গলা ও চোখের সমস্যার ক্ষেত্রে ঘাড়ের মোটা শিরার উপর কাপিং করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। উরু ও পায়ের গুলে ঘা হলে, ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা (ঋতুস্রাব না হওয়া) ও অণ্ডকোষে চুলকানি হলে সেক্ষেত্রে পায়ের উপরে কাপিং করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আর বুকের নিচের দিকে কাপিং করলে তা ফোঁড়া, খোস-পাঁচড়া, ফুসকুড়ি, গেঁটে বাত, হেমোরয়েড, গোদ রোগের জন্য বেশ উপকারি হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূলকেও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘাড়ের মোটা শিরায় ও দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে কাপিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়েছিল।[১০১] তীব্র মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের জন্য কাপিং বেশ উপকারি ও ফলপ্রসু চিকিৎসা। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এ কাপিংয়ের উপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এ শিরোনামে 'মাইগ্রেন ও মাথাব্যথার জন্য কাপিংয়ের অধ্যায়।' ইবনে হাজার মাইগ্রেন হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন এবং এর চিকিৎসায় কাপিংয়ের ভুমিকাও উল্লেখ করেছেন।[১০২]

---

১০০. যাদুল মা'আদ, ৪/১২৫, ১২৬

১০১. আত্-তিরমিযি, আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ হাদিসটিকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল হাকিম একে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১০২. ফাতহুল বারি, ১০/১৬২-১৬৩।

www.quraneralo.net

Contents

মাথায় কাপিংয়ের উপকারিতা সম্পর্কে আরেকটি জায়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটি ইবনে আদি বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«الْحِجَامَةَ فِي الرَّأْسِ تَنْفَعُ مِنْ سَبْعٍ: مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالنُّعَاسِ وَالصُّدَاعِ وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَالْعَيْنِ»

"সাতটি রোগের জন্য মাথায় কাপিং উপকারি: পাগলরোগ, কুষ্ঠরোগ, আলস্য, মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ও কু-নজর।"

হাদীসটি দুর্বল হলেও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা দিয়ে একে সমর্থন করা হয়েছে।

কাপিংয়ের সময়

কাপিংয়ের সময় সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে। হাদীসটি ইবনে মাজাহ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِثُلَاثَاءَ؛ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ»

"আল্লাহর রহমত লাভের জন্য বৃহস্পতিবার কাপিং ব্যবহার কর এছাড়াও সোমবার ও মঙ্গলবার কাপিং ব্যবহার করবে, আর বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার কাপিং করা পরিহার করবে।"[১০৩]

আল খাল্লাল থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমাদ (রাঃ) উপরোক্ত দিনগুলোতে কাপিং ব্যবহার অপছন্দ করতেন। কিন্তু মাসের কোন দিন কাপিং করা উচিত?

আবূ দাউদ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) উদ্ধৃত করে তিনি বলেন:

«مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»

১০৩. হাদিসটি ইবনে মাজাহ দুটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের তৃতীয় সনদ উল্লেখ করেছেন দারাকুতনি তার আল ইফরাদ গ্রন্থে।

www.quraneralo.net

"যে ব্যক্তি মাসের সতেরতম, উনিশতম অথবা একুশতম দিনে কাপিং করবে, সে যে কোনো রোগ থেকে নিরাময় লাভ করবে।"

চিকিৎসকরাও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন, মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে, আরো স্পষ্ট করে বললে মাসের তিন চতুর্থাংশে গিয়ে কাপিং করলে মাসের শুরু অথবা শেষের তুলনায় ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে, কারণ মানুষের মানসিক অবস্থা মাসের শুরুর দিকে উত্তেজিত থাকে, আর মাসের শেষের দিকে শান্ত থাকে, সুতরাং এ সময়টাতেই রক্ত বের করা ভালো। তবে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এ কাজ করার পাশাপাশি উপরোক্ত যমযমের পানির জন্য নির্দেশিত রুকিয়া পাঠ করতে হবে, যমযমের পানি না পাওয়া গেলে সাধারণ বিশুদ্ধ পানি দিয়েও হবে, এ রুকিয়া পাঠ করা পানি রোগীকে দিতে হবে এবং রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ পানি পান করবেন এবং এ পানি দিয়ে ধৌত করার কাজ সম্পন্ন করবেন।

এছাড়া জলপাইয়ের তেলের উপরও রুকিয়া পাঠ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে রোগী রুকিয়া পড়া তেল তার শরীরের যে স্থান জাদুটোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে এবং মাথা ও বুকে লাগাতে পারেন।

রোগী নিজেই বেশি বেশি করে সূরাহ বাকারা তেলাওয়াত করবেন এবং যতটা সম্ভব এর রেকর্ড শুনবেন।

রোগী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'অসুস্থ ব্যক্তির কী কী করণীয়' শিরোনামের অধীনে যেসব কর্মসূচির বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করবেন।

যৌন অক্ষমতার চিকিৎসা

জাদুকর (আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করুক) সদ্য বিবাহিত দম্পত্তিকেও জাদুটোনার মাধ্যমে পরাভূত করে নির্বীয বা যৌন অক্ষম বানিয়ে দিতে পারে, যাতে করে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে না পারে। এ যৌন অক্ষমতা দুই ধরনের:

১- স্বামীর ক্ষেত্রে যৌন অক্ষমতা বা নির্বীযতা

২- স্ত্রীর ক্ষেত্রে কামশীতলতা।

স্বামীকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমে এ সমস্যা নির্ণয় করা যেতে পারে। যৌন অক্ষমতার লক্ষণগুলো হল-উরুতে ব্যথা এবং মাথাব্যথাসহ মাথা ভারী মনে হওয়া এবং মেজাজে পরিবর্তন আসা। যৌন অক্ষমতার

www.quraneralo.net

Contents

সমস্যা নির্ণয় হয়ে গেলে, চিকিৎসা খুবই সহজ ও সাধারণ। প্রথমে সাতটি লোটাস পাতা নিয়ে দুটি পাথর দিয়ে পিষতে হবে, অতঃপর এ মিশ্রণ বড় এক পাত্র পানিতে মেশাতে হবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা, এবং জাদুটোনা বাতিলকারক সূরা ইউনুস, আল-আ'রাফ, ত্ব-হা ও আল মুওয়াযাতাইন তেলাওয়াত করতে হবে।

১. (সূরা আল ফাতিহা: ১-৭)

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) নয় ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়।

২- আয়াতুল কুরসী (বাকারা ২:২৫৫)

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

www.quraneralo.net

৩. (আল-আ'রাফ: ১১৭-১২২)

﴿وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝﴾

আমি মূসার কাছে ওয়াহী করলাম, 'তোমার লাঠি ছুঁড়ে দাও'। তখন তা তাদের অলীক বস্তুগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করল। প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, তারা যা সাজিয়েছিল তা নিস্ফল হয়ে গেল। তারা সেখানে পরাজিত হল আর লাঞ্ছিত অবস্থায় ফিরে গেল। আর যাদুকররা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। মূসা আর হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।'

৪. (সূরা-ইউনুস:আয়াত ৮১-৮২)

﴿فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝﴾

তারা যখন নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, "তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতো যাদু, আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না"। আল্লাহ তাঁর বাণীর সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। (সূরা ইউনুস ১০:৮১-৮২)

৫. সূরা ত্ব-হা: আয়াত ২০:৬৯

﴿وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝﴾

তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, তারা যা করেছে এটা তা সব গিলে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কলা-কৌশল। যাদুকর যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, সফল হবে না।'

৬. যেসব সূরাহ তেলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে সুরক্ষার প্রার্থনা করা হয়-সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴾

www.quraneralo.net

Contents

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۚ﴾

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (এ কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

অতঃপর অক্ষম ব্যক্তি উপরোক্ত রুকিয়া পাঠ করা পানি তার শরীরে ঢালবেন এবং এর কিছু অংশ পান করবেন, আর বাকি অংশ দিয়ে টানা সাতদিন গোসল করবেন। এছাড়া তিনি জলপাইয়ের তেলে উপরোক্ত রুকিয়া পাঠ করবেন এবং এ তেল তার শরীরে মালিশ করবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম গোসল থেকেই যৌন অক্ষমতার সমস্যা নিরাময় লাভ করে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা:

যিনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক তিনি যিকির ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ)'র দেখানো পদ্ধতি অনুসারে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করে

www.quraneralo.net

নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন। যে ঘরে বসে বিয়ে পড়ানো হবে সেই ঘরে বসে তিনি সূরা বাকারা তেলাওয়াত করবেন, তবে গ্রামের অজ্ঞ লোকরা যা করে তিনি তা করবেন না। গ্রামের অজ্ঞ লোকরা যৌন অক্ষমতার জন্য জাদুকরের শরণাপন্ন হন, আর এ সুযোগে শয়তান ও বদ জিনরা তার এবং তার স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তিনি যখন স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে বিয়েকে আইনসিদ্ধ করবেন তখন নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

১- তিনি তার স্ত্রীর কপালে হাত রাখবেন এবং এ দোয়া পাঠ করবেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهَا»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি। আল্লাহুম্মা বারিক লি ফিহা।"

(হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি, এমন কল্যাণ যা আপনি তার (স্ত্রীর) মাঝে দিয়েছেন এবং একইসঙ্গে আমি আপনার কাছে মন্দ প্রভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এমন মন্দ যা তার মাঝে রয়েছে, হে আল্লাহ আপনি আমাকে বরকত দান করুন।)

২- তারা উভয়েই দু' রাকায়াত নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে তাদের এ নবজীবন শুরু করবেন, এবং আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করবেন।

৩- যখন তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবেন:

«بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাস শায়তানা, ওয়া জান্নিবিস শায়তানা মা রাযাকতানা"

(আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন তাও শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখুন।)

৪- তিনি নিয়মিত যিকির করবেন এবং আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চেয়ে দোয়া করতে থাকবেন।

www.quraneralo.net

Contents

ফারাওদের অভিশাপের রহস্য

জাদুটোনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে এমন একটি বিষয় হল "ফারাওদের অভিশাপ"। উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ফারাওদের কবর খনন করেছে অথবা তাদের দেহাবশেষ পরিবহনে নূন্যতম ভূমিকাও রেখেছে তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দুর্যোগের মুখে পড়েছে। এ বিষয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে এবং অনেক লোক মনে করেন ফারাওদের দেহের সঙ্গে এসব অভিশাপের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যারাই এর কাছে আসে তারাই এ অভিশাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ অভিশাপের পেছনের রহস্য সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গভীর গবেষণা শেষে জার্মান লেখক ফিলিপ ভ্যানডারবার্গ তার *দ্যা কার্স অব দা ফারাও* বইয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন:

১- এ অভিশাপ কি আসলে এক ধরনের আণবিক তেজস্ক্রিয়তা অথবা ফারাওরা কি কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করেছিলেন, যাতে করে যারা তাদের সমাধি উন্মুক্ত করবে তারাই এর দ্বারা আক্রান্ত হবে?

২- এটা কি কোনো বিষাক্ত গ্যাস যা সমাধি উন্মুক্ত করার পর এর ভেতরে গজানো ঘাস ও উদ্ভিদ থেকে নির্গত হয়?

৩- যারা ফারাওদের সমাধি আবিস্কার করেছেন তাদের সবার কাছ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু কি পাওয়া গেছে?

৪- অথবা এটা কোনো যুগপৎ ঘটনা কি না, যখনই লোকেরা সমাধি উন্মুক্ত করতে গেছেন, ঠিক তখনি তাদের মৃত্যু হয়েছে?

৫- মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষগুলোর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটছিল তার পেছনে বিভিন্ন উপকক্ষে থাকা বাদুড়গুলোর কোনো ভূমিকা আছে কি না?

৬- রহস্যজনক পরিস্থিতিতে যেসব বিদেশী ডাকাত মারা গিয়েছিল তারা কি তেজস্ক্রিয় ধুলা বা বিষাক্ত উদ্ভিদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল?

মিশরের ফারাওদের সমাধিতে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে এ লেখক তার সংশয় ও বিস্ময় বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন এভাবে:

যখনই কোনো স্থানে কোনো ফারাওর মমি পাওয়া গেছে সেখানেই দুর্যোগ অনিবার্য, এটাকে আমরা কিভাবে ব্যখ্যা করব? মানুষের নির্মিত এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় জাহাজ টাইটানিক ডুবে গেল একটি বরফখণ্ডের আঘাতে, কারণ ওই জাহাজে ফারাওদের একটি মমি চুরি করে আনা

www.quraneralo.net

Contents

হয়েছিল। আর একের পর এক মিশরের ডাক্তার ও স্কলারদের ভাগ্যেই বা কী ঘটেছিল?[১০৪]

একই সংশয় ও বিস্ময়ের সুরে আনিস মানসুর তার বই *লা'নাতুল ফারানিয়াহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

অনেক স্কলার মনে করেন, মিশরের পিরামিড ও ফারাওদের সমাধিতে এমনকিছু রয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, কিন্তু এ জিনিসটি কী? সেটা কেউ জানে না।

অতঃপর তিনি বলেন:

খুরুশচেভ নামে এক ব্যক্তি একটি টেলিগ্রাম পান, এ টেলিগ্রামে তাকে পিরামিডে প্রবেশের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, সে কারণে সে শেষ মুহূর্তে গিয়ে পিরামিডে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানাল। এ আশ্চর্যজনক ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেবেন তা বিজ্ঞানীরাও জানেন না। আমরা বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা অথবা অন্য কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া পর্যন্ত এমনটা ঘটতেই থাকবে।[১০৫]

ফারাওদের তথাকথিত অভিশাপের পেছনের মূল রহস্য কী? এটা কিভাবে শুরু হল? যারা মিশরের প্রাচীন ফারাও রাজাদের মৃতদেহ ও গুপ্তধনের অনুসন্ধানে অংশ নিয়েছিল তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কী?

মিশরের ফারাওদের তথাকথিত অভিশাপের সূত্রপাত হয় ৬ নভেম্বর, ১৯২২ সালে। যখন হাওয়ার্ড কার্টার লর্ড কার্নারভনের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান এ বলে যে, "আমি কিংস উপত্যকায় আশ্চর্যজনক কিছুর সন্ধান পেয়েছি। আমি আপনি না আসা পর্যন্ত সমস্ত দরজা ও ভল্ট সিল করে দিয়েছি। আপনি নিজে এসে দেখবেন।"

২৩ নভেম্বর লর্ড কার্নারভন তার মেয়েকে সঙ্গে করে লুক্সোরে আসেন। কার্টার এগিয়ে গিয়ে সমস্ত দরজার সিল ভেঙ্গে ফেলেন এবং ভিতরে রাজা তুতানখামেনের মৃতদেহ দেখতে পান, এ রাজা এখানে ৩৫ শতাব্দি ধরে শায়িত আছেন। চরম উত্তেজনায় পত্রিকাগুলো এ খবর লুফে নিল, তাদের কল্যাণেই খবরটি সাধারণ মানুষের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এরপরেই কার্টারের হৃদকম্পন দ্রুত বাড়তে লাগল, তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু গুপ্তধন, স্বর্ণ ও খ্যাতির লোভে তিনি তার এ শারীরিক সমস্যা বেমালুম ভুলে গেলেন।

---

১০৪. ফিলিপ ভ্যানডারবার্গ, লা'নাতুল ফারাইনাহ, ৫-২২

১০৫. ফিলিপ ভ্যানডারবার্গ, লা'নাতুল ফারাইনাহ, ৫-১২

www.quraneralo.net

Contents

যেদিন রাজাদের সমাধি উন্মুক্ত করা হয়, সেদিন কার্টার বাইশজন সম্মানিত অতিথীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে গেল। কার্টারের আমন্ত্রিত বাইশজন অতিথির মধ্যে তেরজন একের পর এক আশ্চর্যজনক এক পরিস্থিতিতে মারা গেলেন। লর্ড কার্টার নিজেও হঠাৎ মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিৎকার শুরু করে দিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, তারা আমাকে এ মরুর তপ্ত বালিতে বেলনাকারে পাকাতে যাচ্ছে এবং আমার মুখে তারা আগুন পুরে দেবে।"

কার্টারের ছেলে সুদুর ভারত থেকে ছুটে এসেছিল বাবাকে দেখতে, কিন্তু তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কায়রোর কন্টিনেন্টাল হোটেলে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপরে অ্যামেরিকান মিউজিয়াম থেকে আগত কার্টারের সহকারী ওয়াল্টার মিসও তীব্র দহনে পুড়ে মারা গেলেন। আনিস মানসুর বলেন: মানুষের মুখে মুখে এরকম অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, এসব থেকে জানা যায়, যারাই সমাধি খননে অংশ নিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেই আক্রান্ত হয়েছিলেন এ ভয়াবহ দুর্যোগে।

ডা. মোহাম্মাদ জাফর এসব কাহিনী তার আল সিহর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন:

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মিশরের একটি মমির সার্কোফ্যাগাস (শবাধার) ছিল, মমির এ লোকটি ছিল মিশরের রাজ পরিবারের সদস্য।

মিউজিয়ামের রেকর্ড অনুসারে এ সার্কোফ্যাগাসটির গল্প খুবই বিস্ময়কর। ডগলাস মৌরি নামে জনৈক ব্যক্তি এটি মিশর থেকে লন্ডনে তার বাড়ির জন্য ক্রয় করে আনেন, কিন্তু তিনি সহ যারা যারা এ সার্কোফ্যাগাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রত্যেকেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েন, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এটি জমা দিয়ে তারা কোনো মতে রক্ষা পেলেন।

সার্কোফ্যাগাসটি ক্রয়ের দিন মি. ডগলাস তার রিভলভারটি পরিস্কার করছিলেন, হঠাৎ রিভলভার থেকে একটি বুলেট বের হয়ে তার বাম উরুতে আঘাত করল। এরজন্য অপারেশনের দরকার হল, এবং তিনি অপারেশন টেবিলে মারা যান।

www.quraneralo.net

Contents

অপারেশনে যাওয়ার আগে তিনি তার বন্ধুদের মধ্যে মি. হোপলি নামে একজনকে-যিনি মিশরে তার সঙ্গী ছিলেন-নির্দেশনা দিলেন যে, অপারেশন টেবিলে তার যদি কিছু হয় তাহলে তিনি যেন সার্কোফ্যাগাসটি লন্ডনের বেইকার স্ট্রিটে তার বোনের বাড়িতে পৌছে দেন। মি. হোপলি বন্ধুর কথামত সার্কোফ্যাগাসটি পৌছে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। লন্ডনে শিপিং করার জন্য তিনি এটিকে পোর্ট সৈয়দ-এ নিয়ে যান।

কিন্তু তিনি পোর্ট সৈয়দে যাওয়া মাত্রই লন্ডন থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলেন, টেলিগ্রামের বার্তায় তাকে জানানো হল তার ভাই নিহত হয়েছে। লন্ডনে পৌছে তিনি সার্কোফ্যাগাসটি ডগলাসের বোনের হাতে তুলে দিলেন, তিনি এটিকে নিয়ে তার বাড়ির এক কোণে রেখে দিলেন। কিন্তু সার্কোফ্যাগাসটি রুমে ঢোকানোর পর থেকেই শুরু হল একটার পর একটা দুর্যোগ। যেদিন এটি লন্ডনে পৌছল, সেদিনই তার মেয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপায় মারা গেল। সপ্তাহ খানেক পরে তার স্বামী মেয়ের শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করল। তারও আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল, এবং তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি জ্যোতিষী, সংবাদকর্মী ও ধর্মীয় নেতাদের তার বাড়িতে ডাকলেন, তারা সবাই একমত হলেন, বাড়িতে সার্কোফ্যাগাসটি আনার কারণেই তার জীবনে এতসব বিপর্যয় ঘটে গেছে। এতে তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়লেন এবং উপায়ান্তর না পেয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খবর দিলেন এটিকে তার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সার্কোফ্যাগাসটিকে যখন এর নতুন ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন এর একজন বাহক তার ইংরেজ সহকর্মীদের ফারাওদের পূরাণে বিশ্বাস এবং ফারাওরা যা রেখে গেছেন তার প্রতি অতি যত্নশীল হওয়া, মিউজিয়ামে এর জন্য বিশেষ জায়গা খালি রাখা এবং এর দেখাশোনার জন্য আলাদা লোক নিয়োগের বিষয় নিয়ে কৌতুক করছিল। কিন্তু যখনই এটিকে যথাস্থানে রাখা হল, তখনই ওই বাহক (মুটে) তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করল, ব্যথার নিদারুণ যন্ত্রণায় কয়েক মিনিট ছটফট করল, কাতর চিৎকার করল, অতঃপর সে সার্কোফ্যাগাসটির পাশেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। যেসব ইংল্যান্ডের জাদুঘরে যেসব লোক মিশরীয় নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে কাজ করত সবার মনেই এ সার্কোফ্যাগাসের বিষয়ে আগ্রহ

www.quraneralo.net

Contents

জন্মাল। সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করার জন্য তারা একটি গবেষণা কমিটিও গঠন করল। গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে কমিটি এইচ.এ. মানসেল ফটোগ্রাফিক কোম্পানিকে নিয়োগ করল বিভিন্ন দিক থেকে সার্কোফ্যাগাসটির ধারাবাহিক কিছু চিত্র ধারণ করার জন্য।

কোম্পানি এর একজন প্রতিনিধিকে পাঠালো চিত্র ধারণ করার জন্য এবং এ প্রতিনিধি তার মিশন সম্পন্ন করে আবার কোম্পানিতে ফিরে গেলেন তার অন্য আরেকটি কাজ করার জন্য। ওই কাজটি করতে যাওয়ার পথে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এবং তার ডান হাতের একটি আঙ্গুল কাটা পড়ল এতে। ফলে তিনি চিত্র ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়লেন। সার্কোফ্যাগাসটির ছবিগুলো যখন ডেভেলপ করানো হল, তখন তারা একটি ছবিতে যাজিকর পোশাকে এক তরুণীর অগ্নিমূর্তি দেখতে পেল, তার চোখে মুখে তীব্র ক্ষোভ। এটা দেখে তারা সার্কোফ্যাগাসটি যারা দেখেছে তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে ছবি তোলার আগে তারা এটিতে কোনো ছবি দেখতে পেয়েছিল কি না। তারা সবাই একমত হয়ে বলল, না তারা এ ধরনের কোনো ছবি দেখেনি।[১০৬]

সত্যিকার অর্থে, এ ধরনের অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, এসব গল্পে বলা হয়েছে যারাই মিশরের ফারাওদের প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কারের খনন কাজে অংশ নিয়েছে তাদের উপরই এসব দুর্যোগ এসে পড়েছে। এরকম একটি উদাহরণ হল ইংরেজ পল ব্রিটেনের গল্প, তিনি রাজা খফুর চেম্বারে সারা রাত আটকা পড়েছিলেন। সকালে তিনি সারা বিশ্বকে জানালেন যে, সারা রাত তিনি অনেক ভূত দেখেছেন, এছাড়া তিনি একটি বিশাল শবযাত্রা দেখেছেন, যেখানে তিনিই ছিলেন শব। তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন ও অনুভব করেছেন তা ঠিক ভ্রমোৎপাদক ওষুধ গ্রহণকারী ব্যক্তির মতো; এমনকি রাতে তার মনে হয়েছিল তিনি শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবেন।

এরকম আরেকটি গল্প আছে ইংরেজ নাগরিক ইমেরির। ১ মার্চ, ১৯৭১ সালে তিনি সাক্কারায় খননকাজের তদারকির দায়িত্ব পালন করছিলেন। কাজের এক পর্যায়ে হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং

---

১০৬. ড. উমর আল আশকার, আলিম আল সিহর ওয়াল শাওয়াযাহ্, পৃ-১১৩, তিনি মুহাম্মাদ জাফরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

www.quraneralo.net

Contents

এরপরেই তিনি বিড়ালের মতো মিউ মিউ, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ ও নেকড়ের মতো গর্জন শুরু করলেন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ওই বছরেরই ১১ মার্চ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হাসপাতালে তার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী।

আরেকটি গল্প আছে জোহতাজ উইমটিশের, তিনি দেয়ালের শতশত খোদাই-কর্মের অনুলিপি তৈরি করেন এবং এগুলোর অর্থ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ চিত্তবৈকল্যে আক্রান্ত হন, মনোবিজ্ঞানীরা তার এ সমস্যাকে ব্যক্তিত্বের বিভাজন হিসেবে নির্ণয় করেন। ফরাসি স্কলার চ্যাম্পোলিওন পাথরের এ খোদাই-কর্মের অর্থোদ্ধার করেন: কিন্তু বাড়িতে ফেরার পর তিনিও প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন, পরবর্তীতে এটাও রূপ নেয় চিত্তবৈকল্যতে, এক পর্যায়ে তিনি চলে যান কোমায়।[১০৭]

যদিও ফারাওদের অভিশাপ হিসেবে পরিচিত এ ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে, প্রায় সত্তর বছর আগে, কিন্তু প্রাচীন লোকেরাও ঠিক একই কথা বলেছেন। প্রায় সাতশো বছর আগে শিহাব আল দিন বিন আবুদল ওহাব আল মুয়াইরি (মৃত্যু ৭৩৩) তার বই *নিহাইয়াতুল আরব ফি ফুনুন আল আদাব*-তে পিরামিড নির্মাণ ও এ সম্পর্কিত বিস্ময়কর গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কিছু বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণও দিয়েছেন।

তিনি বলেন: এর মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা হল, আল মা'মুন যখন একটি পিরামিড উন্মুক্ত করলেন, তখন জনসাধারণ দলে দলে এখানে আসতেন এবং পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করতেন, এভাবে আসা-যাওয়ার ফলে ভেতরে একটি সংকীর্ণ ঢালু পথের সৃষ্টি হয়। যারা এখানে এসেছিলেন তাদের কেউ কেউ সুস্থ সবলই রইলেন, বাকিরা মারা যান। বিশ জনের একটি তরুণ দল সিদ্ধান্ত নিল, তারা পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করবে এবং তারা তাদের সাধ্য মতো ভেতরে অনুসন্ধান করবে এবং কোনো কুল কিনারা না করে সেখান থেকে বের হবে না।

দীর্ঘদিন থাকার পরিকল্পনা হিসেবে তারা সঙ্গে দুই মাসের খাবার, পানি ও রসদ সঙ্গে নিল, এছাড়াও তারা সুতা, রশি, মোমবাতি, জ্বালানি তেল, কুঠার ও ঝুড়ি সঙ্গে নিল। অতঃপর তারা পিরামিডে প্রবেশ করল এবং অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় ঢালে অবতরণ করল। পিরামিডের

---

১০৭. আনিস মানসুর, লা'নাতুল ফারাইনা

www.quraneralo.net

Contents

তলদেশে গিয়ে তারা ঈগলের মতো বড় বড় বাদুড়ের আক্রমণের মুখে পড়ল। এগুলো এসে তাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করছিল। অতঃপর তারা দেয়ালের একটি ফাটলের কাছে পৌছলো, সেখান থেকে ঠাণ্ডা বায়ু বইছিল। তারা এ ফাটলে প্রবেশ করতেই বাতাসে তাদের মোমবাতিগুলো নিভে গেল। পরে তারা মোমবাতিগুলো কাঁচের কন্টেইনারে রেখে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু তারা প্রবেশ করা মাত্রই ফাটলটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এতে তারা খুবই ভীত হয়ে পড়ল এবং তাদের একজন বলল: তোমরা আমার শরীরে একটা দড়ি বেঁধে দাও, আমি এর ভেতরে প্রবেশ করব। ফাটল বন্ধ হওয়া শুরু করলেই তোমরা দড়ি ধরে টান দেবে। ফাটলের ঠিক ভেতরেই বেশ কিছু পাত্র ছিল, এবং তারা জানত, এ ফাটলের মধ্যেই মৃতদেহগুলো রয়েছে। তারা ওই যুবককে দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধল এবং যখনই ফাটল বন্ধ হতে শুরু করল, সঙ্গে তারা দড়ি ধরে টান দিল। কিন্তু কোনো কাজ হল না, তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। একটু পরে তারা ওই যুবকের হাড়গোড় ভাঙ্গার শব্দ পেল, এ: কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল তার তীব্র চিৎকার। এরপরেই তারা সবাই অচেতন হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফেরার পর তাদের অন্য সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাদেরকে বাইরে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঢালের উপর যেতে না যেতেই ঢলে পড়ল। তারা বাইরে বের হয়ে শোকে ও কষ্টে ব্যথিত মনে বসে পড়ল, এবং তারা এভাবেই সেখানে বসে রইল, হঠাৎ মাটি থেকে কে যেন তাদের হারানো সঙ্গীকে তাদের মাঝে ছুড়ে মারল এবং ভবিষ্যৎবক্তার মতো করে কিছু কথা বলল। মিশরের প্রধান প্রধান মঠের সন্ন্যাসীরা এ কথার অর্থ করলেন এভাবে: "এটা হল ওই ব্যক্তির পুরুষ্কার, যে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অনুসন্ধান করে।" অতঃপর তাদের সঙ্গীটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এবং তিনি আমাদেরকে আরো বলেন, কিছু লোক পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তারা এর তলদেশে নেমে ফুটপাথের মতো একটি পথ পেল।

এ পথ অনুসরণ করে কিছু দূর যাওয়ার পর তারা একটি গম্বুজ দেখতে পেল, এর নিচে একটি পুল রয়েছে, এর ভিতরে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে। পানি পড়ার সাথে সাথেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা

www.quraneralo.net

বুঝতে পারলনা আসলে কি ছিল ওটা। এরপর তারা একটি বর্গাকৃতির রুমের মতো জায়গা দেখতে পেল, এর দেয়াল চমৎকার রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। তাদের মধ্যে একজন দেয়াল থেকে একটি পাথর ভেঙ্গে জামার আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। এরপরেই তীব্র বাতাসের তোড়ে তার কান বন্ধ হয়ে গেল এবং পাথরটি যতক্ষণ তার কাছে ছিল ততক্ষণ বাতাস বয়েই চলল।

এরপর কিছুদুর যাওয়ার পর তারা বিশালাকারের একটি ঝর্ণার মধ্যে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পেল, একেকটির ওজন প্রায় একশত মিছকাল। তারা এখান থেকে মুদ্রা সঙ্গে নিল, কিন্তু এগুলো আবার যথাস্থানে না রাখা পর্যন্ত তারা এক পাও নড়তে পারল না।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, আহমদ বিন তুলুনের সময়ে কিছু লোক পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তারা এর একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে একটি পুরু কাঁচের বোতল পেয়েছিল। তারা বোতলটি নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে আসল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা টের পেল যে, তাদের একজন সঙ্গী নিঁখোজ। তাই তারা আবার সেখানে ফিরে গেলেন তার খোঁজে। তাদের সঙ্গীটি নগ্ন অবস্থায় হাসতে হাসতে তাদের সামনে বের হয়ে আসল এবং বলতে লাগল: "তোমরা আমার খোঁজ কর না।" এ বলেই সে পিরামিডের ভেতরে চলে গেল। তারা বুঝতে পারল যে, জিন তাকে পরাভূত করেছে। তাদের এ ঘটনা দ্রুত সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল, তারা ওই বোতলটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, এরপর লোকেরা পিরামিডে প্রবেশ বন্ধ করে দিল। এরপর তিনি আরেকজন লোকের ঘটনা বর্ণনা করেন, ওই লোকটি একজন নারীকে নিয়ে অনৈতিক কাজ করার জন্য পিরামিডে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু প্রবেশ করার পরপরই তারা উভয়ে অচেতন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা পাগল ছিল।

তিনি আরো একদল লোকের কথা বলেন, যারা এক ব্যক্তিকে নিয়ে পিরামিডে প্রবেশ করেছিল তার সঙ্গে অভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য। যখনই তারা কাজটি করতে চাইল, তখনই তাদের সামনে হাজির হল দাড়িবিহীন এক কালো বালক। তার হাতে একটি লাঠি, সে এ লাঠি দিয়ে তাদেরকে পেটাতে শুরু করল। এতে ভয় পেয়ে তারা খাবার পানি ফেলে রেখে দৌড়ে পালাল।

www.quraneralo.net

Contents

এছাড়াও তিনি পিরামিডের নির্মাণ, জাদুকর ও রাজাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করব না।[১০৮]

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলো বর্ণনাকারীর সংখ্যার কারণে তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে (অর্থাৎ এগুলো এতবার এত লোকের কাছে বলা হয়েছে যে, তারা সবাই একটি মিথ্যার উপরে একমত হয়েছে এটা অবিশ্বাস্য।) এ কারণেই অনেক মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এসব মৃতদেহে অভিশাপ রয়েছে, যারাই ফারাওদের এসব মৃতদেহ, গুপ্তধন ও দেহাবশেষ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, তারাই এর কবলে পড়ে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বভাবতই এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায়, মৃতব্যক্তিদের কি তাদের চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কোনো ক্ষমতা আছে? মৃতব্যক্তির তার চারপাশের মানুষদের কোনো ধরনের ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই, মৃতদেহ কারো জন্য কোনো ক্ষতি বা উপকার বয়ে নিয়ে আসতে পারে না, তা ওই মৃতদেহ ফারাওদের হোক অথবা সাধারণ মানুষেরই হোক। জাহিলিয়াতের যুগে মুশরিকরা যেসব মূর্তি ও মৃতব্যক্তির উপাসনা করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝﴾

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তারা (নিজেরাই) সৃষ্ট। তারা প্রাণহীন, জীবিত নয়, তাদের কোনই চেতনা নেই কবে তাদেরকে (পুনর্জীবিত করে) উঠানো হবে। (আল নাহল ১৬:২০-২১)

এবং তিনি বলেন:

﴿ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۗءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۭ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۭ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝﴾

১০৮. [আল-নুওয়াইরী প্রণীত নিহায়াত আল-ইরাব ১৫/১৯-২০, প্রকাশনায়: দারুল কুতুব মিশরীয়্যাহ, কায়রো]

www.quraneralo.net

এ হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটি সংলগ্ন (অত্যন্ত পাতলা ও দুর্বল) আবরণেরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না আর যদি শুনেও, তবুও তোমাদের (ডাকে) সাড়া দিতে পারবে না। আর তোমরা যে তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) অংশীদার গণ্য করতে, ক্বিয়ামতের দিন তা তারা অস্বীকার করবে। কেউই তোমাদেরকে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র মত খবর জানাতে পারবে না।

(সূরা আল ফাতির ৩৫:১৩-১৪)

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝﴾

বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, (ডাকলেও দেখতে পাবে) তারা তোমাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে বা বদলাতে সক্ষম নয়। (আল ইসরা ১৭:৫৬)

﴿وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝﴾

আর তারা তাঁকে বাদ দিয়ে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্য কিছুকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার আর ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপর। (আল ফুরকান ২৫:৩)

﴿قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا﴾

বল, আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক কে? বল, আল্লাহ। বল, তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ যাদের নিজেদের কোন লাভ-লোকসান করার ক্ষমতা নেই। (আল রা'দ ১৩:১৬)

﴿وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝﴾

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তারা (নিজেরাই) সৃষ্ট। তারা প্রাণহীন, জীবিত নয়, তাদের কোনই চেতনা নেই কবে তাদেরকে (পুনর্জীবিত করে) উঠানো হবে। (আল-নাহল ১৬:২০-২১)

www.quraneralo.net

যদিও অনেক তাফসীরবিদ এগুলোকে মূর্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব আয়াতে আল্লার পরিবর্তে যেসব বস্তুর উপাসনা করা হয় সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে, উপাসনার এ বস্তুটি পাথর, কবর অথবা গাছও হতে পারে। মুহাম্মাদ নাসীব আল রিফায়ী বলেন,

এগুলো নিষ্প্রাণ বস্তু ও পাথরের গুণ নয়, বরং এগুলো হল ওইসব মৃত সৎলোকদের গুণাবলি, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্রিয়ার বহুবচন (ওয়া মা ইয়াশউরুনা আইয়ানা ইয়ুবআ'সুন) রূপ ব্যবহারের মাধ্যমে যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর তারা যদি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ হত, তাহলে আল্লাহ এখানে একবচন ব্যবহার করতেন, কিন্তু তিনি বলছেন, "এবং তারা জানে না, কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে"। সুতরাং বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে এর দ্বারা ওইসব সৎলোকদেরকে নির্দেশ করেছেন, যাদের ছবি দিয়ে বা যাদেরকে মডেল করে এসব মূর্তি বানানো হয়েছে। আমাদের এ সময়ের মুশরিকরা তখনকার মুশরিকদের চেয়ে ভালো নয়, তারা মূর্তির স্থলে কবরকে বসিয়েছে এবং কবর দ্বারা বিপথগামী হওয়া মূর্তির চেয়ে আরো বেশি ভয়ঙ্কর।[১০৯]

আমি বলব: এসব সৎলোকদের মৃতদেহের ক্ষেত্রেই এটা করতে হবে, তাহলে যারা নিজেদেরকে ঈশ্বর দাবি করেছে এবং তাদের লোকজনদেরকে উপসনা করার নির্দেশ দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? মৃত ব্যক্তির কারো জন্য উপকার বা ক্ষতি বয়ে আনার কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাদীসে বলেন:

«إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ....»

"যখন কোনো আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার সকল আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়।"

সুতরাং ফারাওদের মৃতদেহের সঙ্গে অভিশাপ রয়েছে অথবা যারা তাদের মৃতদেহের নিকটে আসে তারা তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম এরকম দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের দাবিকে নাকচ করা হয়েছে। আর খবরের কাগজে এসব মিথ্যা প্রচারকারীরা বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০৯.মুহাম্মাদ নাসীব আল রিফায়ী, তাইসিরুল আ'লি আল কাদির, ২/৫৭৭।

www.quraneralo.net

সুতরাং ফারাওদের সমাধি খননকারীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার পেছনের ব্যাখ্যা কী?

জাদুটোনা অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিছু জাদুটোনা আছে যেগুলো কয়েকদিন স্থায়ী হয়, আবার এমন কিছু জাদু আছে যেগুলোর মন্ত্র বাতিল করা না হলে সপ্তাহর পর সপ্তাহ অথবা মাসের পর মাস অথবা শতাব্দির পর শতাব্দি অথবা কখনো সহস্রাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জাদুটোনা কতটা সময় স্থায়ী হবে তা নির্ভর করে যে বস্তু বা পদার্থের উপর মন্ত্র লেখা হয়েছে সেটি কতদিন টিকবে তার উপর। যদি কোনো কাগজের টুকরো বা কাপড় অথবা কোনো মানুষের ছবির উপর মন্ত্র লেখা হয় এবং এ কাগজ বা কাপড় পুড়িয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জাদুর কার্যকারিতাও নষ্ট হয়ে যায়।

সে কারণেই আপনি খেয়াল করে দেখবেন, জাদুকররা (তাদের উপর আল্লাহর লা'নাত) অনেকসময় তামার কন্টেইনারের মধ্যে কবচ রেখে এর মুখ সীসা গলিয়ে বন্ধ করে দেয়, যাতে করে তার জাদু সুরক্ষিত থাকে। আর প্রাচীন ফারাওরা ছিল জাদুটোনায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। তারা মুসার ﷺ বিরুদ্ধে যেসব জাদু ব্যবহার করেছিল, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۝﴾

সে বলল, 'তোমরাই ছুঁড়'। যখন তারা বান ছুঁড়ল তখন লোকজনের চোখ যাদুগ্রস্ত হয়ে গেল, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বড়ই সাংঘাতিক এক যাদু দেখাল। (আল আ'রাফ ৭:১১৬)

ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট ও প্রমাণিত যে, ফারাওরা জাদুটোনার ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী ছিল। এ বিষয়টি কুরআনের কিছু আয়াত থেকেও স্পষ্ট, যেখানে মুসার ﷺ সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া ফারাওদের জাদুকরদের সম্পর্কে বিবৃত করা হয়েছে, ওইসব জাদুকরদের কোনো ধর্ম ছিল না, তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর দাবিকারী ফারাও রাজাদেরই উপাসনা করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ﴾

সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব'। (আন-নাযিআ'ত ৭৯:২৪)

www.quraneralo.net

Contents

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾

ফেরাউন বলল– 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। (আল ক্বাসাস ২৮:৩৮)

এসব জাদুকররা তাদের জাদুটোনার দক্ষতাকে ফারাও রাজাদের জীবদ্দশায় ও তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছিল, আর রাজারাও বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন দিয়ে এসব জাদুকরদের কাছে টানার চেষ্টা করতেন। রাজা র‍্যামসেস (৩) (খ্রীস্টপূর্ব ১১৯৭-১১৬৫) তার আমলের সেরা পুরোহিতকে উপহার হিসেবে ৮৮৭৮৯ জন বন্দিকে দিয়েছিল, পুরোহিতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল এ বন্দিদেরকে, সে চাইলে তাদেরকে বিক্রি করতে পারবে অথবা হত্যাও করতে পারবে, কেউ এসে তার এহেন কাজের জন্য কৈফিয়ত চাইবে না। এছাড়াও রাজা র‍্যামসেস তাকে ৩২ টন স্বর্ণ দিয়েছিল উপঢৌকন হিসেবে।[১১০] খ্রীস্টপূর্ব ১১শ শতাব্দীতে, নিজেকে ঈশ্বর দাবিকারী রাজা আমুনের পুরোহিতদেরকে ২ হাজার ৪০০ ফার্ম, ৮৩ টি জাহাজ, ৪৬টি হার্বর ও ৫ লাখ ভেড়া দেয় হয়েছিল উপহার হিসেবে।[১১১]

সুতরাং বোঝা গেল যে, এসব জাদুকর ও রাজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। এ কারণেই আল্লাহর নবী হযরত মুসাকে ﷺ দেয়া মুজেযা ওই এলাকার জন্য যথোপযুক্ত ছিল, যেখানের লোকেরা জাদুতে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল।

মূসার ﷺ প্রতি তাদের চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযার সামনে তাদের পরাজয়ের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। ফারাও রাজারা পুনরুত্থান ও পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করত এবং তারা আরো বিশ্বাস করত যে, তাদেরকে মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত করা হবে তাদের অবস্থান, তাদের সম্পদ ও চাকরদের খুঁজে পাওয়ার জন্য, আর এ বিশ্বাস থেকেই তারা তাদের জাদুকরদের নির্দেশ দিয়েছিল ফারাও রাজাদের দেহ মমি করে সংরক্ষণ করার জন্য, তাদের নির্দেশ ছিল, জাদুকররা যেন তাদের মন্ত্রবলে রাজাদের দেহ, সমাধিক্ষেত্র ও সম্পদ রক্ষা করে এবং এসব যেন বছরের পর বছর স্থায়ী থাকে। এ কারণেই জাদুকররা কঠিন

১১০. আনিস মানসুর, লা'নাতুল ফারানিয়াহ, ৫৬

১১১. প্রাগুক্ত।

www.quraneralo.net

Contents

পাথরের গায়ে তাদের মন্ত্র খোদাই করল। আমার মনে হয়-আল্লাহই ভালো জানেন-ফারাও রাজাদের সমাধিক্ষেত্রের দেয়ালে খোদাই করা যেসব মন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো করা হয়েছে সমাধি অথবা তাদের সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্যই। এছাড়াও জাদুকররা লোহার গায়েও খোদাই করে তাদের মন্ত্র লিখে রাখত। সার্কোফ্যাগির মধ্যে প্রাপ্ত ফারাওদের দেহের মাথার কাছে অথবা সমাধিতে প্রাপ্ত গুপ্তধন ও মণিমুক্তার মধ্যে লোহার তাবিজও পাওয়া গেছে। রাজা তুতানখামুনের দেহ যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন এর সঙ্গে ১৪৩টি অতি মূল্যবান রত্ন-পাথর পাওয়া গিয়েছিল। এ গুপ্তধনের মধ্যে একটি অদ্ভুদাকৃতির লোহার টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, যার গায়ে হায়ারোগ্লিফিকস দিয়ে খোদাই করা ছিল, আর এটা নিয়েই বিজ্ঞানীরা চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।

হায়ারোগ্লিফিকসে রচিত অন্তেষ্টিক্রিয়ার বই থেকে যখন এর অর্থ উদ্ধার করা হল, তখন দেখা গেল এ লোহার টুকরোতে একটি সতর্কবাণী লেখা, "যেসব হাত আপনাকে স্পর্শ করবে সেগুলোকে কেটে ফেলা হবে; যেসব নাক আপনার ঘ্রাণ গ্রহণ করবে, সেগুলোকে ধ্বংস করা হবে। যেসব চোখ আপনাকে দেখবে সেগুলোকে অন্ধ করে দেয়া হবে; শান্তভাবে জেগে উঠুন, হে জাঁহাপনা।"

এখান থেকেই স্পষ্ট, ফারাওদের কথিত অভিশাপ আসলে এসব মৃতদেহ ও ধন-সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য শক্তিশালী জাদু-মন্ত্র দিয়ে বশ করা জিনের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং যেসব জিন তাদের পিতৃপুরুষ থেকে এসব দায়িত্ব পেয়েছে, তারা কাউকেই এসবের কাছাকাছি আসতে দেয় না, আসলেই তার ক্ষতি করবে।

যারা ফারাওদের সমাধি আবিষ্কার ও খননের কাজে অংশ নিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে যা যা ঘটেছিল সেগুলোকে চিকিৎসকরা কোমা, হ্যালুসিনেশন, ব্যক্তিত্ব বৈকল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এগুলো ঘটেছে জিনের আক্রমণে।

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ৩

কুনজর, হিংসা (হাসাদ)
সুরক্ষা ও প্রতিকার

- কুনজর
- কুনজরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ
- হিংসা
- হিংসার প্রমাণ
- ইসলামের আলোকে কুনজরের প্রতিকার
- কুনজর ও হিংসা থেকে সুরক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃত তিরস্কারযোগ্য বিদয়াত

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ৩

বদ নজর, হিংসা (হাসাদ): সুরক্ষা ও প্রতিকার

বদ নজর

যখন কোনো ব্যক্তি চোখের মাধ্যমে অন্য কারো ক্ষতি করে তখন তাকে বলা হয় বদ নজর।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: বদ নজরের উৎপত্তি ঘটে কাউকে পছন্দ করার মাধ্যমে, অতঃপর মন্দ আত্মা একে অনুসরণ করে, তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং এর ক্ষতি করার চেষ্টা করে, অবশেষে বস্তুর দিকে তাকিয়ে এরা এদের বিষ প্রয়োগ করে।[১১২]

ইবনে মানযুর বলেন: বলা হয়ে থাকে "অমুক অমুক বদনজর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন" যদি কোনো শত্রু অথবা কোনো হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি তার দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকায় এবং সে এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়, এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে এটাই বদ নজর।[১১৩]

আল হাফিজ বিন হাজার বলেন: বদ নজর মানে হল, কারো দিকে হিংসামিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে কোনো মন্দ লোকের তাকিয়ে থাকা এবং এর ফলে তার ক্ষতি হওয়া।[১১৪]

কুনজর সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলীল

১. কুরআনের দলীল

(ক) সূরা ইউসুফ ১২:৬৭

﴿وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۝﴾

পিতা বলল, 'হে আমার সন্তানেরা! তোমরা এক দ্বার দিয়ে (মিসরে) প্রবেশ কর না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (মানুষের সন্দেহ কিংবা কুদৃষ্টি এড়ানোর জন্য)। আমি আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনই উপকার করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া হুকুম দাতা কেউ নেই,

---

১১২. ইবনুল কাইয়িম, জা'দা আল মায়াদ, ৪/১৬৭;
১১৩. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, ১৩/৩০১;
১১৪. ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১০/২০০;

আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, যারা নির্ভর করতে চায়, তারা তাঁর উপর নির্ভর করুক।'

অধিকাংশ মুফাসসির একমত হয়েছেন যে, ইউসুফের (আলাইহিস সালাম) ভাইরা ছিলেন সুদর্শন, আর এ কারণে হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) আশঙ্কা করতেন, লোকেরা কুনজর দিয়ে তার ছেলেদের ক্ষতি করতে পারে, সুতরাং বোঝা গেল কুনজরের অস্তিত্ব আছে, এটা সত্য।[১১৫]

(খ) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন:

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝﴾

কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, "সে তো অবশ্যই পাগল।" অথচ এ কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

(সূরা কালাম ৬৮: ৫১-৫২)

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্যান্যরা বলেন: এখানে বলা হয়েছে, তারা তোমার উপর কুনজর দেবে। কুনজর ও এর প্রভাব যে সত্যি এ আয়াতই তার প্রমাণ।[১১৬]

২. হাদীস থেকে প্রমাণ

(ক) আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ»

"কুনজর সত্যি এবং তিনি উল্কি আঁকা নিষিদ্ধ করেছেন।"[১১৭]

(খ) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

«اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنَ الْعَيْنِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ»

"কুনজর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, কারণ কুনজরের অস্তিত্ব আছে, এটা সত্য।"[১১৮]

---

১১৫. তাফসীর ইবনে কাসীর-আল তাবারি-আল কুরতুবী-আল আলুসি-আল সুয়ুতি-আল ফাখর আল রাযী।

১১৬. ইবনে কাসীর, ৪/৪০৮

১১৭. ফাতহুল বারী, ১০/২০৩; সহীহ মুসলিম, বাবুল তিব্ব, আবু দাউদ, নং-৩৮৭৯।

www.quraneralo.net

Contents

(গ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন:

«الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»

"কুনজর সত্য এবং তাকদিরের লিখনকে ডিক্রিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো যদি কিছু থাকত তাহলে সেটা হত কুনজর। কেউ যদি তোমার কাছে কুনজরের প্রভাব দূর করার জন্য আসে তুমি তা করে দাও।[১১৯]

ইমাম আন্ নববী (রহঃ) বলেন: এ হাদীস তাকদীর ও কুনজর দুটোকেই সত্য ঘোষণা করছে; এটা খুবই শক্তিশালী, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ডিক্রি ব্যতিত কুনজর অথবা অন্য কোনো কিছুই কারো জন্য কোনো ক্ষতি অথবা ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারবে না।[১২০]

(ঘ) আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), জা'ফরের ছেলেরা বদনজরে আক্রান্ত; আমি কি তাদের জন্য রুকিয়া তেলাওয়াত করব? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন:

«نَعَمْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

"হ্যাঁ, কারণ আল্লাহর ডিক্রি বা আদেশকে অতিক্রম করার মতো যদি কিছু থাকত তবে তা হত কুনজর।"[১২১]

(ঙ) হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন:

«إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولِعُ بِالرَّجُلِ بِإِذْنِ اللهِ حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقًا ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ»

"কুনজর একজন মানুষকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে অনুসরণ করতে পারে, যতক্ষণ না সে কোনো পর্বতে আরোহণ করে এবং সেখান থেকে নিচে পড়ে না যায়।"[১২২]

---

১১৮. ইবনে মাজাহ, বাবুল তিব্ব, আল হাকীম আল মুসতাদরাক, ।আল আলবানী (রহ.) হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১১৯. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল সালাম, বাবুল তিব্ব ওয়াল মারাদ ওয়াল রুকা। আত-তিরমিযী হাদিস নং-৩০৬৩, আল আলবানী (রহ.) সহীহুল জামিতে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১২০. সহীহ মুসলিম বি শরহে আল নববী

১২১. আত-তিরমিযী ২০৫৯, আল তিব্ব; মুসনাদ আল ইমাম আহমাদ, ৬/৪৩৮; ইবনে মাজাহ, আল তিব্ব; আল আলবানী (রহ.) সহীহুল জামিতে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; ৫/৬৭, হাদীস নং-৫৬৬২।

www.quraneralo.net

Contents

(চ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«اَلْعَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ»

"কুনজর সত্য এবং এটি একজন মানুষকে পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে আনতে পারে।"[১২৩]

এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুনজর একজন মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছায় ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে, যতক্ষণ না এর কারণে ওই ব্যক্তি কোনো উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে না যায়।"

(ছ) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«أَكْثَرُ مَنْ يَمُوْتُ مِنْ أُمَّتِيْ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ بِالْأَنْفُسِ»

"আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও ইচ্ছার পরে, আমার উম্মাতের মধ্যে যেসব লোক মারা যাবে তাদের অধিকাংশই মারা যাবে বদনজরের কারণে।"[১২৪]

(জ) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«اَلْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلُ الْقِدْرَ»

"কুনজর মানুষকে কবরে নিয়ে যায়, আর উটকে নিয়ে যায় রান্নার পাত্রে।"[১২৫]

(ঝ) ইমাম আহমাদ, আল নাসাঈ, ইবনে মাজাহ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীসটিকে ইবনে হিব্বান সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এতে বলা হয়েছে, আবূ উমামাহ সাহল বিন হানীফ বলেন: একবার আবূ সাহল বিন হানীফ খাররারে গোসল করেছিলেন।[১২৬] গোসলের সময় তিনি তার

---

১২২. মুসনাদ আহমাদ, আবু ইয়ালা। আল আলবানী (রহ.) সহীহুল জামিতে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২/৬৪, হাদিস নং-৬৭৭১।

১২৩. মুসনাদ আহমাদ, আল তাবারানী, আল-হাকীম, আল মুসতাদরাক; আল আলবানী এই হাদিসটিকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১২৪. বুখারী তার আল-তারীখে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল বাযারও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল আলবানী (রহ.) বলেছেন-হাদিসটি হাসান-সহীহ আল জামী-হাদিস-১২১৭।

১২৫. আবু নাঈম, হিলিয়াতুল আওলিয়া। শায়খ আল আলবানী বলেন, হাদিসটি হাসান-আল সিলসিলাহ আল সহীহাহ, ১২৫০।

১২৬. আল খাররার: বলা হয়ে থাকে এটি মদীনার একটি কূপের অথবা একটি উপত্যকার নাম।

www.quraneralo.net

Contents

পরিধেয় কাপড় খুলে ফেলেন এবং আমীর বিন রাবীয়াহ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সাহলের গায়ের রঙ ছিল সাদা, দেখতে ছিলেন খুবই সুদর্শন। "আমীর বললেন, আমি এত সুন্দর আর কখনো দেখিনি, এমনকি কোনো কুমারি নারীর ত্বকও এত সুন্দর দেখিনি।" এর পরপরই সাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) তার অসুস্থতার কথা বলা হল, তাকে আরো বলা হল যে, সাহল তার মাথা উঁচু করতে পারছেন না।"

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«هَلْ تَتَّهِمُوْنَ لَهُ أَحَدًا؟»

"তোমরা কি এর জন্য কাউকে দায়ী করছ।"

তারা বললেন: "আমীর বিন রাবীয়াহ"। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে ডাকলেন এবং কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। অতঃপর তিনি বলেন:

«عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، أَلَا بَرَّكْتَ؟، اغْتَسِلْ لَهُ»

"কেন তোমরা তোমাদের এক ভাইকে হত্যা করছ? কেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করছ না? তার জন্য তুমি তোমার শরীর ধৌত করবে।"

অতঃপর আমীর তার মুখমণ্ডল, উভয় হাত, কনুই থেকে কব্জি, হাটু, পায়ের দুই পাশ এবং ইজারের ভিতরের অংশ একটি পাত্রের পানি দিয়ে ধৌত করলেন, এবং পরে এ পানি নিয়ে সাহলের শরীরে পেছন দিক থেকে ঢেলে দেয়া হল। আর সাহল এতে সুস্থ হয়ে উঠলেন।[১২৭]

কুনজর বাস্তব

কুরআন ও হাদীসের দলীল থেকে এটা স্পষ্ট যে, কুনজর বাস্তব, এর অস্তিত্ব আছে।[১২৮] এর প্রভাব প্রমাণিত এবং এর অস্তিত্ব রয়েছে।

এটি একজন মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে, যতক্ষণ না এর প্রভাব তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয় এবং এটি যদি কোনো মানুষকে পরাভূত করতে সক্ষম হয় তাহলে এটি ওই ব্যক্তিকে হত্যাও

---

১২৭. মুয়াত্তা মালিক, ২/৯৩৮;

১২৮. এ বিষয়ে আহমাদ বিন আবদুল আযীয আল গুমাইরির আল আইন হাক্ব শিরোনামে একটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম রয়েছে।

www.quraneralo.net

Contents

করতে পারে এবং তাকে তার কবরে পৌছে দেয়। আর এটি যদি কোনো উটকে পরাভূত করতে পারে তাহলে উটটি মাটিতে পড়ে গিয়ে আহত হবে এবং উটের মালিক এটিকে জবেহ করবে এবং পাত্রে রান্না করবে। সুতরাং বদ নজর সত্য, এবং এর প্রভাবও সত্য। এটা মানুষকে হত্যা করতে পারে অথবা এটা ঈর্ষাকারীর পছন্দ মতো কোনো ব্যক্তির দেহের কোনো চিহ্ন বা কোন অংশকে আক্রান্ত করতে পারে। মালিক, আল শাফিয়ী, আহমাদসহ এ উম্মাহর মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

বদনজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য

অর্থগত দিক থেকে 'আইন (যিনি অন্যের উপর কুনজর দেন) শব্দটির চেয়ে হাসিদ (হিংসাকারী) শব্দটি আরো সাধারণ। এ কারণেই সূরা ফালাকে হিংসাকারীর ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে।

হাসিদ (হিংসাকারী) হলেন এমন ব্যক্তি যিনি চরম অসন্তুষ্টির সঙ্গে হিংসা করেন, সুতরাং তিনি কামনা করেন, তার টার্গেটকৃত ব্যক্তির উপর থেকে যেন রহমত সরিয়ে নেয়া হয়, অন্যদিকে একজন 'আইন (অন্যের উপর যিনি কুনজর দেন) ব্যক্তি শুধু একটি জিনিস পছন্দ করেন। সে কারণে কুনজর কোনো সৎ পুরুষ ও নারী থেকে আসতে পারে, এবং একজন মানুষ না বুঝেই তার নিজের সম্পদ, পরিবার অথবা সন্তানের উপরও বদনজর দিতে পারেন। তবে কুনজর ও হিংসার একইরকম প্রভাব রয়েছে, উভয়ক্ষেত্রেই পছন্দকৃত জিনিসটির ক্ষতি করা হয়।

হিংসা (হাসাদ)

হিংসা বা হাসাদ মানে হল কারো উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বা রহমত বর্ষণে অন্য কারো অসন্তুষ্ট হওয়া, এ জন্য তার প্রতি হিংসা পোষণ করা এবং তার উপর থেকে যেন এ রহমত সরিয়ে নেয়া হয় তার ইচ্ছা পোষণ করা। অন্য কথায়, হিংসাকারী মনে মনে কামনা করে, সে যার প্রতি হিংসা পোষণ করছে তার উপর থেকে যেন আল্লাহর অনুগ্রহ বা রহমত চলে যায়, তাতে এ রহমত তার প্রতি আসুক বা না আসুক।

সুতরাং হিংসাকারী সবসময় আল্লাহর রহমতে অসন্তুষ্ট হয় এবং এ রহমত চলে যাওয়ার কামনা করে, এবং কখনো কখনো সে নিজেই এ অনুগ্রহ নষ্ট করার চেষ্টা চালায়।

www.quraneralo.net

হিংসার ব্যাপারে প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾

গ্রন্থধারীগণের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে যে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত। (সূরা আল বাকারা ২:১০৯)

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾

কিংবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকেদেরকে যেসব নি'মাত দান করেছেন, সেজন্য কি এরা তাদের হিংসা করে, আমি ইব্‌রাহীমের বংশধরদেরকেও তো কিতাব ও হিকমাত দিয়েছিলাম, তাদেরকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করেছিলাম। (আন-নিসা ৪: ৫৪)

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

(সূরা আল ফালাক্ব ১১৩:৫)

হাদীস থেকে প্রমাণ

১. আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আল যুবায়েরের আজাদকৃত দাস বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يَثْبُتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগ তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, সেগুলো হল: ঈর্ষা ও ঘৃণা। এটাই তোমাদের জন্য 'শেভার'(ধ্বংস আনয়নকারী); আমি বলবনা এটা তোমাদের চুল শেভ করে, বরং এটা তোমাদের ঈমান শেভ (ধ্বংস) করে। যার হাতে আমার

www.quraneralo.net

প্রাণ সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে, ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা ততক্ষণ ঈমান গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না কোন্ জিনিস তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? তোমাদের মধ্যে বেশি বেশি সালামের প্রচলন কর।[১২৯]

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِنَّهُ سَيُصِيْبُ أُمَّتِيْ دَاءُ الْأُمَمِ»

"আমার উম্মাত অন্যান্য জাতির রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবে।"

তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), অন্যান্য জাতির রোগগুলো কী কী?

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

«اَلْأَشَرُ وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالْحَسَدُ حَتَّى يَكُوْنَ الْبَغْيُ ثُمَّ الْهَرَجُ»

"ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য, সম্পদ পুঞ্জিভূত করা, দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আরে গর্হিত কাজ ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটবে ততক্ষণ এ হিংসা-বিদ্বেষ চলে থাকবে।"[১৩০]

হিংসাকারীর বৈশিষ্ট্য জানা যাতে তাকে এড়িয়ে চলা যায়

কুনজরের মধ্যে সব ধরনের মানুষই অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি যারা আল্লাহভীরু তারাও এর দ্বারা আক্রান্ত হবে যদি না তারা এর প্রতি সঠিক মনোযোগ প্রদান করে, যদিও হিংসার বিষয়টি নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিংসুক মানুষের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো দিয়ে তাকে চেনা যায়, অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করা যায়। যেমন-তার তাকানো ও হাসির ধরণ, মুখের অভিব্যক্তি এবং তার কথা বলার ধরন দেখেই তাকে আলাদা করা যাবে। আর এসব বৈশিষ্ট্যই বলে দেবে তার মনে কী আছে। মানুষ যা কিছুই গোপন করুক না কেন তার বহিঃপ্রকাশ

১২৯. আত তিরমিযী-২৫১০;
১৩০. আল তাবারানী, আল আওসাত; ইবনে আবুল দুনিয়া

www.quraneralo.net

Contents

তার চেহারায় ঘটবেই, মুখ ফসকে বের হয়ে যাবে তার মনের কুটিলতা। তার তাকানোর ধরন, তার হাসি এবং তার পুরো গতিবিধি থেকেই তার মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হবে।

প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের মুখমণ্ডলকে আয়না হিসেবে তৈরি করেছেন, এ আয়নায় তার মনের লুকানো চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। অসুস্থ মানুষের মুখে অসুস্থতার লক্ষণ ও চিহ্ন ফুটে ওঠে, বিষণ্ন ও দুঃখী মানুষের মুখেও ফুটে ওঠে তার কষ্টের চিহ্ন, ঠিক একইভাবে সুস্থ-সবল মানুষের মুখেও দেখা যায় সুস্থতার লক্ষণ। কোনো মানুষ যদি তার জীবনে সুখী ও পরিতৃপ্ত হয়, তবে তার মুখে তার গোপন চিন্তার ছাপ দেখা যায় এবং কখনো কখনো সে মুখ ফসকে সে চিন্তা প্রকাশও করে দেয়। কোনো মুমিন যদি তার ঈমানের প্রতি সত্যবাদী ও আন্তরিক হন, পরম করুণাময়ের সামনে যদি তিনি বিনয়ী ও নম্র হন, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন, তাহলে এ তেলাওয়াত ও ঈমানের আনন্দ এবং এর আভা তার মুখে ফুটে উঠবে। তার স্বভাব হবে খুবই নম্র ও সদয়, তার কথা হবে খুবই পরিশীলিত ও ভদ্র। এর বিপরীত চিত্রও সত্য: একজন অসৎ মানুষের যাবতীয় কুকর্ম ও অনৈতিক কর্মের প্রতিফলনও ঘটবে তার চেহারায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে সৎ মনে হলেও মুখ ফসকে কোনো একসময় সে তার কুকীর্তির কথা বর্ণনা করবে।

একইভাবে যে হিংসাকারী মানুষের ভালো জিনিসে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং তার উপর থেকে যেন আল্লাহর রহমত চলে যায় সেই কামনা করে, সে মানসিকভাবে অসুস্থ এবং তার ঈমান নেই। সে তার ভেতরের ইচ্ছা বা ভাবনা যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, শিগগিরই তার মনে পুষে রাখা হিংসা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

হিংসুকের বৈশিষ্ট্যাবলী

১- হিংসাকারী সবসময় আল্লাহ তা'আলার ডিক্রি বা আদেশের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

২- হিংসাকারী সবসময় অভিযোগ করে এবং কদাচিৎ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, এমনকি যদি সে পুরো পৃথিবীর মালিকও হয়।

৩- সে যাকে হিংসা করে তার ভুলকে অনুসরণ করে এবং সবসময় তার দোষ অনুসন্ধান করে, সেগুলোকে প্রকাশ করে এবং অন্যদের কাছে সেগুলোকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করে।

www.quraneralo.net

Contents

৪- সে সবসময় যাকে হিংসা করে তার ভালো ও স্বতন্ত্র গুণাবলি গোপন করে অথবা অবজ্ঞা করে অথবা এ গুণগুলোকে খাটো করে দেখে।

৫- আপনি খেয়াল করে দেখবেন, হিংসাকারী যাকে হিংসা করে তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা বা রসিকতা ছাড়া কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার হৃদয় থাকে ঘৃণা ও অসন্তোষে পরিপূর্ণ, যা তার তাকানোর ধরনে প্রকাশ পেয়ে যায়।

৬- সে কোনো প্রমাণ ছাড়াই প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করে।

৭- সে সবসময় সুযোগ সন্ধান করে এবং তার সবটুকু সুযোগ কাজে লাগায় যাকে সে হিংসা করে তার অথবা তার সম্পদের ক্ষতি করার পেছনে।

৮- সর্বশেষ, হিংসাকারী আসলে একজন ঝামেলা পাকানো লোক, তার হৃদয়ে সবসময় অন্যের ভালোতে অসন্তোষ থাকার কারণে তার চেহারায় ফুটে ওঠে বিষণ্নতা ও নিষ্প্রভতার ছাপ।

ইসলামের আলোকে হিংসার প্রতিকার

হিংসা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ, সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মানুষের পারস্পরিক অশালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিকশিত হয় এ হিংসা-বিদ্বেষ। যা মানুষকে অজ্ঞতা ও পশ্চাতপদতার সর্বনিম্নস্তরে নিমজ্জিত করে।

এ কারণেই ইসলাম এ মারাত্মক ব্যাধির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

"তোমরা একে অন্যকে হিংসা কর না, অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কর না, একে অপরকে ঘৃণা কর না, একজনকে আরেকজনের কাছ থেকে টেনে নিও না; হে আল্লাহর বান্দাহগণ, তোমরা পরস্পর ভাইয়ের মতো আচরণ কর।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«اسْتَعِيْنُوْا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِيْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ»

"তোমরা সতর্ক বা কৌশলী হয়ে লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করবে, কারণ যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ থাকে, সেই হিংসার মুখে পতিত হয়।"[১৩১]

---

১৩১. [ইবনু আবিদ্দুনইয়া ও তাবারানী মুয়ায (رضي الله عنه) হতে যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন]

www.quraneralo.net

এ ভুল এড়িয়ে চলতে হলে একজন মুসলিমকে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে, আচরণে শান্ত শিষ্টতা থাকতে হবে। অন্য একজনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দেখে তার মতো নিজের জন্যও ওই বিশেষ অনুগ্রহ কামনা করা ইসলামে অনুমোদিত, তবে এক শর্তে, ওই ব্যক্তির অনুগ্রহ কেড়ে নেয়ার কামনা করা যাবে না এবং অন্য একজনের কেন এমন অনুগ্রহ হল সেজন্য অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না।

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক রোগ, আর এ রোগের চিকিৎসা কেবল উপকারি জ্ঞান দিয়েই করা সম্ভব। হিংসা নামক ব্যাধির ক্ষেত্রে উপকারি জ্ঞান মানে এ উপলব্ধি হওয়া যে, এ পৃথিবীতে হিংসা তোমার জন্য ক্ষতি তো বয়ে আনবেই, পাশপাশি এতে তোমার গুণাহ হবে এবং এ গুণাহর ফলে কপালে শুধুই আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ জুটবে, আর অন্যদিকে শুধুই এ হিংসার পথ এড়িয়ে চলাই জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে এক মজলিশে বসা ছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

«يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

"এ পথে তোমাদের দিকে একজন জান্নাতের অধিবাসী আসবে।"

অতঃপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলেন। তার দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপ টপ করে পড়ছিল। বাম হাতে তার পায়ের স্যান্ডেল। তিনি এসে সবাইকে সালাম দিয়ে অভিবাদন জানালেন।

পরের দিনও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই কথা বললেন এবং সেই ব্যক্তি হাজির হলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস লোকটিকে অনুসরণ করলেন এবং তাকে বললেন: আমার পিতার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে এবং আমি শপথ করেছি আগামী তিনদিন তার সঙ্গে থাকব না। আপনি কি আমাকে এ তিনদিন থাকার সুযোগ দিতে পারবেন? তিনি বললেন: "হ্যা"। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে তিন রাত্রি কাটালেন। কিন্তু তিনি তাকে রাতে কিয়াম করতে দেখলেন না, কিন্তু যখনই তিনি বিছানায় যেতেন আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তিনি বললেন: তবে আমি তার মুখে ভালো ব্যতিত খারাপ কোনো কথা শুনিনি।

www.quraneralo.net

তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি তার কাজকর্ম নিয়ে খুব কমই ভাবলাম। আমি তাকে বললাম: হে আল্লাহর বান্দাহ, আমার সঙ্গে আমার পিতার কোনো ঝগড়া হয়নি, কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) আপনার ব্যাপারে এ এ কথা বলতে শুনেছি এবং সেই কারণেই আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, আসলে আপনি কী কী কাজ করেন। কিন্তু আমি আপনাকে বেশি কিছু করতে দেখলাম না, তারপরও আপনার এ মর্যাদা হল কিভাবে? তিনি বললেন: আপনি যা দেখেছেন আমি তার বেশি কিছু করি না। অতঃপর আমি যখন ফিরে আসতে চাইলাম তখন তিনি বললেন: আপনি যা দেখেছেন আমি তার বেশি কিছু করি না, কিন্তু আমি কখনো অন্যের কল্যাণে, অন্যকে দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহে হিংসা বোধ করি না।" আবদুল্লাহ বললেন: আমি তাকে বললাম: এ কর্মই আপনাকে ওই মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং এটাই আমরা করতে পারি না।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, হিংসার পথ পরিহার করে চলাও একটি মহৎ কাজ, কারণ এর জন্য আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।

কু-নজরে সৃষ্ট অসুস্থতার ধরন

কুনজরে আক্রান্ত হওয়ার প্রভাবকে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে

১- প্রাণঘাতি প্রভাব, যা দ্রুত ফলাফল নিয়ে আসে। যেমন: কোনো মানুষ অথবা গবাদিপশুকে হত্যা করা অথবা বাড়িঘর ও ফসল ধ্বংস করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিকার নেই। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) রিয়াদের নিকটবর্তী গ্রামের এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করেন। ওই লোকটি আরেক লোকের পালিত কিছু ভেড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় সে ভেড়াগুলোর প্রতি কুনজর দেয় এবং সবগুলো ভেড়া মারা যায়। ভেড়াগুলোর মালিক এসে তার সবগুলো ভেড়াই মারা গেছে দেখে তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাশ দিয়ে কে গেছে? তার ছেলে বলল: তার ভেড়ার পালের পাশ দিয়ে অমুকের ছেলে অমুক ব্যতীত আর কেউ যায়নি। অতঃপর তিনি ওই লোকটির খোঁজে বের হন এবং তাকে গিয়ে তার (ওই লোকটির) নতুন ভবনের ছাদে পেলেন। তিনি তাকে ডাকলেন, হে অমুক, তুমি আমার ভেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ এ করেছ (কুনজর দিয়েছ)। এখন তুমি এর বদলে হয় তোমার দেহ দান

Contents

করবে অথবা তোমার এ নতুন ভবন দিয়ে দেবে। ভবনের মালিক বলল: আমি নিচে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। লোকটি ছাদ থেকে নেমে আসার পরপরই হঠাৎ ভবনটি ধসে পড়ল।[১৩২] এ ধরনের কুনজর বিষাক্ত ও ধ্বংসাত্মক এবং এর কোনো প্রতিকার নেই।

২-প্রাণঘাতী নয় এমন প্রভাব। এর প্রতিকারকে আবার তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়:

(ক) যে প্রতিকার ব্যবস্থা ঘটনা ঘটার আগেই কুনজরকে বাতিল করে দেয়।

(খ) কুনজরে আক্রান্ত হওয়ার পর দ্রুত কার্যকরি প্রতিকার ব্যবস্থা।

(গ) রুকিয়া ও আযকার পাঠের মাধ্যমে প্রতিকার।

কুনজর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগেই একে বাতিল করা

এটা করা হয় আল্লাহর অনুগ্রহ কামনার মাধ্যমে। যদি কোনো ব্যক্তি আরেকজনের উপর কুনজর দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে তাহলে আল্লাহর রহমতে ওই কুনজরের প্রভাব বাতিল হয়ে যায় এবং সেটা আর কাজ করে না। আল্লাহ তার নিজের ডিক্রির মাধ্যমে ওই লোকের ডিক্রি বাতিল করে দেন। সুতরাং বোঝা গেল, পুরো ব্যাপারটিই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে, সকল মহিমা ও গৌরব তাঁরই। এজন্যই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে আমাদের পছন্দনীয় সব অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ

"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দেখে যে, তার ভাইয়ের কিছু অনুগ্রহ রয়েছে, তাহলে তাকে তার জন্য প্রার্থনা করতে দাও।"

এবং তিনি আমীর বিন রাবিয়াহকে বললেন:

«أَلَا بَرَّكْتَ؟»

"তুমি বরকত লাভের জন্য কেন প্রার্থনা করছ না?"

সাহল বিন হানীফ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَا يُعْجِبُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُبَرِّكْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ.»

[১৩২] রিয়াদের একটি কেন্দ্রীয় মসজিদের দেয়া বক্তব্য থেকে– পৃ. ২০৫ নোট: ১

www.quraneralo.net

"যদি তোমাদের কেউ তার নিজের জন্য কোনো অনুগ্রহ পছন্দ করে, তাহলে তাকে এর জন্য প্রার্থনা করতে দাও, কারণ কুনজরের প্রভাব সত্য।"[১৩৩]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, কুনজর কোনো ক্ষতি করতে পারে না, যদি ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের প্রার্থনা করে; বরং এ কুনজর তখনই তার ক্ষতি করবে যখন তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করবেন না।

বিষয়টি কুরতুবিসহ অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: প্রত্যেক মুসলিমকেই তার পছন্দনীয় অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কারণ অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হলে এর কল্যাণে নিঃসন্দেহে সকল সম্ভাব্য ক্ষতির সম্ভাবনা দূরীভূত হয়ে যাবে।

ইবনে হাজার বলেন: যদি কেউ তার নিজের জন্য কোনো কিছু পছন্দ করেন, তাহলে তিনি যেন তার জন্য অতি দ্রুত আল্লাহ তা'আলার কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং তার এ প্রার্থনা তার জন্য রুকিয়া হয়ে যাবে।

আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ ও বারাকাতের জন্য এভাবে প্রার্থনা করতে হবে: "বারিকাল্লাহু ফিহ্ (আল্লাহ এতে রহমত দিক) অথবা "আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি" (হে আল্লাহ আপনি বারকাত দান করুন)।

অথবা বলা যেতে পারে, মা শা আল্লাহ (আল্লাহ যা চান)। যেভা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

«وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ»

তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই। যদিও তুমি আমাকে ধনে-জনে তোমার চেয়ে কম দেখ।

(সূরা কাহফ ১৮: ৩৯)

(২) কুনজরে আক্রান্ত হওয়ার পরে এর প্রতিকার

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো উপর কুনজর দেয় এবং কুনজর দেয়া ব্যক্তি যদি পরিচিত হয়, তাহলে তার গোসল অথবা অযুতে ব্যবহৃত পানি সংগ্রহ করে নিয়ে কুনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে ঢালতে হবে, এতে করে তার উপর থেকে কুনজরের সকল প্রভাব কেটে যাবে, অর্থাৎ ওই কুনজর বাতিল হয়ে যাবে।

---

১৩৩. ইবনে আল সুন্নি, ইমাম আহমাদ ও আল হাকিম কর্তৃক বর্ণিত।

www.quraneralo.net

Contents

সাহল বিন হানিফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

«عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلاَ تُبَرِّكُ اغْتَسِلْ لَهُ»

"কেন তোমরা তোমাদের একজন ভাইকে হত্যা করছ? কেন তোমরা তার জন্য বারকাতের প্রার্থনা করছ না? তার জন্য তোমার নিজেকে ধৌত কর।"

রাসূলের (সাঃ) একথা শুনে আমীর তার মুখমণ্ডল, উভয়হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় হাঁটু, দুই পায়ের পাশ এবং তার ইযারের ভেতর ধৌত করলেন এবং এ পানি সাহলের পেছন থেকে তার শরীরের উপর ঢেলে দেয়া হল এবং তিনি এতে সুস্থ হয়ে গেলেন।[১৩৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তুমি তার জন্য অযু কর।" অতঃপর আমীর অযু করলেন এবং সেই পানি পেছন দিক থেকে সাহলের গায়ে ঢেলে দেয়া হল। এরপরই সাহল আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছে গেলেন এবং তখন তার শরীরের আর কোনো সমস্যা রইল না।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

«الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»

"কুনজর ব্যাপারটি সত্য এবং আল্লাহর ডিক্রি বা আদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো যদি কিছু থাকত তাহলে তা হত কুনজর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি অযু বা শরীর ধৌত করতে বলা হয়, তাহলে তাকে তা করতে দাও।"[১৩৫]

সুনানে আবূ দাউদে আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

«كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ»

"যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো উপর কুনজর দেয় তাহলে কুনজর দেয়া ব্যক্তিকে অযু করার নির্দেশ দিতে হবে এবং তার অযুর সেই পানি দিয়ে আবার আক্রান্ত ব্যক্তিকে অযু করতে হবে।[১৩৬]

---

১৩৪. মুয়াত্তা মালিক, ২/৯৩৮

১৩৫. ইমাম মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবুত তিব্ব ওয়াল মারাদ ওয়ার রুকা, ৫/৩২

১৩৬. সুনান বায়হাক্বী ৯/২৫২

www.quraneralo.net

Contents

কিভাবে ধৌতকাজ সম্পন্ন করতে হবে?

যে ব্যক্তি তার অন্য কোনো ভাইয়ের ওপর কুনজর দিয়েছে তার কাছে একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর ওই ব্যক্তি পানিতে হাত দেবে এবং পানি নিয়ে মুখ ধুয়ে পরে আবার কুলি করে সেই পানি পাত্রে ফেলবে। অতঃপর সে আবার এ পানি দিয়ে তার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। এরপর সে তার ডান হাত পানিতে দিয়ে পানি নিয়ে বাম বাহুর উপর একবার ঢালবে। একইভাবে সে তার বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান বাহুর উপর ঢালবে। অতঃপর সে তার বাম হাত পানিতে দেবে এবং পানি নিয়ে তার ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশে ঢালবে, একইভাবে সে তার ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশে ঢালবে। অতঃপর সে আবার তার বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করবে, একইভাবে সে তার ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করবে। অতঃপর সে তার বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান হাঁটুর উপর ঢালবে, একইভাবে সে তার ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম হাঁটুর উপর ঢালবে। এ সবকিছুই করতে হবে পানির পাত্রে উপর, যাতে করে ব্যবহৃত পানি আবার পাত্রেই জমা হয়। অতঃপর সে তার ইযারের উপরের অং (ট্রাউজারের কোমরবন্ধনী) পানির পাত্রে রাখবে। পানির পাত্র মাটিতে রা যাবে না, এটি রাখতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার উপর, এবং এ পা পেছন দিক থেকে একবারে তার শরীরে ঢালতে হবে।[১৩৭]

কাউকে ধৌত করতে বলা হলে সেটা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে

অনেকেই কুনজর দেয়া ব্যক্তিকে তাদের জন্য অযু বা ধৌত করতে বলতে লজ্জা পান। কিন্তু তাদের এ বিব্রতবোধ আসলে ঠিক নয়। কারণ কুনজর অনেক সময় ধর্মভীরু ব্যক্তির পক্ষ থেকেও আসতে পারে। সে কারণেই অনেক স্কলার বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উপর কুনজর দেয়, তার জন্য অযু করা বাধ্যতামূলক।

কারণ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«وَإِنْ اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»

"যদি তোমাকে কেউ ধৌত করতে বলে, তাহলে তার জন্য তুমি তা করবে।"

---

১৩৭. সুনান বায়হাক্বী ৯/২৫২

www.quraneralo.net

তিনি এ ধরনের ব্যক্তিকে ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তার নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক।

(৩) রুকিয়া ও যিকিরের মাধ্যমে কুনজরের চিকিৎসা

কুনজর দেয়া ব্যক্তি যদি অপরিচিত হয়, তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কোনো উপায় থাকবে না, তবে তিনি শরীয়াহ্ নির্দেশিত রুকিয়া ও যিকির বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করবেন, কারণ আল্লাহ চাইলে এর মাধ্যমেই আরোগ্য দান করবেন।

অসুস্থ ব্যক্তি তার দুই হাত উপরে তুলে সূরা আল ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও আল মুয়াব্বিযাত তেলাওয়াত করবেন এবং তার দুই হাতে ফুঁ দেবেন, অতঃপর দুই হাত দিয়ে পুরো শরীর মাসেহ্ করবেন।

এছাড়াও অসুস্থ ব্যক্তি এসব আয়াত পাঠ করে জলপাই তেলে ফুঁ দেবেন এবং এ তেল দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করবেন, এবং তিনি অযু করে সেই পানি থেকে পানও করতে পারেন।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বর্ণনা করেছেন: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

১. *আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব*

(আমি আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথার মাধ্যমে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।)

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ.»

২. *আউযু বি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মা মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মা ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ*

(আমি আল্লাহর কাছে সব ধরনের অনিষ্ট ও বিষাক্ত সরিসৃপ থেকে এবং সকল ধরনের কুনজর থেকে আল্লাহর উত্তম কথা দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

«بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»

৩. *বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযিকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন ওয়া আইনিন হাসিদ আল্লাহু ইয়াশফিক্ব বিসমিল্লাহি আরকিক।*

(পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে আমি তোমার জন্য রুকিয়া পাঠ করছি, তোমার জন্য ক্ষতিকর সকল কিছু থেকে, প্রত্যেক আত্মা অথবা

www.quraneralo.net

হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুক, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে আমি তোমার জন্য রুকিয়া পাঠ করছি।)

«بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ»

৪. *বিসমিল্লাহি ইউবরিকা ওয়া মিন কুল্লি দায়িন ইয়াশফিকা ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ ওয়া মিন শাররি কুল্লি যি আ'ইনিন।*

(পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করুক, সকল ধরনের রোগ থেকে তোমাকে আরোগ্য দান করুক, এবং হিংসুকের সকল ধরনের হিংসা ও অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেককে কুনজরের প্রভাব থেকে আল্লাহ রক্ষা করুক।)

ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আরো দোয়া ও রুকিয়া রয়েছে যেগুলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার নিজের জন্য পাঠ করতে পারেন, এরকম কিছু দোয়া ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) তার *যা'দ আল মা'য়াদ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ»

১. *আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতিল্লাতি লা ইউ যাওবিযুহুন্না বাররু ওয়ালা ফাযিরু মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারায়া ওয়া বারাআ ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামা'ই ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুযু ফিহা ওয়া মিন শাররি ফিতানিল লাইল ওয়ান নাহার, ওয়া মিন শাররি কুল্লি ত্বারিকিন ইল্লা ত্বারিকান ইয়াতরুকু বি খায়রিন ইয়া রাহমানু।*

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

২. *আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন গাযাবিহি ওয়া 'ইকাবিহি ওয়া মিন শাররি 'ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়তান ওয়া আইয়ুহযুরুন।*

www.quraneralo.net

(আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ ও কঠোর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর বান্দার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ ، أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ»

৩. *আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিওয়াযহিকাল কারিম ওয়া কালিমাতিকা তাম্মাতি মিন শাররি মা আনতা আ'খিয বি নাসিয়াতিহি আল্লাহুম্মা আনতা তাকশিফুল মাগরামা ওয়াল মা'সামা আল্লাহুম্মা ইন্নাহু লা ইউহযামু যুনদুকা ওয়ালা ইউখলাফু ওয়া'দুকা সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা।*

(হে আল্লাহ আমি আপনার মহান প্রসন্নতা ও উত্তম কথা দিয়ে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আপনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পাকড়াও করেন। হে আল্লাহ আপনি আমার গুণাহ্ মাফ করে দিন এবং স্নায়বিক চাপ দূর করে দিন। হে আল্লাহ তোমার সেনাবাহিনী কখনো পরাজিত হতে পারে না, তোমার ওয়াদার কখনো বরখেলাপ হতে পারে না, সকল মহিমা ও প্রশংসা একমাত্র তোমারই।)

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

৪. *"আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা আ'লাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আনতা রাব্বুল আরশীল আযীম। মাশাআল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। আ'লামু আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির ওয়া আন্না আল্লাহা আহাতা বি কুল্লি শাইয়িন ই'লমান ওয়া আহসা কুল্লা শাইয়িন 'আদাদান। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি নাফসি ওয়া মিন শাররিল শায়তানি ওয়া শারাকিহি ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আনতা আখিযুন বি নাসিয়াতিহি, ইন্না রাব্বি আ'লা সিরাতিম মুসতাকিম।"*

www.quraneralo.net

Contents

"(হে আল্লাহ, হে আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আপনার প্রতি আমার সকল আস্থা এবং আপনি পবিত্র আরশীল আযীমের মালিক। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা কখনোই ঘটে না। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো শক্তি নেই। আমি জানি আল্লাহ তা'আলা সব করতে সক্ষম, চারপাশে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহর জ্ঞাতসারে এবং তিনি সব কিছুই গণনা করেছেন। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার নিজের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তান ও তার ফাঁদ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করছি, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওইসব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে যেগুলোকে তুমি তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পাকড়াও কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সহজ-সোজা পথে রয়েছেন।"

অতঃপর তিনি বলেন: যারা আশ্রয়ের জন্য এ দুয়া ও প্রার্থনা পাঠ করবে, তারা এর উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ও অনুমতিক্রমে এসব দোয়া মানুষকে কুনজরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং কুনজরকে বাতিল করে দেয়, তবে এটা নির্ভর করবে দোয়া পাঠকারীর ঈমানি শক্তির উপর, তার আত্মার শক্তি, সম্ভাব্যতা, আল্লাহর প্রতি তার আস্থার শক্তি এবং তার হৃদয়ের দৃঢ়তার উপর। কারণ এ দোয়াগুলো এক ধরনের হাতিয়ার এবং মানুষ যখন এ হাতিয়ার ব্যবহার করে, তখন এটা খুব ভালো কাজ করে।[১৩৮]

বদনজর ও হিংসা থেকে বাঁচার জন্য বহুল বিস্তৃত তিরস্কারযোগ্য বিদয়াতসমূহ

কুনজর ও হিংসা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিদয়াত চালু করেছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, এসব বিদয়াত কুনজরের ও হিংসুকের অনিষ্ট দূর করে। এসব বিদয়াত হলো:

১. তাবিজ-কবচ: এ তাবিজ আরবরা তাদের শিশুদের গলায় বেঁধে দিত তাদেরকে কুনজরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এটা এক ধরনের শিরক্। কারণ এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

"যে ব্যক্তি গলায় তাবিজ পরল, সে শিরক্ করল।"

---

১৩৮. যাদুল মা'আদ, ৪/১৭০

www.quraneralo.net

Contents

২. যেসব তাবিজে কুরআন ও হাদীস ব্যতিত অন্য কোনো কথা রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাও শিরক্।

৩. বাড়িতে প্রাণীর খোলস ঝুলানো, যেগুলো আসে সমুদ্র থেকে, ব্যবহার করা হয় কুনজরের বিপরীতে সুরক্ষার জন্য।

৪. অর্ধচন্দ্র অথবা প্রাণীর দাঁত ও হাড়ের আকারে নীল রঙের তসবিহ ও ধাতব গুটি সজ্জিত নেকলেস রাখা।

৫. ঘোড়া অথবা গাধার ক্ষুর টানানো অথবা বাড়ির দরজায় তামার তৈরি মাঝখানে চোখ অলা হাত রাখা, বাহনের জন্য ব্যবহৃত প্রাণীর ঘাড়ের চারদিকে এবং গাড়িতে এটা লাগানো।

৬. নীল পুতি দিয়ে সজ্জিত আংটি পরিধান করা, এবং এতে কিছু কথা লেখা থাকে কুনজর থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

৭. বাড়িতে ও খামারে বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল ঝুলিয়ে রাখা।

৮. বরযাত্রী মেহমানদের গায়ে লবণ ছিটিয়ে দেয়া, বিভিন্ন দেশে এ কাজটি করা হয় বর ও কনেকে কুনজরের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য।

৯. অদ্ভুত কিছু শব্দ ও বাক্য এ বিশ্বাসে ব্যবহার করা যে, এগুলো কুনজরের কুপ্রভাব দূর করবে, যেমন বলা: *খামছা ও খুমাইশ*[১৩৯] *অথবা ইমছিকুল খাশাব* (কাঠ স্পষ্ট করা)-এ সব শব্দ এসেছে হিন্দু ধর্ম থেকে। কারণ হিন্দুরা কাঠকে পবিত্র মনে করে এবং তাদের ধারণা এ কাঠ তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

১০. গাড়িতে কিছু কথা লিখে রাখা, যেমন: "*আ'ইনাল হুসুদ ফিহা উ'দ* (হিংসুকের চোখে লাঠি) ইত্যাদি।

১১. ধুপ অসুস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এমন বিশ্বাস করা।

এগুলো তিরস্কারযোগ্য কিছু বিদয়াত বা নব্যপ্রবর্তন, আর সাধারণ মানুষ মনে করে এগুলো পালন করলে বা মেনে চললে কুনজর ও মানুষের হিংসা থেকে বাঁচা যাবে।

---

১৩৯. আরবি শব্দ খামছা মানে হল-পাঁচ; আর খুমাইশ মানে হল হাতের মতো দেখতে এক ধরনের অলঙ্কার, যা বদনজর ও হিংসার প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

www.quraneralo.net

অধ্যায় ৪

মানসিক ও স্নায়বিক রোগ

- মতিবিভ্রম
- স্নায়ু রোগ
- বিষণ্নতা
- উদ্বিগ্নতা
- ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের গুণাবলী

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ৪

মানসিক ও স্নায়বিক রোগ

মতিবিভ্রম

মতিবিভ্রম এক ধরনের মারাত্মক মানসিক রোগ। কেউ যদি মতিবিভ্রম দ্বারা পরাভূত হয়ে যায়,তাহলে তার পক্ষে এখান থেকে বের হয়ে আসা খুবই জটিল। কোনো মানুষই এটা থেকে মুক্ত নয়, মতিবিভ্রম প্রায়ই দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে জীবনে একটার পর একটা মতিবিভ্রম দেখা দেয়। এটা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তখন বাস্তবতার তুলনায় ব্যক্তির উপর মতিবিভ্রমের প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কুরআনে নির্দেশিত পন্থায় চিকিৎসার ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মানুষের স্নায়বিক রোগের পরিস্থিতি অবলোকন করা, এবং মানুষের মুখ থেকে অথবা বিভিন্ন বই পুস্ত ক থেকে এ ধরনের ঘটনার বহুল প্রসারের কারণে এ মতিবিভ্রম এখন অনেক মানুষের মনেই জীবনের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে গেঁথে যাচ্ছে। এমনকি যারা খোদাভীরু এবং নিজেদের ধর্মীয় প্রতিশ্রুতিতে অটল,তারাও মতিবিভ্রম থেকে মুক্ত নয়।

জিন ও শয়তানের অনিষ্ট নিয়ে মানুষের মনে সবসময়ই ভয় কাজ করে, আর এ ভয়ই মতিবিভ্রম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিকাংশ মানুষই একটি নির্দিষ্ট রোগ অথবা জীবনের কোনো একটি সমস্যা অথবা সাধারণ বৈবাহিক বিতর্ক অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে শুরু করে। অতঃপর তারা এসব সমস্যার পেছনের কারণ অনুসন্ধান শুরু করে এবং এক সময় সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, অমুক অমুক তার উপর কুনজর দিয়েছে।

অথবা হয়ত একজন লোক পড়ে গেল, আর তখনই তার উপর কোনো জিন আছর করে বসল, এমনও হতে পারে। এক্ষেত্রে সে তার অনুভূত লক্ষণগুলো খুলে বলবে।

তবে প্রকৃত কথা হল, যদি মতিবিভ্রম কাউকে আক্রমণ করেই বসে তবে তা হবে তার জন্য খুবই মারাত্মক সমস্যা, কারণ জিন আছর করলে তা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রুকিয়া করে সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু মতিবিভ্রম হল একটি দুষ্টচক্র। একইভাবে, কিছু কিছু লোক মনে মনে ভাবতে পারেন, তাদেরকে কেউ জাদুটোনা করেছে অথবা তাদের উপর

www.quraneralo.net

কবচ করেছে, আর সে কারণেই তাদের মধ্যে এ এ সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাদের ভাবনা আসলে দ্বিধান্বিত এবং এ কারণে তাদের জীবনও বিশৃংখলায় ভরে যায়। আর তারা বলেন যে, তাদেরকে জাদুটোনা করা হয়েছে।

মতিবিভ্রম যদি জিনের আক্রমণে অথবা জাদুটোনার কারণে হয় তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনায় দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা যাবে এবং তার জীবন হবে বিশৃংখলাময়; তার দেহের গ্রন্থিগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে না, এবং জিনে ধরা বা জাদুটোনার পূর্ণ লক্ষণ তার মাঝে ফুটে উঠবে। তার পেশীতে সঙ্কোচন বা প্রবল আক্ষেপ শুরু হতে পারে অথবা অটোসাজেশনের ফলাফল হিসেবে রোগী জ্ঞান হারাতে পারে।

উদ্বিগ্নতা ও প্রবল আতঙ্কে তার জীবন নিঃশেষ হতে শুরু করে। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে বিশৃংখলা দেখা দেয়, হৃদপেশীতে প্রবল স্নায়বিক চাপ দেখা যায় এবং শারীরিক লক্ষণগুলো প্রকট আকার ধারণ করে। এতে অসুস্থ ব্যক্তি তার হৃদপিণ্ডে ব্যথা অনুভব করে এবং ভয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ না করার কারণে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হতে শুরু করে, এবং একপর্যায়ে পুরো শরীরই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

হৃদকম্পনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং কখনো কখনো অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে, রক্তচাপ বেড়ে যায়, পরিপাকতন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করে না, পাকস্থলিতে ব্যথা শুরু হয় এবং রোগীর যৌন আকাঙ্ক্ষা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়, যার ফলে রোগী তার স্ত্রীর প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না; দেহের পেশীগুলোতে প্রবল স্নায়বিক চাপ শুরু হয় এবং মাথার পেশীর প্রসারণের ফলে মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দেয়।

সত্যিকার অর্থে, যারা কুরআনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন তাদের কাছে যারা চিকিৎসা নেয়ার জন্য শরণাপন্ন হন তারা মূলতঃ মতিবিভ্রমের শিকার। যদিও তাদের মাঝে জিনে ধরার লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতার্থে খুব অল্প কয়েকজনই জিন দ্বারা আক্রান্ত। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বানুসারে আসল সত্য হচ্ছে, চলমান উদ্বিগ্নতা তার মধ্যে সত্যিকারের শারীরিক অসুস্থতা তৈরি করে, যার ফলে রোগীর দেহে ব্যথা একটি শারীরিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়, সেটা কোনো দুশ্চিন্তা নয়। উদ্বিগ্নতা থেকে মানুষের শরীরে আলসার, বুকে তীব্র ব্যথাসহ অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যা একজনের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়, তার মধ্য থেকে উচ্চাভিলাষ দূর

www.quraneralo.net

Contents

হয়ে যায় এবং তিনি তার কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এটা তার বৈবাহিক জীবনেও বিঘ্ন ঘটায়, এবং তার জীবন মতিবিভ্রম ও ভয়ের কাছে বন্দী হয়ে থাকে।

এ সমস্যার একটি বাস্তব সমাধান রয়েছে, যদি কোনো লোক দীর্ঘদিন যাবত মতিবিভ্রমে ভোগেন তাহলে তার সমাধান মনোবিজ্ঞানে রয়েছে। আর তার এ সমস্য যদি সম্প্রতি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করবেন।

স্নায়ুরোগ

স্নায়ুরোগের সংজ্ঞা: প্রবলভাবে পেশী সংকোচনসহ প্রচুর সংখ্যক ক্লিনিক্যাল প্রকাশ থাকায় চিকিৎসকরা স্নায়ুরোগের কোনো সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেননি।

এপিলেপটিক সিজার: চিকিৎসকরা এ শব্দ দ্বারা রোগীর শরীরে হঠাৎ আক্রমণকে নির্দেশ করে থাকেন, এ আক্রমণের ফলে দেহে খিঁচুনি ও কম্পনসহ প্রবল স্নায়বিক চাপ দেখা যায়। চিকিৎসকরা এ রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। গ্রান্ড মল ও পেটিট মল। গ্রান্ডমল সিজার হলে রোগী অচেতন হয়ে যায়, আর অন্যদিকে পেটিটমল সিজার সংঘটিত হয় প্রাথমিক পর্যায়ে, যা রোগী অথবা তার আশেপাশের কেউ টের পায় না। এ সিজার তিন থেকে দশ সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং এক্ষেত্রে পেশীর সংকোচন দেখা যায় না। এটা হঠাৎ করে সংঘটিত হয়, যার ফলে রোগী হঠাৎ করে কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ করে দেয় এবং তারপর বিড়বিড় করে আবার পুরো বিস্তারিত কথা চালিয়ে যেতে থাকে, তবে তার কথার মধ্যে মনোযোগ দেখা যায় না অথবা রোগী তার মূল বিষয় থেকে দুরে সরে যায়। রোগী হঠাৎ করেই কোনো এক দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে, কিছুক্ষণ পরে আবার তার কাজে ফিরে যায়।

স্নায়ুরোগের কারণ:

এপিলেপটিক সিজারের পেছনে চিকিৎসকরা তিনটি ফ্যাক্টর দাঁড় করিয়েছেন,

১. ব্যক্তিগত সম্ভবানা ও বংশগত
২. মস্তিষ্কে সমস্যা
৩. নিউরোলজিক্যাল কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন

www.quraneralo.net

তবে এপিলেকটিক সিজারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জিনের আক্রমণ। কিন্তু এ কারণটি অনেক চিকিৎসকই স্বীকার করতে চান না, যদিও তারাই বলে থাকেন যে, কিছু স্নায়ুরোগের কারণ আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা এটা অস্বীকার করেন তাদের বেশিরভাগই আমাদের নিজেদের লোক, অথচ পাশ্চাত্যের কিছু চিকিৎসক জিনের কারণে সংঘটিত স্নায়ুরোগের কথা স্বীকার করেছেন। শায়খ আবদুল রাযিক তার *আলম আল জিন ওয়া মালাইকা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পাশ্চাত্যের অনেক বিজ্ঞানী এটা স্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে একজনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এর সদস্য ক্যারিংটন। ক্যারিংটন তার বই *মডার্ন স্প্রিচুয়াল ফেনোমেনায়* জিনের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: জিনে ধরার ঘটনা বিরল হলেও এর সত্যতা রয়েছে, এটি বাস্তব ঘটনা এবং এর সমর্থনে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা থাকার পরও বিজ্ঞান বিষয়টিকে অবজ্ঞা করতে পারে না।[১৪০]

ড. বেল তার *অ্যানালাইসিস অব আনইউজুয়াল কেইসেস ইন দ্যা ট্রিটমেন্ট অব মেনটাল এন্ড নার্ভাস ইলনেস* বইতে উল্লেখ করেছেন, আমাদের কিছু ঘটনা থাকে যা আমরা খোলাখুলিভাবে বলি বা আলোচনা করি, বিশেষ করে আত্মার আছর করার বিষয়ে, কারণ এটা মানসিক ও স্নায়বিক রোগের একটি কারণজনিত ফ্যাক্টর। আত্মার আছর করা পূর্বের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি জটিল। অতঃপর তিনি আরো বলেন: যখন অধ্যাত্মিক প্রাকটিশনারগণ আত্মায় আছর করা লোকের মধ্য থেকে শয়তানের মন্দ আত্মা বিতাড়িত ও অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন, তখন তারা চিকিৎসকদের কাছ থেকে এর জন্য ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছাড়া কিছুই পান না।[১৪১]

ড. জেমস হ্যালেসন তার বইয়ে জিনের আছর করা সম্পর্কে বলেন, এটা হল মানুষের মনের উপর স্বাধীন ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সত্ত্বা দ্বারা সংঘটিত একধরনের অস্বাভাবিক প্রভাব, সুতরাং কোনো সত্ত্বা দ্বারা মনের উপর সৃষ্ট প্রভাব তথা জিনের আছর করার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না।

---

১৪০. আলমুল জিন ওয়া মালাইকাহ, পৃ-৮২;
১৪১. আলমুল জিন ওয়া মালাইকাহ, পৃ-৮৩।

www.quraneralo.net

Contents

মানুষের মনের উপর জিনের প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি আরো যেসব চিকিৎসক স্বীকার করেছেন তারা হলেন-মিনিপলিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কার্ল ওয়াকল্যান্ড ও ড. ব্যারজ, মেডিসিন ও সার্জারিতে নোবেল জয়ী ড. অ্যালেক্সিস ক্যারেল।[১৪২]

প্রাচীনকালে স্নায়ুরোগকে বলা হত "ঐশ্বরিক অসুস্থতা" অথবা "পবিত্র অসুস্থতা", কারণ তারা মনে করতেন এ ধরনের অসুস্থতার পেছনে রয়েছে বাহ্যিক শক্তি অথবা আত্মাদের (জিনের) স্পর্শ। প্রাচীনকালের মানুষ এ রোগকে এর বিধ্বংসী ও হঠাৎ প্রকাশিত লক্ষণগুলো দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, এ রোগ সংঘটিত হয় অশুভ আত্মার প্রভাবে, যা মানুষের দেহে অথবা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে। অনেক সূত্র থেকে জানা গেছে যে, গুহামানব ও ইনকা উপজাতির মানুষের মাথার খুলিতে যে ছিদ্র পাওয়া গেছে তা স্নায়ুরোগের (এপিলেপসি) ফল, কারণ এ চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছিল মাথার এ ছিদ্র দিয়ে শয়তান বা অশুভ আত্মাকে বিতাড়িত করা। এছাড়াও প্রাচীনকালের মানুষ এ রোগের চিকিৎসার জন্য তাবিজ-কবচ, লিখিত মন্ত্র ব্যবহার করত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাজকরা এ রোগের চিকিৎসায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তারা অশুভ আত্মাদের নাম ধরে ধরে ডেকে তাদেরকে বশ করে রোগীর দেহ থেকে বিতাড়িত করতেন।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে এবং দেখিয়েও দিয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে, এবং এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই যে, স্নায়ুরোগের অনেক ক্ষেত্রেই তারা জিনদের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের কাছ থেকে রোগীর দেহ ত্যাগ করার এবং কখনো ফিরে না আসার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, যখনই রোগী অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠেছে তখন আর অসুস্থতার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এটা কোনো দ্বিধাবিভক্ত আচরণ নয়, যেভাবে অনেক সাইকোলজিস্ট পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণই যথেষ্ট।

শিশুদের স্নায়ুরোগ

শিশুদের মধ্যে যাদের স্নায়ুরোগ রয়েছে তাদের অধিকাংশই পেটিটমল সিজার, যা সাধারণত পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং ১২ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পেটিটমল সিজার পরবর্তীতে আবারো দেখা দিতে পারে

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩:

www.quraneralo.net

Contents

অথবা বয়ঃসন্ধিকালে চলে যেতে পারে অথবা এটি গ্রান্ডমল সিজার দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

ইলেক্ট্রনিক গেমস ও শিশুদের স্নায়ুরোগ

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনেক শিশুদের মাঝে স্নায়ুরোগ হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে ইলেক্ট্রনিক গেমস। মেডিক্যাল প্রতিবেদন থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক শিশুর মস্তিষ্ক ইলেক্ট্রনিক গেম থেকে নিঃসরিত মিটমিটে আলোর প্রতি সংবেদনশীল। ব্রিটেনে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার শিশু স্নায়ুরোগে আক্রান্ত এবং এদের মধ্যে শতকরা ৫ জন অসুস্থ হয়েছে শুধু ইলেক্ট্রনিক গেমের কারণে। জাপানে ২০০ শিশুর উপর পরিচালিত মেডিক্যাল পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের আগে কখনো স্নায়ুরোগ ছিল না, কিন্তু ইলেক্ট্রনিক গেম খেলার কারণে তাদের মাঝে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে ১০টি শিশু ইলেক্ট্রনিক গেমের কারণে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।[১৪৩]

যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়ে মেডিক্যাল এপিলেপসিকে আলাদা করা যায়

১. অন্যদের প্রতি রোগীর আক্রমণাত্মক মনোভাব রয়েছে।

২. সে মনে করে একমাত্র তার মতামতই সঠিক এবং সে কখনো অন্যের ভুলকে ক্ষমা করে না।

৩. তার মেজাজ ও আবেগ খুবই নিস্প্রভ এবং ধীরগতির।

৪. অনেকসময় সে কোনো ধরনের যাচাই না করেই অকারণে রেগে ফেটে পড়ে।

৫. সে প্রায়ই তার কথা ও কর্ম দ্বারা অন্যদেরকে প্রতারিত করে।

৬. সে প্রত্যাশা করে অন্যরা তার প্রতি সদয় ও উপকারী হবে।

৭. তার মেজাজ ভালোবাস ও ঘৃণা, আগ্রহ ও অনাগ্রহ, দয়ালু ও রুক্ষতার মাঝেই আবর্তিত হয়।

৮. সে খুবই সংবেদনশীল হবে এবং সহজেই ভর্ৎসনার শিকার হয়।

৯. সে সবসময় মনোঃকষ্টে ভোগে, কারণ তার মনে কোনো নিরাপত্তা ও শান্তি নেই।

---

১৪৩. মাজাল্লাতুল উলুম ওয়াল তাকনিয়াহ, আল বারনামায আল সানী, ১৭/১১/১৪১৩, ইযাহ আল মামলাকাত আল আরাবিয়্যাহ আল সাউদিয়াহ;

www.quraneralo.net

Contents

স্নায়ুরোগের চিকিৎসা

মেডিক্যাল এপিলেপসির চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসকরাও এপিলেপসি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, তারা বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্রেইনের স্ক্যান ইমেজ বিশ্লেষণ করে তারপর নির্দেশ করেন রোগীর কোন্ ধরনের চিকিৎসা দরকার, তার জন্য কি ওষুধ না কি শৈল্যচিকিৎসা না কাউন্সেলিং দরকার এসব চিকিৎসকের মতামতের উপর নির্ভর করে। চিকিৎসকরা এপিলেপসি বা স্নায়ুরোগের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব পরামর্শ দিয়ে থাকেন সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি:

১- স্নায়ুরোগীকে তার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে এমনসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে হবে, যেমন: পানিতে সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো অথবা পর্বতারোহণ ইত্যাদি।

২- সে মিটমিটে আলোর দিকে তাকাতে পারবে না, শিশুদের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক গেম এবং বড়দের ক্ষেত্রে টেলিভিশন অথবা সিনেমার স্ক্রিনের দিকে তাকানো যাবে না।

৩- রোগীর পরিবার রোগীকে নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়বেন না, ঠিক একইভাবে আবার তার সমস্যাকে খুব খাটো করেও দেখবেন না।

৪- রোগীর পরিবার রোগীর আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভর্ৎসনা, বকাবকি, অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ ও ভয় দেখানোর পথ অবলম্বন করবেন না।

৫- চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে এবং যথাসময়ে তাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

৬- রোগীকে এমন কোনো খাবার ও পানীয় দেয়া যাবে না যাতে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী উপাদান রয়েছে, যেমন ধুমপান ও উত্তপ্ত খাবার।

অন্যান্য স্নায়ুরোগ অর্থাৎ যেগুলো জিন দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে সমাধান কেবলমাত্র তাদের কাছেই পাওয়া যাবে যারা কুরআনে নির্দেশিত পন্থায় চিকিৎসা করেন।

বিষণ্নতা

বিষণ্নতা মানে হল তীব্র দুঃখবোধ। এটা বহুল বিস্তৃত মানসিক রোগ, অবশ্য একে সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত মানসিক রোগরে মধ্যে অন্যতমও বলা চলে। মৃদু মাত্রার দুঃখবোধ অথবা বিষাদময় অনুভূতির একে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক আবেগ বলা যায়, যা খুব কম মানষই এড়িয়ে চলতে পারে,

www.quraneralo.net

এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মু'মিন ব্যক্তিরাও এটা এড়াতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

গোপন পরামর্শ হল মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য শয়তান প্ররোচিত কাজ। (আল মুযাদিলাহ ৫৮: ১০)

দুঃখবোধ যদি ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে কোনো ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলে তখন তা বিষণ্নতায় পরিণত হয়।

বিষণ্নতার লক্ষণ:

১. বিষাদ ও দুঃখ অনুভব করা
২. ক্ষুধামন্দা
৩. মনোযোগের অভাব ও ভুল করার প্রবণতা
৪. ঘুমে বিঘ্ন ঘটা ও ওজন কমে যাওয়া
৫. যৌন আকাঙ্ক্ষা না থাকা

বিষণ্নতার কারণ:

১. বাহ্যিক কারণ
২. অভ্যন্তরীণ কারণ

১- বাহ্যিক কারণ

বিষণ্নতার বাহ্যিক কারণের মধ্যে রয়েছে, প্রিয়তম মানুষকে হারানো অথবা অর্থ-কড়ি অথবা সামাজিক অবস্থান হারানো। আর এ ব্যক্তির যদি তার ঈমানকে সুরক্ষিত করার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সে বিষণ্নতায় পড়ার আগে আরো কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করবে।

২- অভ্যন্তরীণ কারণ

এগুলো সংঘটিত হয় মানুষের শারীরিক গঠনে আক্রমণ করার মাধ্যমে, যেমন: মস্তিষ্কের কোষে থাইরয়েড হরমোন অথবা নির্দিষ্ট কিছু ভিটামিনের অভাব।

চিকিৎসা:

যেহেতু বিষণ্নতা একটি মানসিক রোগ, তাই এর চিকিৎসা করতে হবে কুরআনে দেখানো পদ্ধতি অনুসারে, বিশেষ করে বাহ্যিক কারণে বিষণ্নতার ক্ষেত্রে। রোগীকে আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে হবে আল্লাহর আদেশ বা ডিক্রির

www.quraneralo.net

Contents

(আল ক্বাদা ওয়াল কাদর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহর পুরষ্কারের কথা। এক্ষেত্রে সাহাবাদের জীবন থেকে উত্তম দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দুশ্চিন্তা, মনোকষ্ট ও বিষণ্নতা থেকে বাঁচার জন্য যেসব দোয়া বর্ণনা করেছেন এবং দৈনন্দিনের নির্ধারিত *যিকির* তেলাওয়াত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। দোয়াগুলো হল:

১. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, মানসিক যন্ত্রণার সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ দোয়া পাঠ করতেন:

«لا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

(আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি মহাসম্মানিত সিংহাসনের মালিক; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি আসমানসসূহের মালিক, তিনি সমগ্র জমীন ও মহিমান্বিত সিংহাসনের মালিক।)

২. জামে আত্-তিরিমিযীতে আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন কোনো কারণে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন:

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»

(হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী মহান সত্ত্বা, আমি আপনার রহমত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করছি।)

৩. আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোনো কারণে দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতেন তখন তিনি আসমানের দিকে দুই হাত তুলে পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ»

সুবহানাল্লাহিল আযীম (সকল মহিমা আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তিনি মহান)

এবং কঠিন সংগ্রামের সময় তিনি দোয়া হিসেবে পাঠ করতেন:

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»

www.quraneralo.net

Contents

"ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম" (হে চিরঞ্জীব,হে চিরস্থায়ী)

৪. সুনানে আবূ দাউদে আবূ বকর আল সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন: "যার মানসিক যন্ত্রণা রয়েছে তার জন্য প্রার্থনা হল:

«اللَّهُمَّ أَرْجُو رَحْمَتَكَ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

"আল্লাহুম্মা আরজু রাহমাতাকা ফা লা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাতা আইনিন ওয়া আসলিহ লি শা'নি কুল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"

(হে আল্লাহ, আমি আপনার দয়ার আশা করছি, আপনি চোখের এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন না, এবং আমার জীবনের সবকিছুকে সোজা করে দিন, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।)

৫. আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন:

«أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

"আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা (দোয়া) শিখিয়ে দেব না, যেগুলো তুমি বিষণ্নতার সময় পাঠ করবে? *আল্লাহ আল্লাহ রাব্বি লা উশরিকু বিহি শাইয়ান।* (আল্লাহ আল্লাহ, তিনি আমার প্রতিপালক এবং আমি তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করব না।) অন্য এক হাদীসে এসেছে এ দোয়া সাতবার পাঠ করতে হবে।

৬. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "কোনো ব্যক্তি উদ্বিগ্নতা ও দুঃখ-কষ্টে ভোগবে না এবং তিনি বলেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهِ فَرَحًا»

www.quraneralo.net

Contents

(হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দাহ, আপনার বান্দার পুত্র, আপনার নারী বান্দীর পুত্র, আমার প্রাণ আপনার হাতে, আমার উপর আপনার আদেশ চিরদিনই সম্পাদিত হবে, এবং আমার উপর আপনার ডিক্রি ন্যায়বিচারপূর্ণ। আপনি আপনার কাছে আপনার সকল নামে প্রার্থনা করছি, যে নামসমূহ আপনার কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অথবা যা আপনি আপনার সৃষ্ট জীবকে শিখিয়ে দিয়েছেন অথবা যা আপনি আপনার অদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা সংরক্ষিত করে রেখেছেন, আপনি কুরআনকে আমার জীবনের হৃদপিণ্ডে পরিণত করুন, আমার বুকের আলোতে পরিণত করুন, এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও উদ্বিগ্নতা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন।)

তাহলে আল্লাহ তার দুঃখ ও মনোঃকষ্ট দুর করে দেবেন এবং তার যখন প্রয়োজন হবে তখন তাকে আনন্দ দান করবেন।

৭. সুনান আত্ তিরমিযীতে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ»

যুন নুন যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি এ দোয়া পাঠ করেন: *"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন।"* (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, সকল মহিমা ও গৌরব আপনারই, সত্যি আমি অসৎকর্ম সম্পাদনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। (আল আম্বিয়া-৮৭) কোনো মুসলমান এ দোয়া পাঠ করে আল্লাহকে ডাকবে আর আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেবেন না এমনটা হতে পারে না।"

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

«إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ، كَلِمَةَ أَخِي يُونُسَ»

"আমি আমার ভাই ইউনুসের (আলাইহিস সালাম) কথা ছাড়া আর কোনো কথা (দোয়া) জানি না, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সময় যা বললে আল্লাহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন।"

৮. সুনানে আবূ দাউদে আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদিন মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং

www.quraneralo.net

সেখানে *আনসারদের* একজনকে দেখতে পেলেন, তার নাম আবূ উমামাহ। তিনি তাকে বললেন:

«يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ»

"হে আবূ উমামাহ আমি তোমাকে এখন মসজিদে দেখছি কেন, এখন তো নামাজের সময় না?"

তিনি বললেন: "দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝায় আমি নুয়ে পড়ছি।"

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ»

"আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব না যা পাঠ করার পর আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন?

তিনি বললেন: হ্যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)।

তিনি বললেন: বল,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

" হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়ার হাত থেকে এবং অন্য মানুষ যাতে আমাকে পরাভূত করতে না পারে, সেজন্য আপনার সাহায্য কামনা করছি।"

উমামাহ বললেন: এ দোয়া আমি পাঠ করলাম এবং এর পর আল্লাহ তা'আলা আমার দুশ্চিন্তা দুর করে দিলেন এবং আমাকে ঋণমুক্ত করলেন।

৯. সুনানে আবূ দাউদে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

www.quraneralo.net

"যে ব্যক্তি অবিরত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ তার সকল দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দেবেন এবং তাকে এমন এক উৎস থেকে অনুগ্রহ দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।"

১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন:

«مَنْ كَثُرَتْ هُمُوْمُهُ وَغُمُوْمُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

"যার অনেক দুশ্চিন্তা ও মানসিক কষ্ট রয়েছে, সে যেন বার বার তেলাওয়াত করে: *লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি* (আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই।)

বুখারী ও মুসলিম থেকে এটা প্রমাণিত যে, এ দোয়া বেহেশতের অন্যতম একটি কোষাগার। তিরমিযীতে বলা হয়েছে এটা জান্নাতের একটি দরজা।

দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, দুঃখ ও বিষণ্নতায় ভুগছেন এমন মানুষের জন্য চৌদ্দটি স্মারক (রিমাইন্ডার) রয়েছে:

১. তাওহীদুল রুবুবিয়াহ (প্রতিপালকের একত্ববাদ)

২. তাওহীদুল উলুহিয়াহ

৩. ঘোষণা করা যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সঙ্গে ভুল আচরণ করা অথবা বান্দাহকে বান্দার পক্ষ থেকে কোনো কারণ ছাড়াই শাস্তি দেয়ার উর্ধে।

৪. বান্দাহর নিজের পক্ষ থেকেই এ স্বীকৃতি দেয়া যে, সে অসৎকর্ম সম্পাদনকারী।

৫. আল্লাহর সুন্দর ও প্রিয়তম নামসমূহ দিয়ে আল্লাহর কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে সুন্দর অর্থবোধক ও গুণবাচক নামসমূহ হল-আল হাইয়ুন (চিরঞ্জীব), আল কাইউম (চিরস্থায়ী)।

৬. একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

৭. আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা।

৮. সম্পূর্ণ আস্থা আল্লাহর উপর রাখা এবং জীবনে সকল কিছু তাঁরই হাতে সোপর্দ করা, সবার জীবন একমাত্র তাঁরই হাতে এ ঘোষণা দেয়া, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী একজনের জীবন পরিচালনা করেন, তাঁর আদেশ কার্যকর হবেই এবং তাঁর ডিক্রি বা আদেশ ন্যায়বিচারপূর্ণ এ কথার স্বীকৃতি দেয়া।

www.quraneralo.net

৯. তার হৃদয়কে বিচরণ করতে দেয়া, যেন এটা সন্দেহ, অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর সন্ধানে কুরআনের বাগানে বিচরণ করছে।

১০. আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

১১. তাওবাহ করা।

১২. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

১৩. সালাত।

১৪. এ কথা স্বীকার করা যে, কারো হাতে আদৌ কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই, আর সব ক্ষমতা তাঁরই হাতে যাঁর হাতে সবার প্রাণ, যিনি সবাইকে তাঁর হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছেন।

যেসব বিষণ্নতার কারণ অভ্যন্তরীণ সেসব সমস্যার সমাধান চাইতে হবে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে, বিশেষ করে মেডিক্যাল পরীক্ষায় যদি মস্তিষ্কের কোষে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে অথবা হরমোনের ঘাটতি দেখা যায়। আর যদি স্পষ্ট কোনো মেডিক্যাল কারণ না থাকে তাহলে এ সমস্যার জন্য রুকিয়া পাঠ করাতে কোনো দোষ নেই, কারণ বিষণ্নতা হল জিনে ধরার অন্যতম একটি লক্ষণ। শেষ কথা হল, কুরআনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সাংঘর্ষিকতা নেই।

উদ্বেগ

উদ্বেগ মানে হল অস্থিরতা; এটা প্রশান্তি বা শান্ত শব্দের বিপরীত। উদ্বেগ এক ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক তথা মানসিক রোগ, এর বৈশিষ্ট্য হল- দুশ্চিন্তা, ভয় ও আতঙ্ক। তবে এটা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না সেটা অস্পষ্ট। এটা ক্রনিকও হতে পারে।

উদ্বেগ এমন একটি মানসিক ব্যাধি প্রত্যেককেই যার মুখোমুখি হতে হয়, বিশেষ করে যখন তারা বিশেষ বিশেষ কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন, তবে উদ্বেগের মোকাবিলা সবাইকে করতে হলেও এক্ষেত্রে আবার ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভেদ পরিলক্ষিত হয়, এটা নির্ভর করে তারা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে কতটা সুরক্ষিত এবং তাদের ব্যক্তিগত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাত্রা কতটুকু তার উপর। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলোর মধ্যেও বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

www.quraneralo.net

উদ্বেগের লক্ষণ:

১- হৃদপিণ্ডে ব্যথা;অনিয়মিত হৃদকম্পন

২- মৃত্যু চিন্তা এবং ভারসাম্য হারানো

৩- অবিরাম তীব্র মাথা ব্যথা

৪- অনিদ্রা;

৫- ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি ও চিন্তায় জটিলতা

এছাড়াও উদ্বেগের আরো কিছু লক্ষণ রয়েছে।

উদ্বেগের বেশ কিছু কারণ:

১- তীব্র উৎকণ্ঠা অনুভব করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে খারাপ লাগা;

২- ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং যে দ্বন্দ্বের কারণে তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না।

৩- মানসিক অথবা শারীরিকভাবে চরম পরিশ্রান্তি; যা একটি আরেকটির সঙ্গে জড়িত।

এ উদ্বেগ যত বেশি স্থায়ী হবে এটা ক্রনিক হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি, চরম পরিশ্রান্তির লক্ষণ প্রকাশিত হতে শুরু করবে এবং পাশাপাশি কিছু শারীরিক সমস্য দেখা দেবে যেমন:হৃদপিণ্ডে সমস্যা, উচ্চরক্তচাপ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে আলসার এবং আরো কিছু শারীরিক রোগ দেখা দেবে।

উদ্বেগের চিকিৎসা:

উদ্বেগ হল প্রশান্তির বিপরীত, মহান আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) হাদীসে এ রোগের প্রতিকার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

«اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝»

তারাই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমেই দিলের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়। (সূরা আল-রা'দ ১৩:২৮)

উদ্বেগের কারণ যদি হয় ভয় ও উৎকণ্ঠা তাহলে এর প্রতিকার ইসলামে রয়েছে। মানুষের ভয় তৈরি হয় তিনটি প্রধান ইস্যু থেকে: খাদ্যসংস্থান, মৃত্যু ও অভিশপ্ত অথবা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, তিনি বলেন:

﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝﴾

www.quraneralo.net

Contents

এমন অনেক জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে রিয্ক দান করেন আর তোমাদেরকেও। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। (সূরা আল আনকাবুত ২৯:৬০)

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝﴾

আল্লাহই তো রিয্কদাতা, মহা শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।

(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৮)

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝﴾

এবং আকাশে আছে তোমাদের রিয্ক আর আছে যার ও'য়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:২২)

মৃত্যু প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝﴾

তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান আর দিন-রাতের পরিবর্তন তাঁর দ্বারাই হয়, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা আল-মু'মিনুন ২৩: ৮০)

একইভাবে, অভিশপ্ত হওয়া অথবা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়া, উপকার-ক্ষতি সবই একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং অবশ্য এগুলো মানুষ তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

আর উদ্বেগের কারণ যদি হয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তাহলে আল কুরআন তাকে সত্যকে অনুসরণ করার দিকনির্দেশনা দিচ্ছে; এ পথ মানুষের ওইসব আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে, নিয়মানুবর্তি করে। মানুষের দেহ ও আত্মার যেসব আকাঙ্ক্ষা ফিতরাত বা তার স্বভাবের উপর তৈরি হয় সেগুলোকে ইসলাম কখনোই অবরুদ্ধ করে না। *সহীহ হাদীসে* আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

"আমি ঘুমাই এবং আমি জাগ্রত হই (রাতের সালাতের জন্য), আমি রোযা রাখি (কিছু দিন) এবং আমি (কিছু দিন) রোযা রাখি না, এবং আমি নারীকে বিবাহ করেছি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাবে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

কিন্তু সবকিছুই সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক উপায়ে করতে হবে।

একইভাবে সকল ইবাদাত যেমন: সালাত, আল্লাহর যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয় এবং এর মাধ্যমেই মহান

www.quraneralo.net

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সঙ্গে বান্দার সুন্দর সংযোগ ও সম্পর্ক তৈরি হয়। এ ইবাদাত মানুষকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে, তার মন থেকে সকল ভয়-আতঙ্ক দূর করে এবং তাকে একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেয়, কারণ ইবাদাতের মাধ্যমেই বান্দার সঙ্গে সেই সৃষ্টি কর্তা ও প্রতিপালকের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয় যার হাতে রয়েছে তার প্রাণ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যদি কোনো কারণে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন তাহলে বলতেন:

«أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ»

"হে বেলাল, চল আমরা সালাতের মধ্যে স্বস্তি খুঁজে নেই।"

এবং তিনি বলতেন:

«جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيَ فِي الصَّلَاةِ»

"সালাতেই আমার আনন্দ।"

অর্থাৎ সালাতের মাঝেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর স্বস্তি ও আনন্দ ছিল।

কুরআন ও সুন্নাহ হল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, এতে রয়েছে অসুস্থতার এমন প্রতিরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা যা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে দূরীভূত করে দেয়।

ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের গুণাবলী

ঈমানের শাখাসমূহ: সেই আল্লাহভীরু মু'মিন যিনি ঈমানের সকল শাখা অনুসরণ করেন। আমরা যদি প্রধান উপাদান ও শাখাসমূহসহ ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ করতে চাই, তাহলে এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শব্দ হিসেবে পাব *তাকওয়া*। আল্লাহভীরু মু'মিন যিনি ঈমানের সকল শাখা অনুসরণ করেন তিনি আল্লাহ যা তাকে করার জন্য আদেশ করেন তা পালন করেন এবং আল্লাহ যা তাকে করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকেন।

শাখা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর অংশ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»

"ঈমানের রয়েছে সত্তরটিরও বেশি শাখা, এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* -এ সাক্ষ্য দেয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে

www.quraneralo.net

মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছু সরিয়ে ফেলা। আর *হায়া* (নম্রতা ও লজ্জা) হল ঈমানের অঙ্গ।"

ঈমানের সকল শাখা অনুসরণ করা সবচেয়ে বেশি দরকার সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, জিনের আক্রমণ এবং কুনজর ও জাদুটোনার কারণে সৃষ্ট অসুস্থতাসহ সকল অসুখ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য তাকে জানতে হবে আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশ ও নিষেধ।

ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা অর্জনে সহায়ক গুণের তালিকা

ঈমানের শাখাসমূহ:

১- আল্লাহর প্রতি ঈমান: তাঁর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাস, তাঁর গুণাবলীর পরিশুদ্ধতার প্রতি, এ বিশ্বাস করা যে, তিনি ব্যতিত মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয়েছে।
২- আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) প্রতি বিশ্বাস
৩- আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
৪- ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
৫- আল্লাহর আদেশের প্রতি বিশ্বাস
৬- বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস
৭- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা
৮- আল্লাহর প্রতি ভয়
৯- আল্লাহর প্রতি ভরসা
১০- আল্লাহর প্রতি আস্থা
১১- আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) প্রতি ভালোবাসা
১২- আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) সম্মান ও শ্রদ্ধা করা এবং তার সুন্নাহ অনুসরণ করা
১৩- ইবাদাতে আন্তরিকতা এবং কোনো লোক দেখানো ইবাদাত নয়
১৪- তাওবাহ
১৫- আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়
১৬- ধৈর্য্য
১৭- দয়া ও করুণা
১৮- *হায়া* (লজ্জা ও নম্রতা)

www.quraneralo.net

১৯- কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কুরআনের প্রতি সম্মান দেখানো
২০- জ্ঞানার্জন করা এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া
২১- জ্ঞান প্রচার করা এবং অন্যদেরকে শিখানো
২২- দোয়া
২৩- যিকির (আল্লাহর স্মরণ) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা
২৪- নিজের জিহ্বা সংযত করা এবং অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা
২৫- শারীরিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা
২৬- ফরয ও নফল সালাত আদায় করা
২৭- ফরয ও নফল যাকাত আদায় করা
২৮- ফরয ও নফল রোযা রাখা
২৯- ফরয ও নফল হজ আদায় করা
৩০- ই'তিকাফ
৩১- আল্লাহর পথে জিহাদ
৩২- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সীমান্ত পাহারা দেয়া
৩৩- দ্বীন তথা ধর্মের অঙ্গীকারের প্রতি সতর্ক থাকা
৩৫- ওয়াদা পূর্ণ করা
৩৬- ওয়াদা রক্ষা করা
৩৭- আস্থা পরিপূর্ণ করা
৩৮- জনসাধারণের বিপক্ষে অপরাধ নিষিদ্ধকরণ
৩৯- হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা
৪০- মিতব্যয়ী হওয়া
৪১- সম্মান বজায় রাখা
৪২- ভালো কাজে সন্তুষ্ট থাকা এবং খারাপ কাজে দুঃখিত হওয়া
৪৩- শাসকের আনুগত্য করা
৪৪- ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং খারাপ কাজের নিষেধ করা
৪৫- ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা
৪৬- ইজমা'র (ইসলামের প্রধান ধারা) পথে অটল থাকা
৪৭- ন্যায়পরায়ণ হওয়া
৪৮- পিতামাতাকে সম্মান করা
৪৯- আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা

www.quraneralo.net

৫০- উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি থাকা
৫১- মানুষের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া
৫২- সীমা নির্ধারণ থেকে দূরে থাকা
৫৩- আল্লাহর আদেশ প্রতিষ্ঠা করা
৫৪- প্রতিবেশির প্রতি সম্মান প্রদর্শন
৫৫- সালামের উত্তর দেয়া
৫৬- রোগীর সঙ্গে দেখা করা
৫৭- কারো হাঁচির জবাবে *ইয়ারহামুকাল্লাহ* (আল্লাহর আপনার প্রতি রহম করুন) বলা
৫৮- অতিথিকে সম্মান করা
৫৯- কঠোর তপস্যা করা (জুহুদ)
৬০- আত্মরক্ষামূলক ঈর্ষা (গীরাহ)
৬১- উদারতা
৬২- ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি সম্মান
৬৩- নিজের জন্য যা পছন্দ তা ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা
৬৪- ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাক এবং সঠিকভাবে ব্যয় করা।
৬৫- হালাল উপার্জন নিশ্চিত করা
৬৬- মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা
৬৭- মৃতের জানাযায় অংশ নেয়া
৬৮- অন্যের পাপ বা দোষ গোপন করা
৬৯- শিশুর অধিকার রক্ষা করা
৭০- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা
৭১- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ঘৃণা করা
৭২- বিনম্রতা
৭৩- অনর্থক সময় নষ্ট না করা
৭৪- কুফরি পরিহার করা
৭৫- অন্যদেরকে ধর্মীয় অঙ্গিকারের প্রতি আহ্বান জানানো
৭৬- আল্লাহর আদেশ বা তকদিরকে মেনে নেয়া
৭৭- রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে ফেলা

ঈমানের শাখার কথা বলা হয়েছে এমন বেশ কিছু হাদীস থেকে এ তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

www.quraneralo.net

Contents

ইমাম শাতিবী (রহ.) কিছু আদেশ ও নিষেধের তালিকা তৈরি করেছেন, যার মধ্যে প্রত্যেকটি ভালো কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেসব কাজ করার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে, একইভাবে প্রত্যেকটি মন্দ কাজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ তালিকায়, যেগুলো না করার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে, তবে এ তালিকায় নির্দিষ্ট প্রকৃতির কিছু উল্লেখ করা হয়নি, যেমন সালাত ও যাকাত, হুদুদের মাধ্যমে শাস্তিযোগ্য পাপ পরিহার করা, নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যেগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আমি যা অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি তা হল প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ। এ তালিকা আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের পথ প্রদর্শন করছে এবং এ তালিকা আমাদেরকে নফল ইবাদাত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আহবান করছে।

আল শাতিবী তার তালিকায় যেসব আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো এখানে তুলে ধরা হল:

সাধারণ পরিভাষায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

১. ন্যায়বিচার
২. দয়া
৩. ওয়াদা পূর্ণ করা
৪. সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন
৫. অজ্ঞদের থেকে দূরে থাকা
৬. ধৈর্য্য
৭. শুকরিয়া
৮. আত্মীয়, দরিদ্র ও অভাবীকে সহায়তা করা
৯. ব্যয় করা ও পরিহার করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা
১০. উত্তম পন্থায় কারো ডাকে সাড়া দেয়া
১১. আল্লাহ ভীতি
১২. আল্লাহর প্রতি ভরসা
১৩. আল্লাহর প্রতি আত্ম-নিয়োগ
১৪. ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সঠিক থাকা

www.quraneralo.net

১৫. সহজ ও সোজা পথ অনুসরণ করা
১৬. আল্লাহকে স্মরণ করা
১৭. ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া
১৮. আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া
১৯. আল্লাহকে ভয় করা
২০. মু'মিনদের প্রতি বিনম্রতা প্রদর্শন
২১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াহ
২২. মু'মিনদের জন্য দোয়া করা
২৩. আন্তরিকতা
২৪. বৈষয়িক সবকিছু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা
২৫. অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা
২৬. আস্থা বজায় রাখা
২৭. রাত জেগে সালাত আদায় করা (কিয়ামুল লাইল)
২৮. দোয়া ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা
২৯. আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা
৩০. পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে বেশি চিন্তিত না হওয়া
৩১. পরকালের অন্বেষণ করা
৩২. আল্লাহমুখী হওয়া
৩৩. ভালো কাজের আদেশ দেয়া
৩৪. মন্দ কাজের নিষেধ করা
৩৫. তাকওয়া
৩৬. বিনম্রতা
৩৭. আল্লাহর কাছে প্রয়োজন প্রকাশ করা
৩৮. আত্মার পরিশুদ্ধি
৩৯. সত্যানুসরণ করে শাসন করা
৪০. ভালো কিছু অনুসরণ করা
৪১. তাওবাহ
৪২. আল্লাহকে ভয় করা
৪৩. কোনো কিছু করার সময় যাচাই করা
৪৪. অজ্ঞদেরকে পরিহার করা

www.quraneralo.net

৪৫. শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা
৪৬. আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা
৪৭. অন্যদেরকে সতর্ক করা
৪৮. আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলা
৪৯. কুরআন তেলাওয়াত করা
৫০. সত্যের পথে সহযোগিতা করা
৫১. আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা
৫২. পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা করা
৫৩. সবসময় আন্তরিক থাকা
৫৪. আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এ কথা স্মরণ রাখা
৫৫. সত্য কথা বলা
৫৬. ভালো কাজ করার জন্য তাড়াহুড়া করা
৫৭. ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা
৫৮. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা
৫৯. বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) বাণীর শরণাপন্ন হওয়া
৬০. আল্লাহর আদেশের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা
৬১. দৃঢ় থাকা
৬২. নিরবতা বজায় রাখা
৬৩. আল্লাহর উপর নির্ভর করা
৬৪. মানুষের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া
৬৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা
৬৬. কুফরির ক্ষেত্রে কর্কশ হওয়া
৬৭. মু'মিনদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন
৬৮. সেবামূলক কাজ ও দান[১৪৪]

বড় গুনাহর তালিকা

১. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা
২. ছোট শিরক (প্রদর্শনেচ্ছা)
৩. সুপ্ত ক্রোধ, আক্রোশ ও হিংসা
৪. ঔদ্ধত্য, আত্ম-গৌরব ও প্রদর্শনেচ্ছা

১৪৪. আল-মুওয়াফ্ফাকাত লিশ-শাত্বিবী ৩/১৩৫

www.quraneralo.net

৫. অন্যকে বঞ্চিত করা
৬. প্রতারণা করা
৭. অন্যদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা
৮. ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা করে মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়া
৯. অনর্থক কাজে নিমজ্জিত হওয়া
১০. লোভ
১১. দারিদ্র্যের ভয়
১২. তকদিরের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করা
১৩. ধনী লোকদের দিকে তাকানো এবং শুধুমাত্র ধনসম্পদের কারণে তাদের সম্মান করা
১৪. দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্রকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা
১৫. কৃপণতা
১৬. পার্থিব অর্জন নিয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং প্রদর্শনেচ্ছা
১৭. হারাম অলঙ্কার দিয়ে অন্যের জন্য নিজেকে সজ্জিত করা
১৮. ধর্মীয় নীতির সঙ্গে আপোষ করা
১৯. যা একজন লোক করেনি তার জন্য প্রশংসা করা
২০. নিজের দোষকে অবজ্ঞা করে অন্যের দোষ খোঁজা
২১. আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া
২২. আল্লাহর দ্বীন ব্যতিত অন্য কোনো ধর্মের জন্য শক্তিশালী অনুভূতি
২৩. আল্লাহর আদেশ বা ডিক্রি মেনে না নেয়া
২৪. সঠিক কাজ না করা এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে না চলা
২৫. আল্লাহর কোনো বান্দাহকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা
২৬. নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর চলা, এবং সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া
২৭. প্রতারিত ও বঞ্চিত করা
২৮. এ দুনিয়ার জীবনকে বেশি প্রত্যাশা করা
২৯. গোয়ার্তুমি করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা
৩০. মুসলিমদের নিয়ে খারাপ চিন্তা করা
৩১. নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়ায় সত্যকে গ্রহণ না করা, অথবা সত্যবাদীদেরকে ঘৃণা করা
৩২. পাপ কাজে আনন্দিত হওয়া

www.quraneralo.net

Contents

৩৩. পাপে নিমজ্জিত হওয়া
৩৪. ইবাদাত করে প্রশংসা পেতে পছন্দ করা
৩৫. এ দুনিয়ার জীবনে পরিতৃপ্ত হওয়া
৩৬. আল্লাহ ও পরকাল ভুলে যাওয়া
৩৭. কেউ অপরাধ করলে তাতে রাগান্বিত হওয়া এবং কেউ ভুল করে বসলে প্রতিশোধ নেয়া
৩৮. অনবরত পাপ করে যাওয়া এবং পাশাপাশি আল্লাহর দয়া করুণার উপর নির্ভর করে আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা
৩৯. আল্লাহর দয়া ও করুণায় হতাশ হওয়া
৪০. আল্লাহকে নিয়ে বাজে চিন্তা করা
৪১. আল্লাহর করুণায় হতাশ হওয়া
৪২. দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য জ্ঞান অর্জন করা
৪৩. জ্ঞান গোপন করা
৪৪. জানা অনুসারে আমল না করা
৪৫. অহঙ্কারবশত নিজের জ্ঞান প্রচার করা
৪৬. বিদ্বানদের অবস্থান খাটো করে দেখা এবং তাদের মর্যাদাহানি করা
৪৭. আল্লাহ সম্পর্কে সুচিন্তিত মিথ্যা বলা
৪৮. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে সুচিন্তিত মিথ্যা বলা
৪৯. খারাপ পথ প্রবর্তন করা
৫০. সুন্নাহ পরিত্যাগ করা
৫১. তকদিরে বিশ্বাস না করা
৫২. ওয়াদা পূরণ না করা
৫৩. খারাপ কাজকে ভালোবাসা
৫৪. সৎ ও খোদাভীরু লোককে ঘৃণা করা
৫৫. আল্লাহর ঘনিষ্ট বন্ধুদের বিরুদ্ধে অন্যায় করা এবং তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা
৫৬. যুগ বা সময়কে অভিশাপ দেয়া
৫৭. এমন কোনো কথা বলা যা বড় ধরনের বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হতে পারে
৫৮. অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েও অকৃতজ্ঞ থাকা
৫৯. মানুষ যাতে আপনাকে ভয় করে সেজন্য খারাপ আচরণ করা এবং অশালীন ভাষায় কথা বলা

www.quraneralo.net

সাধারণ পরিভাষায় নিষিদ্ধ কাজের তালিকা

যেসব কাজ সাধারণ পরিভাষায় পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইমাম শাতিবী ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর তালিকা তৈরি করেছেন:

১. জুলুম (অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার)
২. অনৈতিকতা
৩. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা
৪. ভ্রষ্ট পথে নিজেকে পরিচালিত করা
৫. অপচয় করা
৬. কৃপণতা
৭. পাপ
৮. অবহেলা
৯. ঔদ্ধত্য
১০. পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত হওয়া
১১. আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা
১২. নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য দলাদলি করা
১৩. সীমালঙ্ঘন করা এবং আল্লাহর দয়া বা করুণায় হতাশ হওয়া
১৪. আল্লাহর অনুগ্রহে অকৃতজ্ঞ হওয়া
১৫. এ দুনিয়ার জীবন নিয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হওয়া
১৬. পার্থিব সম্পদ অর্জন নিয়ে গর্ববোধ করা
১৭. এ পৃথিবীর জীবনকেই ভালোবাসা
১৮. ওজনে কম দেয়া
১৯. পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়া
২০. পূর্বপুরুষদের অন্ধানুকরণ করা
২১. ক্ষমতার অপব্যবহার করা
২২. পাপকারীদের সঙ্গে থাকায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা
২৩. আল্লাহর স্মরণ বিমুখ হওয়া
২৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা
২৫. মন্দ কাজ করা
২৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া
২৭. অপচয়

www.quraneralo.net

২৮. অনুমানভিত্তিক কাজ করা
২৯. অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে চলাচল করা
৩০. যিনি নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করে তার কথা মেনে চলা
৩১. ইবাদাতে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা
৩২. ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করা
৩৩. অন্যদেরকে আল্লাহর পথ অনুসরণে বাধা দেয়া
৩৪. অপরাধ করা
৩৫. বিস্মরণ প্রবণতা
৩৬. সীমালঙ্ঘন
৩৭. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া
৩৮. মিথ্যা বলা
৩৯. ধর্মীয় চরমপন্থা অবলম্বন করা
৪০. হতাশ হওয়া
৪১. প্রদর্শনেচ্ছা
৪২. দুনিয়ার জীবনে পরিতৃপ্ত হওয়া
৪৩. নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করা
৪৪. কারো উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া
৪৫. আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে হাসি-তামাশা করা
৪৬. দোয়া করার পর দ্রুত জবাব আশা করা
৪৭. নিজ প্রশংসা করা
৪৮. নাম স্মরণ করা
৪৯. লোভ
৫০. আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া
৫১. সংশয়
৫২. অন্যদেরকে আনুকূল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া
৫৩. কৃপণতা
৫৪. কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া
৫৫. সালাতের বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া
৫৬. প্রদর্শনেচ্ছা
৫৭. অন্যদেরকে ধার না দেয়া
৫৮. খুব অল্প দামে আল্লাহর নিদর্শন বিক্রি করে দেয়া
৫৯. সত্যকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করা

www.quraneralo.net

৬০. জ্ঞান গোপন করা
৬১. নির্দয় বা পাষাণ হওয়া
৬২. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা
৬৩. সুচিন্তিতভাবে প্রাণঘাতি কাজের ঝুঁকি নেয়া
৬৪. বিরক্তির সঙ্গে সেবামূলক কাজ করা
৬৫. দ্ব্যর্থবোধক বই বা কথা অনুসরণ করা
৬৬. কাফিরদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা
৬৭. যা করা হয়নি তার জন্য প্রশংসা কামনা করা
৬৮. হিংসা
৬৯. আল্লাহর আইন মেনে নিতে অস্বীকার করা
৭০. অত্যাচারীর আইন মেনে নেয়া
৭১. শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের সামনে নিজেকে দুর্বল মনে করা
৭২. নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাপের অভিযোগ করা
৭৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা করা
৭৪. মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করা
৭৫. সহজ সরল পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া
৭৬. প্রকাশ্যে খারাপ কথা উচ্চারণ করা
৭৭. সীমালঙ্ঘন ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা
৭৮. আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো আইন দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করা
৭৯. শরীয়াহ্ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলার জন্য ঘুষ গ্রহণ করা
৮০. মন্দ কাজের আদেশ দেয়া
৮১. ভালো কাজে নিষেধ করা
৮২. আল্লাহকে ভুলে যাওয়া
৮৩. প্রতারণা করা
৮৪. মনে সন্দেহ পোষণ করে আল্লাহর ইবাদাত করা
৮৫. অন্যদের নিয়ে খারাপ চিন্তা করা
৮৬. গুপ্তচরবৃত্তি করা
৮৭. অন্যের কুৎসা রটনা করা
৮৮. মিথ্যা শপথ করা

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ৫

মন্দ ও ধুর্ত অত্যাচারী শাসকের বিপরীতে শক্তিশালী সুরক্ষা

- সকাল ও সন্ধ্যায় *যিকির* করা
- বিভিন্ন ধরনের *যিকির*

www.quraneralo.net

অধ্যায়: ৫

মন্দ ও ধূর্ত অত্যাচারী শাসকের বিপরীতে শক্তিশালী সুরক্ষা

সকাল ও বিকালে যিকির

প্রত্যেক মুসলমানের ফজর ও আসরের সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট যিকির তেলাওয়াত করা উচিত। এ দুই সময়ে যারা এসব যিকির তেলাওয়াত করবে তাদের জন্য এ যিকির হবে শক্তিশালী দুর্গের মতো এবং শয়তান তাকে আক্রমণের কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। *আল-ফাতিহা: (আয়াত:১-৭)*

﴿الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾

আলিফ, লাম, মীম। এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম। *(সূরা আল বাকারা:১-৫)*

www.quraneralo.net

Contents

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুনাময়, অতি দয়ালু। *(সূরা বাকারা: ১৬৩)*

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

(সূরা বাকারা:২৫৫)

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝﴾

রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে,

www.quraneralo.net

Contents

'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।

(সূরা: বাকারা ২:২৮৫-২৮৬)

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।

(সূরা: আল ইমরান ৩:১৮)

﴿اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۘ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝﴾

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর, তিনি

www.quraneralo.net

সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আর তাঁকে ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা নিয়ে ডাকতে থাক, আল্লাহ্‌র দয়া তো (সব সময়) তাদের নিকটে আছে যারা সৎ কাজ করে। *(আল-আ'রাফ ৭:৫৪-৫৬)*

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۝﴾

তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু। । এ সত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও– আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তাঁর উপরই আমি ভরসা করি, তিনি হলেন মহান আরশের মালিক। *(সূরা তাওবাহ ৯:১২৮-১২৯)*

﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۝وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ۝يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ۝﴾

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন্তকে বের করেন মৃত থেকে আর মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে। যমীনকে তিনিই পুনরায় জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর, এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। *(সূরা-রূম ৩০:১৭-১৯)*

﴿وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا۝فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا۝فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا۝اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۝رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ۝اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ۝وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ۝لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ۝دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ۝اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۝﴾

www.quraneralo.net

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো, অতঃপর যারা ধমক দিয়ে তিরস্কার করে তাদের শপথ, আর যারা (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র আবৃত্তিতে লিপ্ত, তোমাদের প্রকৃত ইলাহ অবশ্য একজন। যিনি আসমান, যমীন আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে এবং সকল উদয় স্থলের মালিক। আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি, আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। যার ফলে তারা উচ্চতর জগতের কিছু শুনতে পারে না, চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিণ্ড) (তাদেরকে) তাড়ানোর জন্য। তাদের জন্য আছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু নেয়। *(আস-সাফফাত ৩৭:১-১০)*

﴿حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝﴾

হা-মীম। এ কিতাব নাযিল হয়েছে মহা প্রতাপের অধিকারী সর্ব আল্লাহ্‌র নিকট হতে। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবাহ কবূলকারী, কঠে শাস্তিদাতা, বড়ই অনুগ্রহশীল, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নে প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। *(গাফির ৪০:১-৩)*

﴿يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝﴾

হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পার তাহলে অতিক্রম কর, কিন্তু (আল্লাহ্‌র) প্রমাণপত্র ছাড়া তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'মাতকে অস্বীকার করবে? (অতিক্রম করতে চাইলে) তোমাদের দিকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

(সূরা আর রাহমান ৫৫:৩৩-৩৫)

﴿أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾

আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলিমি মিনাশ শায়তানির রাযিম

(আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজান্তা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) তিনবার পাঠ করতে হবে।

www.quraneralo.net

Contents

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝﴾

আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান। (সূরা আল হাশর ৫৯:২১-২৪)

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝﴾

(তিনি) পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বময় কর্তা, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি তোমার কার্য সম্পাদনকারী বানিয়ে লও। (সূরা আল মুযাম্মিল ৭৩:৯)

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾

বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।(সূরা ইখলাস: তিনবার)

www.quraneralo.net

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝﴾

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক: তিনবার)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝﴾

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (এ কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে। (সূরা নাস: তিনবার)

«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

"বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মা 'আসমিহি শাইয়ান ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামায়ী ওয়া হুওয়াস সামিউল 'আলীম।"

(পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, যার নামে পৃথিবী ও আসমানে কোনো ধরনের অনিষ্ট হয় না, এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা মহান আল্লাহ) তিনবার।

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

আউযু বি কালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব

(আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

আউযু বি কালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন গাযাবিহি ওয়া 'ইকাবিহি ওয়া মিন শাররি ই'বাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়তান ওয়া আঁইয়্যাহযুরুন।

www.quraneralo.net

(আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ ও কঠোর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর বান্দার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে।

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»

(আমি আল্লাহ তা'আলার এমন উত্তম কথার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোনো ধর্মভীরু অথবা কোনো অসৎকর্ম সম্পাদনকারী উপলব্ধি করতে পারে না, সেই বাণী দিয়ে আমি সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব দান করেছেন, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অনিষ্ট যা জমিন থেকে আসমানে আরোহণ করে, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেইসব অনিষ্ট থেকে যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সব অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, আশ্রয় প্রার্থন করছি রাত ও দিনের আবর্তন থেকে, এবং যেসব অনিষ্ট রাতে নেমে আসে সেগুলো থেকে, তবে ব্যতিক্রম সেগুলো যেগুলো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, হে পরম করুণাময়। (হে আল্লাহ, হে আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আপনার প্রতি আমার সকল আস্থা এবং আপনি পবিত্র আরশীল আযীমের মালিক। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা কখনোই ঘটে না। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো শক্তি নেই। আমি জানি আল্লাহ তা'আলা সব করতে সক্ষম, চারপাশে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহর জ্ঞাতসারে এবং তিনি সব কিছুই গণনা করেছেন।)

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي

www.quraneralo.net

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ , اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ , اللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ»

"(হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার নিজের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং প্রত্যেক সৃষ্টিজীবের অনিষ্টতা থেকে যাদের প্রাণ আপনার হাতে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ কামনা করছি। হে আল্লাহ আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কল্যাণ কামনা করছি আমার দ্বীনি ও বৈষয়িক বিষয়ে, আমার পরিবার ও আমার ধন-সম্পদের। হে আল্লাহ আপনি আমার দোষ গোপন করুন এবং আমি যা ভয় পাই তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে সামনে থেকে, পেছন থেকে, আমার ডান দিক ও বাম দিক থেকে এবং উপর থেকে সুরক্ষিত করুন, এবং নিচ থেকে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে আমি আপনার মহত্বের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)"

«اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلا أَنْتَ»

(হে আল্লাহ আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দাহ, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার প্রতি যথাসাধ্য বিশ্বস্ত। আমি আপনার কাছে আমার কৃত সকল মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি আমাকে যত অনুগ্রহ দান করেছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার সকল পাপ আপনার কাছে স্বীকার করছি। তাই আমি এখন আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কারণ আপনি ছাড়া আমার পাপ আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।)"

«آمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ»

www.quraneralo.net

"(আমি একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং আমি সকল মিথ্যা দেব-দেবীকে অবিশ্বাস করছি এবং আমি সবচেয়ে আস্থাভাজন হাত ধরেছি শক্ত করে যা কখনো ভেঙ্গে যাবে না এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজান্তা।)"

«أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

(আমি মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এবং আমি তাঁরই কাছে তাওবা করি।) এ দুআ তিনবার পাঠ করতে হবে।

«رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ»

(আমরা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে (ﷺ) আমাদের নবী হিসেবে পেয়ে পরিতৃপ্ত; আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; তারই প্রতি আমার সকল আস্থা এবং তিনিই শক্তিশালী সিংহাসনের মালিক।)-এ দুয়া পাঠ করতে হবে সাত বার।

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ্ ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

"(আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো সহযোগী বা অংশিদার নেই; সকল কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম)"-একশ বার।

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি"

(সকল মহিমা ও প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার)-একশত বার।

«أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

"আসতাগফিরুল্লাহি ওয়া আতুবু ইলাইহি"

www.quraneralo.net

(আমি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা চাইছি এবং আমি তাঁরই কাছে তাওবাহ করি)-একশত বার।

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহিম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহিম ওয়া আ'লা আ'লি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।"

(হে আল্লাহ, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে আপনি দয়া প্রেরণ করেছিলেন হযরত ইবরাহিম (عليه السلام) ও তাঁর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের উপর বারাকাত নাযিল করুন, যেমনিভাবে আপনি বরকত দান করেছিলেন ইবরাহিম (عليه السلام) ও তাঁর পরিবারের উপর। সকল প্রশংসা আপনার, মহিমায় পরিপূর্ণ আপনার সত্ত্বা।)-দশ বার।

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়াযিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।"

(সকল মহিমা ও গৌরব মহান আল্লাহ তা'আলার এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, (যত বড়) তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা, তাঁর সন্তুষ্টির মাত্রা, তাঁর কর্তৃত্ব ও (তাঁর অগণিত অনুগ্রহের কথা লেখার জন্য দরকারি)কালির, এবং তাঁর (উপস্থিতি, সর্বশক্তিমানতা ও দয়ার) নিদর্শনাবলীর ওজন।)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (وَفِي الْمَسَاءِ أَمْسَيْتُ) أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»

www.quraneralo.net

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু (ওয়া ফিল মাসাই ইয়া কুলুঃ আমসাইতু) উশহিদুকা ওয়া উশহিদু মালাইকাতাকা ওয়া হামালাতা 'আরশিকা ওয়া জামিআ' খালক্বিকা আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুকা ওয়া রাসূলুকা"।

(হে আল্লাহ আমি প্রত্যুষে উপনীত হতে পেরেছি (যেমনিভাবে আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছিলাম), আমি আপনার, আপনার ফেরেশতাগণের এবং আপনার মহান সিংহাসনের বাহনের সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, আপনি একক, আপনার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনার প্রেরিত বান্দাহ ও রাসূল।)-এ দোয়া চারবার পাঠ করতে হবে।

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ (وَفِي الْمَسَاءِ يَقُوْلُ: أَمْسَى) بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (فِي الْمَسَاءِ يَقُوْلُ: أَمْسَيْتُ) مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»

"আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর আল্লাহুমাম্মা আসবাহা (ওয়া ফিল মাসাই ইয়া কুলুঃ আমসা) বি মিন নি'মাতি ওয়া বি আহাদিম মিন খালকিহি ফামিনকা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা ফা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু ((ওয়া ফিল মাসাই ইয়া কুলুঃ আমসাইতু) মিনকা ফি নি'মাতিন ওয়া আ'ফিহি ওয়া সিতরিন ফা আতিম্মা আলাইয়্যা নি'মাতাকা ওয়া আ'ফিয়াতাকা ওয়া সিতরাকা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।"

(হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইচ্ছায় সকালে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই ইচ্ছায় সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আপনারই ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি এবং মারা যাই, এবং আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। প্রতি সকালে আমি যে অনুগ্রহ পাই বা আপনার প্রত্যেক সৃষ্টি যে অনুগ্রহ লাভ করে তা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই আসে এবং আপনার কোনো

www.quraneralo.net

সহযোগী বা অংশিদার নেই। সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া আপনার প্রতি। হে আল্লাহ আমি আপনার অনুগ্রহ, কল্যাণ ও আপনার কাছ থেকে গোপনীয়তা নিয়ে সকালে (সন্ধ্যায়) উপনীত হয়েছি, সুতরাং (হে আল্লাহ) আপনি এ দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য আপনার অনুগ্রহ, কল্যাণ ও গোপনীয়তা পূর্ণ করুন।)-তিনবার।

«أَصْبَحْنَا (وَفِي الْمَسَاءِ يَقُوْلُ: أَمْسَيْنَا) عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، أَصْبَحْنَا (أَمْسَيْنَا) وَأَصْبَحَ (أَمْسَى) الْمُلْكُ لِلَّهِ، والحمد لله لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ ، (وَفِي الْمَسَاءِ يَقُوْلُ: اللَّيْلَةَ) وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ، (وَفِي الْمَسَاءِ يَقُوْلُ: اللَّيْلَةَ) وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ سُوءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ»

"আসবাহনা (ওয়া ফিল মাসাই ইয়া কুলু: আমসাইনা) আ'লা ফিতরাতিল ইসলাম ওয়া আ'লা কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া আ'লা দ্বীনি নাবিইয়িনা মুহাম্মাদ (ﷺ) , ওয়া আ'লা মিল্লাতি আবি না ইবরাহিমা হানিফান মুসলিমান ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীনা, আসবাহনা (আমসাইনা) ওয়া আসবাহা (আমসা) আল মুলকুল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির, রাব্বি আসআলুকা খাইরা হাযাল ইয়াওমি (ওয়া ফিল মাসায়ি ইয়াকুলু: লাইলাতি) ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি হাযাল ইয়াওমি (ওয়া ফিল মাসায়ি ইয়াকুলু: লাইলাতি) ওয়া শাররি মা বা'দাহু, রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবি ফিন নারি, ওয়া আযাবি ফিল ক্বর।"

(আমরা ইসলামের *ফিতরাহ* (স্বভাব), খাঁটি ঈমানের কথা এবং আমাদের মহানবী মুহাম্মাদের (ﷺ) ধর্ম এবং আমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহিমের (আলাইহিস সালাম) ধর্মের উপর জেগে উঠি, যিনি (ইবরাহিম) ছিলেন

www.quraneralo.net

একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ও খাঁটি ঈমানদার এবং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশিদার করেছে। আমরা প্রত্যুষে উপনীত (সন্ধ্যায়) হয়েছি, এবং এ প্রত্যুষেই বলছি সকল সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলার, এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো সহযোগী বা অংশিদার নেই। সকল কর্তৃত্ব তাঁর, সকল প্রশংসার মালিক তিনি এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে এ দিনের (রাত) এবং এর পরে যা আসে তার কল্যাণ কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার কাছে অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি ও কবরের কঠিন আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

«أَصْبَحْنَا (أَمْسَيْنَا) وَأَصْبَحَ (أَمْسَى) الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يَضْحَى فِيهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ»

"আসবাহনা (আমসাইনা) ওয়া আসবাহা (আমসা) আল মুলকুল্লাহি ওয়াল কিবরিয়াউ, ওয়াল আ'যামাতু ওয়াল খালকু ওয়াল আমরু ওয়াল লাইলু ওয়ান নাহারু ওয়া মা ইয়াদ্হা ফিহিমাল্লাহি ওয়াহদাহু।"

(আমরা প্রত্যুষে (সন্ধ্যায়) উপনীত হয়েছি এবং সকল কর্তৃত্ব, গৌরব, শক্তি, সৃষ্টির ক্ষমতা, আদেশ, রাত ও দিন এবং এর আবর্তনে যা কিছু ঘটে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।)

«اللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا، أَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»

"আল্লাহুম্মাযআ'ল আউয়ালা হাযান নাহারিল (লাইল) সালাহান, ওয়া আওসাতাহু ফালাহান, ওয়া আখিরাহু নাযাহান, আসআলুকা খাইরাদ দুনিয়া ওয়া খাইরাল আখিরাতি ইয়া আরহামার রাহিমীন।"

(হে আল্লাহ, এ দিনের শুরুকে আপনি কল্যাণময় করুন, এর মধ্যভাগকে সফলতা এবং শেষভাগে সমৃদ্ধি দান করুন। আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ কামনা করছি, আপনি তাদের জন্য পরম করুণাময়, যারা দয়া প্রদর্শন করে।)

www.quraneralo.net

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا شَاءَ لَمْ يَكُنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ وَاَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكَ شَيْءٍ عِلْمًا»

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, মা শাআল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়া শা লাম ইয়া কুন ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আ'যীম, আ'লামু আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির, ওয়া আন্নাল্লাহা আহাতা বি কুল্লি শাইয়িন ইলমা।"

(সকল মহিমা ও প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, তিনি ব্যতিত আর কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে এবং তিনি যা চান না তা ঘটে না : আল্লাহ ব্যতিত কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই, তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। আমি জানি আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে সক্ষম এবং চারপাশের যা কিছু ঘটে সবই তাঁর জ্ঞাতসারে।)

«اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ وَأَنْتَ بِيْتُنِيْ وَأَنْتَ تُحْيِيْنِيْ»

"আল্লাহুম্মা আনতা খালাকতানি, ওয়া আনতা তাহদিনি ওয়া আনত. তুতইমুনি ওয়া আনতা তাসকিনী ওয়া আনতা তুমিতুনী ওয়া আনতা তাহইনি।"

(হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, আমাকে খাওয়ান ও পান করান, আপনি আমাকে মৃত্যু দান করেন এবং আপনি আমাকে পুনরায় জীবন দান করবেন।)

«اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءً، أَوْ أَجُرُّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

"আল্লাহুম্মা 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ফাতিরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহু, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া মিন শাররিশ শায়াতান ওয়া মিন শিরকিহি, ওয়া আন আক্বতারিফা আলা নাফসি সুওয়ান আও আজুররাহু আ'লা মুসলিমিন।"

www.quraneralo.net

(হে আল্লাহ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছুই আপনার জ্ঞাতসারে, আপনি আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি সবকিছুর একমাত্র সার্বভৌম মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি আপনার কাছে আমার নিজের অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও ফন্দি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি যে কোনো পাপ করা থেকে অথবা কোনো মুসলিম ভাইয়ের ক্ষতি করা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।)

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَاقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ»

"আল্লাহুম্মা রব্বাস সামাওয়াতিস সাবঈ ওয়া রব্বাল আ'রশিল আযীম, রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহু, ফালিকাল হুব্বি ওয়ান নাওয়া মুনাযযিলাত তাওরাতি ওয়াল ইনজিলি ওয়াল ফুরকান, আউযু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আনতা আখিয বিনাসিয়াতিহা আনতাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বলাকা শাইয়িন, ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাজ জাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাল বাতিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ুন, আক্বদি আ'ন্নিদ দ্বীন, ওয়া আগনি মিনাল ফাকরি।"

(হে আল্লাহ, সাত আসমান ও মহান সিংহাসনের মালিক, আমাদের ও সবকিছুর প্রতিপালক, বীজ ও খেজুরের অঙ্কুরোদগমকারী, তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনের অবতীর্ণকারী, আপনি আপনার কাছে সকল সৃষ্টজীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাদের প্রাণ আপনার হাতে। হে আল্লাহ আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনিই শেষ এবং আপনার পরে আর কেউ থাকবে না। আপনি সবকিছুর প্রকাশক *(আল জাহির)* এবং আপনার উর্ধে আর কিছু নেই; আপনি গোপনকারী *(আল বাতিন)* এবং আপনার নাগালের বাইরে কিছু নাই। হে আল্লাহ আপনি আমাদের ঋণের বোঝা নামিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি দিন।)

www.quraneralo.net

«اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ»

"আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফি বাদানী, ওয়া 'আফিনী ফি সামঈ, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফি বাসারি লা ইলাহা ইল্লা আনতা"।

(হে আল্লাহ, আমার দৈহিক ও শ্রবণ স্বাস্থ্য কবুল করুন, হে আল্লাহ আপনি আমার দৃষ্টিশক্তি কবুল করুন, আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই,)-তিনবার।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন জাহদিল বালাই ওয়া দারাকাশ শাকায়ী ওয়া সুওইল কাদাই ওয়া সামাতাতিল আ'দায়ী।"

(হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে আঃ প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত হওয়া থেকে, বাজে সমা এবং আমার দুর্ভাগ্যে আমার শত্রুর আনন্দ পাওয়া থেকে।)

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনী ওয়াল আ'যজি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়া দালাইদ দাইনি দ্বীন ওয়া গলাবাতির রিজাল।"

(হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে উদ্বেগ ও দুঃখ, দুর্বলতা ও অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরুষতা, ঋণের আগুন এবং অন্যদের কর্তৃক পরাভূত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওয়ালি 'আফিতিকা, ওয়া ফাজআতি নিক্বমাতিকা, ওয়া জামিয়ী সাখাতিকা।"

(হে আল্লাহ আমি আপনার অনুগ্রহ ও আনুকূল্য হারানো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং আপনার হঠাৎ শাস্তি ও ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

www.quraneralo.net

«اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»

"আল্লাহুম্মা আতি নাফসি তাকওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা আনতা খায়রু মান যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিউহা ওয়া মাওলাহা।"

(হে আল্লাহ আমার আত্মার প্রতি দয়া কর এবং এর পরিশুদ্ধতা দান কর, কারণ আপনি সবচেয়ে উত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনি এ আত্মার প্রতিপালক ও মনিব।)

«اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وعِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، ، وَدَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন কালবিন লা ইয়াখশাউ, ওয়া নাফসিন লা তাশবাউ', ওয়া ইলমিন লা ইয়ানফাউ', ওয়া দাওয়াতিন লা য়ুসতাজাবু লাহা"

(হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে ওই হৃদয়ের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা বিনয়ী নয়, যে আত্মা সন্তুষ্ট নয়, যে জ্ঞানের কোনো উপকারিতা নেই এবং যে দোয়ার কোনো উত্তর দেয়া হয় না, তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ»

"আল্লাহুম্মাগফিরলি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফি আমরি ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহি মিননি।"

(হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার অপচয় এবং যা আপনি আমার থেকে ভালো জানেন তা ক্ষমা করে দিন।)

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ»

"আল্লাহুম্মাগফিরলি মা কদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নি, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু আনতা ইলাহি লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

www.quraneralo.net

Contents

(হে আল্লাহ আপনি আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দিন, যেসব গুণাহ আমি গোপনে করেছি এবং যেসব করেছি প্রকাশ্যে, এবং ওইসব গুনাহও ক্ষমা করে দিন যেগুলোর খবর আমার থেকে আপনি ভালো জানেন। আপনিই সেই সত্ত্বা যিনি কাউকে সামনের দিকে নিয়ে যান এবং আপনিই সেই সত্তা যিনি কাউকে পেছনের দিকে নিয়ে যান, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ্ নেই, এবং আপনি ছাড়া আর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।)

«اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ»

"আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি ওয়া লা তু'য়িন 'আলাইয়া, ওয়া আমকুর লি ওয়ালা তামকুর আলাইয়্যা ওয়া আনসুরনি 'আলা মান বাগা আলাইয়্যা।"

(হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সহায়তা করবেন না, আমার জন্য পরিকল্পনা করুন এবং আমার বিপক্ষে কোনো পরিকল্পনা করবেন না, এবং তাদের উপর আমাকে বিজয়ী করুন যারা আমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে।)

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ إِلَيْكَ أَوَّاهًا»

"আল্লাহুম্মায 'আলনী লাকা শাককারান, লাকা যাককারান লাকা রাহহাবান, লাকা মুখবিতান, লাকা ইলাইকা আউওয়াহা।"

(হে আল্লাহ , আমাকে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায়, আপনাকে স্মরণ করা, আপনাকে ভয় পাওয়া, আপনার সামনে নম্র হওয়া এবং আপনার পথে অটল থাকার তাওফিক দান করুন।)

«اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي»

"আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল তাওবাতি ওয়া আগছিল হাওবাতি, ওয়া আজিব দা'ওয়াতি, ওয়া ছাবিত হুজ্জাতি, ওয়াহদি ক্বালবি, ওয়া ছাদ্দিদ লিসানি, ওয়াছলুল ছাখিমাতা সদরি"।

(হে আল্লাহ আপনি আমার তাওবাহ কবুল করুন, আমার সকল পাপ ধুয়ে সাফ করে দিন, আমার দোয়ায় সাড়া দিন, আমার প্রমাণকে দৃঢ় করে

www.quraneralo.net

দিন, আমার হৃদয়কে পথ প্রদর্শন করুন এবং আমার জিহ্বা দিয়ে সত্য কথা বলান এবং আমার হৃদয় থেকে অসন্তোষ দূর করে দিন।)

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ»

"আল্লাহুম্মা আসলিহ লি দ্বীনিয়াল্লাযি জায়ালতাহু ই'সমাতা আমরি, ওয়া আসলিহ লি দুনইয়াল লাতি জায়ালতা ফিহা মায়াশি, ওয়া আসলিহলি আখিরতিয়া ল্লাতি ফিহা মা'য়াদি, ওয়াযআ'লিল হায়াতা যিয়াদাতা লি ফি কুল্লি খায়রিন, ওয়াযআ'লিল মাওতা রহাতান লি মিন কুল্লি শাররিন, আল্লাহুম্মা আহসিন আ'কিবাতানা ফিল উমুরি কুল্লিহা ওয়া আযির না মিন খিযয়িদ দুনিয়া ওয়া আ'যাবিল আখিরাহ।"

(হে আল্লাহ ইসলামের প্রতি আমার অঙ্গিকারকে সুন্দর করুন, যা আমার জন্য একটি সুরক্ষা, এবং আমার বৈষয়িক সবকিছুকে সুন্দর করে দাও, যাতে আমার রিযিক রয়েছে, এবং পরকালে আমার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে দিন, কারণ এটাই আমার চূড়ান্ত আবাসস্থল। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এ জীবদ্দশায় সকল ভালো কাজ করার তাওফিক দিন এবং মৃত্যুকে সকল মন্দ থেকে অবসর গ্রহণের মাধ্যম করে দিন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবকিছুর একটি সুন্দর সমাপ্তির ব্যবস্থা করে দিন এবং আপনি আমাদেরকে এ দুনিয়ার মর্যাদাহানি থেকে এবং পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)

«بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي»

"বিসমিল্লাহি 'আলা নাফসি ওয়া আহলি ওয়া মালি"।

(আমার নিজের জীবন, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সবকিছু পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে,)

উপরোক্ত দোয়াগুলো শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার প্রাত্যহিক খাবার ও পানীয়ের মতোই দরকারি। শয়তান ও তার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য বেশ কিছু উপায় রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত অভিলাষ পূরণের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সঠিক মনোযোগে ও একাগ্রচিত্তে এসব দোয়া পাঠ করা উচিত।

www.quraneralo.net

বিভিন্ন ধরনের যিকির

ঘুমানোর সময় কী বলা উচিত

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন বিছানায় ঘুমুতে যেতেন তখন তিনি তাঁর হাতের মধ্যে ফুঁ দিয়ে *আল মুয়াববিযাত* (সুরক্ষা চাওয়ার সূরাসমূহ) তেলাওয়াত করতেন এবং এ হাত পুরো দেহে বুলিয়ে নিতেন।

বুখারী ও মুসলিমে আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন প্রতি রাতে ঘুমাতে যেতেন তখন তিনি তাঁর দুই হাত একসঙ্গে করতেন এবং *কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি রব্বিল ফালাক্ব, কুল আউযু বি রব্বিন নাস* পাঠ করে ফুঁ দিতেন, অতঃপর উভয় হাত দিয়ে মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে শরীরের যতটা সম্ভব বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনি তিনবার করতেন।[১৪৫]

আবূ মাসউদ আল আনসারী আল বাদরি-উকবান বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন:

«الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

"যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার (সুরক্ষার) জন্য তাই যথেষ্ট।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একবার আমাকে রমজানের যাকাতের পাহারার দায়িত্ব দিলেন। পাহারারত অবস্থায় এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং হাতভর্তি করে খাবার নিতে শুরু করল, অতঃপর সেই (মন্দ) লোকটি বলল: যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন তখন *আয়াতুল কুরসী* তেলাওয়াত করবেন, তাহলে আল্লাহ আপনার জন্য একজন রক্ষী নিয়োগ করবেন এবং এ রক্ষী আপনার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত খারাপ কিছু আপনার কাছে ঘেষতে পারবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন:

«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ»

"সে তোমাকে সত্যই বলেছে, যদিও সে আপদমস্তক একজন মিথ্যাবাদী। সে ছিল খুবই মন্দ লোক।"

---

১৪৫. ফাতহুল বারী, বাব ফাযল আল কুরআন, সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ

www.quraneralo.net

Contents

ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রথমে দোয়া করার জন্য অযু করতে হবে, অতঃপর ডান কাতে শুয়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াত পাঠ করবেন। অতঃপর দুই হাত একত্র করে *কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি রব্বিল ফালাক্ব, কুল আউযু বি রব্বিন নাস* পাঠ করে ফুঁ দেবেন। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে পুরো শরীরের যতখানি সম্ভব মাসেহ করবেন এবং এভাবে এটি তিনি তিনবার করবেন। এটা পাঠ করার ফলে সে সবধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। এরপর তিনি *যিকির* থেকে পছন্দনীয় যে কোনো অংশ তেলাওয়াত করবেন ঘুমানোর আগে, যা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ইসলাম গ্রহণকারী সুস্থমস্তিষ্কের কোনো লোক আয়াতুল কুরসী পাঠ না করে রাতে ঘুমাতে যেতে পারেন এটা আমি মনে করি না।

ইবরাহিম আল নাখায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তারা তাদেরকে রাতে মাতে যাওয়ার আগে আল মুওয়াব্বিযাত তেলাওয়াত করতে শেখাতেন।

রাতে যিনি ঘুমাতে পারেন না তিনি কী বলবেন

যায়েদ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দীর্ঘদিনের অনিদ্রা রোগের ব্যাপারে অভিযোগ করলাম, সব শুনে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বল:

«اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ ، وهَدَأَتِ الْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئْ لِيَلِي وأَنِمْ عَيْنِي»

"আল্লাহুম্মা গারাতিন নুজুমু ওয়া হাদায়াতিল উ'য়ুন, ওয়া আনতা হাইয়ুন কাইয়ুম, লা তাখুযুকা সিনাতু ওয়া লা নাওমু ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইউমু, আহদি লাইলি ওয়া আনিমু 'আইনি।"

(হে আল্লাহ, আকাশের তারকারাজী নিভে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু আমার চোখ এখনো জাগ্রত, এবং আপনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, ঘুম ও নিদ্রা আপনাকে পরাভূত করতে পারে না। হে চিরঞ্জীব হে চিরস্থায়ী, আমার রাতকে প্রশান্তিময় করুন এবং আমার চোখে ঘুম এনে দিন।)"[১৪৬]

১৪৬. ইবনু আস সুন্নী, বাব মা ইয়াকূলু ইয়া আসাবাহু আল আরাক্ব, ৯/২৭৩

www.quraneralo.net

আমি এ দোয়া পাঠ করলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার অনিদ্রার সমস্যা দূর করে দিলেন।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান (রহ.) থেকে বর্ণিত, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযি.) অনিদ্রা রোগে ভুগছিলেন এবং তিনিও তার এ রোগের বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি তাকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আল্লাহর উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ, তাঁর বান্দাহর অনিষ্ট, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরামর্শ দিলেন।[১৪৭]

বুরিদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযি.) আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অভিযোগ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনিদ্রা রোগের কারণে রাতে ঘুমুতে পারি না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বল:

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ جَمِيعًا ، أَنْ يُفْرِطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

"আল্লাহুম্মা রব্বিস সামাওতিস সাবঈ ওয়া মা আযাল্লাত, ওয়া রাব্বাল আরাদিনা ওয়া মা আকাল্লাত, ওয়া রব্বাশ শায়াতিন ওয়া মা আদাল্লাত কুন লি জারান মিন শাররি খালকিকা কুল্লিহিম জামিয়ান, আইয়াফরুতা আ'লাইয়া আহাদুম মিনহুম, আইয়াবগিয়া আ'লাইয়া, আ'যযা জারুকা, ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা ওয়া লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"

(হে আল্লাহ, সপ্ত আসমান এবং এর যে ছায়াবৃত করে তাঁর মালিক, পৃথিবী ও এটা যা বহন করে তাঁর মালিক, শয়তানদের এবং তারা যে বিপথে নিয়ে যায় তাঁর প্রতিপালক, আপনার সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমার জন্য আপনি সুরক্ষক হয়ে যান। আপনার প্রতিরক্ষা বড়ই শক্তিশালী এবং আপনার প্রশংসাও মহিমাময়। আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই, আর কোনো প্রতিপালক নেই।)"[১৪৮]

---

১৪৭. ইবনু আস সুন্নী, পৃ. ২১২, হা/২৭৪৮, আলবানী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।
১৪৮. সুনানে আত্-তিরমিযী, কিতাবুল দাওয়াত, ৫/২৩৮, নং৩৫২৩।

www.quraneralo.net

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কী বলা উচিত

আমর বিন শুয়াইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার পিতা বর্ণনা করেছেন তার দাদা থেকে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার পরামর্শ দিতেন:

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ»

"আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি, মিন গাদাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি, ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আইঁ য়াহযুরুন।"

(আমি আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার বান্দাহর অনিষ্ট ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে।)[১৪৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এসে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং অতঃপর ভীত হয়ে পড়ার বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

«إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فقل: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ»

"ইযা আওআইতা ইলা ফিরাশিকা ফাকুল: আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি, মিন গাদাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি, ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আইয়াহযুরুন।"

(যখন তোমরা রাতে ঘুমাতে যাবে, তখন বলবে: আমি আল্লাহ তা'আলার উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার বান্দাহর অনিষ্ট ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে।)

স্বপ্নে পছন্দনীয় অথবা অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে কী বলা উচিত

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি,

---

১৪৯. সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল তিব্ব, ৪/৩৮৯৩, আত্-তিরমিযী, আল দাওয়াত, ৫/৫৪১:

www.quraneralo.net

«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدْ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»

"যদি তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখে, তাহলে সে যেন এর জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং মানুষদেরকে এটা খুলে বলে।"

অন্য এক হাদীস অনুসারে,

«فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

সে যেন এ স্বপ্নের বিষয়ে শুধু তাদেরকে খুলে বলে যাদেরকে সে পছন্দ করে। কিন্তু সে যদি অন্য কিছু দেখে, যা সে পছন্দ করে না, সেটা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে, এ অবস্থায় সে যেন এর জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং অন্য কাউকে এটার ব্যাপারে কিছু না বলে, তাহলে এটা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১৫০]

আবূ কাতাদাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

"ভালো স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। যদি কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে যায় তাহলে যেন সে তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে এটা আর তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ»

---

১৫০. ফাতহুল বারী, বাব রুইয়া আল সালিহীন, ১২/৩৯/৪২।

www.quraneralo.net

"তোমরা যখন ঘুমিয়ে পড় তখন শয়তান মাথার পেছনে তিনটি গিট বাঁধে এবং কিছু কথা বা মন্ত্র দিয়ে সে এ গিটগুলোর স্থান আবার বন্ধ করে দেয়, দীর্ঘ রাত, তোমরা তো ঘুমিয়ে পড়। কিন্তু কারো যদি রাতে ঘুম ভেঙে যায় এবং সে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে তার একটি গিট খুলে যায়। আর সে যদি অযু করে তাহলে তার আরো একটি গিট খুলে যায় এবং সে যদি উঠে সালাত আদায় করে তাহলে তার সবগুলো গিট খুলে যায়, সকালে সে জাগ্রত হয় প্রাণবন্ত হয়ে ও নবউদ্যম নিয়ে। আর যারা এটা করে না, তাদের ঘুম ভাঙে মন্দ চেতনা ও অলসতা নিয়ে।"

টয়লেটে প্রবেশের দোয়া

আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) টয়লেটে প্রবেশের সময় এ দোয়া পাঠ করতেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

"*আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছ।*"

(হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে নারী ও পুরুষের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[১৫১]

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ»

"যখন কোনো আদম সন্তান টয়লেটে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে, তখন তাকে জিনের নজর থেকে আবৃত করে রাখা হয়।"[১৫২]

তারা বলেন, টয়লেটে প্রবেশের আগে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। অতঃপর বলতে হবে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

"*আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ।*"

(হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে নারী ও পুরুষের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

---

১৫১. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল অযু; মুসলিম, বাব ইযা আরাদা দুখুল আল খালা;

১৫২. সুনান আত্-তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, ২/৩০৫, নং-২৬০৬;

www.quraneralo.net

খাওয়া ও পান করার আগে বিসমিল্লাহ বলা

ওমর বিন আবূ সালামাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ):

«سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ»

"প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে, অতঃপর ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করবে।"[১৫৩]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি,

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ»

"যখন কোনো ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করা ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, শয়তান তখন বলতে থাকে: 'এখানে তোমার কোনো স্থান খাবার নেই।' আর যদি কেউ গৃহে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে: 'তুমি থাকার জন্য একটি জায়গা পেয়ে গেছ।' আর খাওয়ার সময় যদি কেউ আল্লাহর স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলতে থাকে: 'তোমার থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'[১৫৪]

হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে খাবার খেতাম তখন তিনি খাবারের দিকে হাত প্রসারিত করার আগে আমরা কখনো হাত বাড়াতাম না। তো একবার আমরা তাঁর সাথে একই সময়ে খাবার গ্রহণ শুরু করব, এমন সময় একটি মেয়ে এসে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল, মনে হল কেউ যেন তাকে ভেতরে ঠেলে দিয়েছে। সে এসেই খাবারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মেয়েটির হাত ধরে ফেললেন। এরপর আরেক বেদুঈন হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল, তাকে দেখেও মনে হল কেউ ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়েছে তাকে, রাসূল (ﷺ) তার হাতও ধরে ফেললেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

---

১৫৩. ফাতহুল বারী,. ৭/৮৮, মুসলিম, ৩/১৫৫৯, নং-১০৮

১৫৪. সহীহ মুসলিম, ৩/১৫৯৮, হাদিস নং-১০৩;

www.quraneralo.net

Contents

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِى يَدِى مَعَ يَدِهَا»

"যদি কোনো খাবারের ওপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা না হয়, তখন শয়তান এ খাবার তার নিজের জন্য অনুমোদিত মনে করে। সেই এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে যাতে করে তার মাধ্যমে শয়তানের নিজের খাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়, কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। অতঃপর শয়তান এ বেদুঈনকে নিয়ে এসেছে, যাতে করে এ খাবার শয়তানের জন্য অনুমোদিত হয়। সেই সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ওই মেয়েটির হাতের সঙ্গে এ বেদুঈনের হাতও আমার হাতের মুঠোয় ছিল।[১৫৫]

অতঃপর তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার গ্রহণ শুরু করলেন।

সাহাবী উমাইয়া বিন মাখশি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসে ছিলেন, আর তাঁর পাশে বসে এক লোক আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার খাচ্ছিল, এক লোকমা অথবা এক টুকরো খাবার বাকী থাকতে সে বলল: "খাবারের শুরুতেও আল্লাহর নাম এবং শেষেও আল্লাহর নাম।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসলেন এবং বললেন: শয়তানও তার সঙ্গে খাচ্ছিল, কিন্তু যখনই সে আল্লাহর নাম স্মরণ করল, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পেটে যা ছিল সব বমি করে ফেলে দিল।"[১৫৬]

আপনি কি খাওয়া অথবা পান শুরু করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না? সকল স্কলার (রাহিমাহুমুল্লাহু আলাইহি) একমত হয়েছেন যে, খাওয়া অথবা পান শুরু করার আগে আল্লাহর নাম স্মরণ করা মুস্তাহাব, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারণে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় তাহলে তার জন্য *'বিসমিল্লাহি আওয়ালু ওয়া আখিরি'* বলা মুস্তাহাব। এছাড়া এ দোয়াটি জোরে উচ্চারণ করাও মুস্তাহাব, যাতে করে একসঙ্গে খেতে বসা অন্যদেরও আল্লাহর নাম নেয়ার কথা স্মরণে আসে।

---

১৫৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ, ৩/১৫৯৭, নং-১০২;

১৫৬. সুনান আবু দাউদ, ৩/১৪০, নং-৩৭৬৮, আল নাসাঈ; আমল আল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ, পৃ১০২, নং-২৮৩।

www.quraneralo.net

Contents

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কী বলা উচিত

উম্মে সালামাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর গৃহ ত্যাগ করার সময় বলতেন:

«بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা, আও আযিল্লা আও উযিল্লাহ, আও আযলিমা, আও উযলামা, আও আযহালা আও ইউযহালা আলাইয়া।"

(পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে, আমি তাঁরই উপর আস্থা রাখি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমি বিপথগামী না হই অথবা পথভ্রষ্ট না হই, অথবা পদস্খলিত না হই অথবা হোঁচট খেয়ে না পড়ি, কারো সাথে যেন অন্যায় না করি অথবা অন্যায়ের শিকার না হই, কারো সঙ্গে যেন বোকার মতো আচরণ না করি অথবা কেউ যেন আমাকে বোকা হিসেবে গণ্য না করে।"[১৫৭]

আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে:

«بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَهُدِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ»

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, ইউক্বালু: কুফিতা ওয়া উক্বিতা ওয়া হুদিতা ওয়া তানাহ্হা 'আনহুশ শায়াতিন।"

(আল্লাহ তা'আলার নামে (বাড়ি থেকে বের হচ্ছি), আমার সকল আস্থা একমাত্র তাঁরই উপর, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই।) তখন বলা হয়: 'তোমার দায়িত্ব নেয়া হল, তোমাকে সুরক্ষিত করা হল এবং পথ প্রদর্শন করা হল, এবং শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।'

---

১৫৭. সুনান আবু দাউদ, আত-তিরমিযী; আল নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। ইমাম আত-তিরমিযী বলেন: হাদিসটি সহীহ।

www.quraneralo.net

আবূ দাউদ এ হাদীসের সাথে আরো একটু যোগ করেন: 'অতঃপর সে বলে (শয়তান অন্য শয়তানদেরকে বলে)

«وَكَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟»

"যে ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়েছে, সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং যার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে তার সঙ্গে তোমরা কী করতে পারবে?"[১৫৮]

কারো গৃহে প্রবেশের সময় কী বলা উচিত

গৃহে প্রবেশের সময় «بِسْمِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» *'বিসমিল্লাহিস সালামু আলাইকুম'* বলা মুস্তাহাব।

(আল্লাহ তা'আলার নামে, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ঘরে অন্য কোনো মানুষ থাকুক বা না থাকুক; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ﴾

যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা স্বজনদেরকে সালাম জানাবে যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বরকতময় পবিত্র সম্ভাষণ। (আন্-নুর: ২৪/৬১)

আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً مِنْ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِك»

"হে আমার বৎস, তুমি যখন তোমার গৃহে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে; এর ফলে তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত নেমে আসবে।"[১৫৯]

আবূ মালিক আল আশআরি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِاسْمِ اللهِ وَلَجْنَا ، وَبِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»

১৫৮.সুনান আবু দাউদ:৫/৩২৮, নং-৫০৯৫;

১৫৯. সুনান আত-তিরমিযী, বাব মাযাআ' ফিত্-তাসলিম ইযা দাখালা বায়তিহি

www.quraneralo.net

Contents

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লাহি ওয়া লাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া আলাল্লাহি রব্বিনা তাওয়াক্কালনা।"

(হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম প্রবেশ ও সর্বোত্তম প্রস্থানের প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলার নামে আমরা গৃহে প্রবেশ করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার নামেই গৃহ থেকে বের হয়েছি, এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের সকল আস্থা)

এ দোয়া পাঠ করার পর সে যেন তার পরিবারের সদস্যদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানায়।[১৬০]

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি,

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ»

"যখন কোনো ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ ও খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে: এ ঘরে তোমার কোনো স্থান নেই এবং এ খাবারেও তোমার কোনো ভাগ নেই। আর সে যদি গৃহে প্রবেশ করে এবং খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে: 'তুমি থাকা ও খাওয়ার একটি স্থান পেয়ে গেছ।'[১৬১]

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, ইমাম মালিক শুনেছেন যে, নির্জন ঘরে প্রবেশের সময়

«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ»

'আসসালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন' এ দোয়া পাঠ করা মুস্তাহাব।

সহবাসের সময় যা বলতে হবে

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

---

১৬০. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৫/৩২৮,৫০৯৬। আলবানী (রহ.) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৬১. সহীহ মুসলিম, ৩/১৫৯৮, নং-১০৩।

www.quraneralo.net

"তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের সময় বলে:

«بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

আল্লাহুম্মা যান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া যান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাক্বতানা।"

(পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে। হে আল্লাহ, আপনি শয়তানকে আমাদের থেকে এবং আমাদেরকে যা দান করবেন তা থেকে দূরে রাখুন।)

অতঃপর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের একটি সন্তান হওয়ার বিষয়ে ডিক্রি হয়, তাহলে সেই সন্তানের কোনো ক্ষতি শয়তান করতে পারবে না।"[১৬২]

আল বুখারী থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,

«لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»

"লাম ইয়া দুররাহু শায়তানু আবাদা"।

"শয়তান কখনোই তার ক্ষতি করতে পারবে না।"

রাগান্বিত অবস্থায় কী করা উচিত

রাগ বা ক্রোধ শয়তানের অন্যতম একটি প্ররোচনা বা ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (ফুসসিলাত:৩৬)

রাসূলের (ﷺ) সাহাবি সুলায়মান বিন সূরাদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে একত্রে বসা ছিলাম, এ সময় দু' ব্যক্তি একে অপরকে অপমান করছিল। এর মধ্যে একজনের মুখমণ্ডল প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে উঠল, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

১৬২.ফাতহুল বারী, কিতাবুন নিকাহ, ৭/২৯, সহীহ মুসলিম কিতাব আননিকাহ ২/১০৮৭, পৃ. ৫৪

www.quraneralo.net

Contents

«إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ»

"আমি এমন একটি কথা (দোয়া) জানি যা বললে বা পাঠ করলে ওই লোকের মনের ভিতর যা হচ্ছে তা কমে যাবে। যদি সে বলে *'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম'* তাহলে তার রাগ চলে যাবে।"

তারা তাকে বললেন: "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»

"আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

লোকটি বলল: "আমি কি পাগল?"[১৬৩]

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমি খুব রাগান্বিত হয়ে পড়ি, এমন সময় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করে আমার নাকের ডগা টিপে মুচড়ে দিলেন, অতঃপর তিনি বললেন:

(হে উয়াইশ, (আয়িশাহ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ) বল:

«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانَ»

আল্লাহুম্মাগফিরলি যানবি ওয়া আযহিব গাইযা ক্বালবি, ওয়া আযিরনি মিনাশ শায়তান (হে আল্লাহ, আমার পাপ ক্ষমা করুন, আমার মন থেকে ক্রোধ দূর করে দিন, এবং আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন।)

রাসূলের সাহাবি আতিয়াহ বিন উরওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»

"রাগ ও ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তানকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে। এ আগুন নেভানো হয় পানি দিয়ে, সুতরাং তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে বল অযু করতে।"[১৬৪]

---

১৬৩. ফাতহুল বারী, কিতাবু বাদ আল খালক্ব, বাব সিফাত ইবলিস, ৬/১৫১, সহীহ মুসলিম, ৪/৫/২০, নং-১০৯

১৬৪. সুনান আবূ দাউদ , কিতাবুল আদাব, ৫/১৪১, হাঃ ৪৭৮৪

www.quraneralo.net

Contents

শয়তান যদি কাউকে রেগে যেতে প্ররোচিত করে তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য নিজের রাগ প্রশমিত করা এবং আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। অতঃপর তার উচিত দ্রুত অযু করে নেয়া এবং রাগ দমন করার জন্য আল্লাহর পুরস্কারের কথা স্মরণ করা।

মুআ'য বিন আনাস আল যুহানি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ»

"যে ব্যক্তি তার রাগ দমন করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির আগে তার নাম ধরে ডাকবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে যাকে খুশি বেছে নিতে বলবেন।"[১৬৫]

সন্তানের সুরক্ষার জন্য দোয়া

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাসান ও হুসাইনের সুরক্ষার জন্য এ দোয়া পাঠ করতেন:

«أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»

"আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি, মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন।"

(আমি আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম কথা দিয়ে সকল অনিষ্টতা, বিষাক্ত সরীসৃপ এবং হিংসাত্মক সকল কুনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অতঃপর বললেন:

«إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ»

"তোমার পিতা (ইবরাহিম) তার দুই সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাকের সুরক্ষার জন্য এ দোয়াই পাঠ করতেন।"[১৬৬]

---

১৬৫. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৫/১৩৭,নং-৪৭৭৭, সুনান আত্-তিরমিযী, কিতাবুল বির্, নং-২০২২;

www.quraneralo.net

নিঃসঙ্গতার সময় যা বলতে হবে

আল ওয়ালিদ বিন আল ওয়ালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নিঃসঙ্গতা বোধ করছি। তিনি বললেন: যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন বলবে:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

"আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি, মিন গাদাবিহি ওয়া 'ইকাবিহি, ওয়া শাররি ইবাদিহি, ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতিন, ওয়া আইয়াহদুরুনা।

(আমি আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম কথা দিয়ে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দার ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) তাহলে শয়তান তোমার কোনো ক্ষতি করতে অথবা তোমার কাছে ঘেষতে পারবে না।[১৬৭]

আল বারাআ' বিন আযীব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একব এক লোক আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছে এসে তার নিঃসঙ্গতার কথা খু বলল। তিনি বললেন: বার বার এ দোয়া পাঠ করবে:

«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ، وَالرُّوحِ، جَلَّلْتَ السَّمَاوَاتِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ»

"সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসি, রব্বিল মালাইকাতি ওয়ার রূহ, জাল্লালতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা বিল ই'যযাতি ওয়াল জাবারূত।"

(সকল মহিমা সার্বভৌম আল্লাহ তা'আলার, তিনি মহান, ফেরেশতাগণ ও আত্মাদের (রূহ) তিনি প্রতিপালক, (হে আল্লাহ) আপনি আপনার ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে আসমান ও জমীন পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন।"

লোকটি এ দোয়া পাঠ করল এবং তার একাকীত্ব ঘুচে গেল।

নিঃসঙ্গতার সময়ে সর্বোত্তম দোয়া হল,

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

---

১৬৬. সহীহুল বুখারী,কিতাবুল আম্বিয়া, ৪/১৭৯।

১৬৭. ইবনে আল সুন্নী: মা ইয়াকূল ইযা আখাযা মাদজাআ'হু, পৃ-২০১, নং-৭০৫।

www.quraneralo.net

"*আউযু বিল্লাহিস সামিঈল 'আলিমি মিনাশ শায়তানির রাযীম*"।

(আমি সর্বজ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

আল্লাহ বলছেন:

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾

শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (আল ফুসসিলাত: ৪১/৩৬)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

﴿يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ﴾

"শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলবে: "এটা, ওটা, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে?" এভাবে বলতে বলতে এক পর্যায়ে সে বলবে: "তোমার সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে?" যখনই শয়তান এ চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে দেবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ চিন্তা মাথা থেকে বাদ দেবে।"

*আল-সহীহ*গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীসের আরেক সংস্করণে এসেছে,

﴿لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ﴾

"মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকবে, 'এটা আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' যদি কোনো ব্যক্তিকে তোমরা এটা বলতে শোন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলে দেবে, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"[১৬৮]

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

﴿مَنْ وَجَدَ مِنْ هَذَا الْوَسْوَاسِ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ (ثَلَاثًا) فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ﴾

"যে ব্যক্তি এ ধরনের ওয়াসওয়াসা দেখবে বা প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনবার বলে, আমি আল্লাহ ও তাঁর

---

১৬৮. ফাতহুল বারী, বাব সিফাতি ইবলিস, ৪/১৪৯;

www.quraneralo.net

রাসূলের (ﷺ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাহলে এ চিন্তা তোমার মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে।"[১৬৯]

উসমান বিন আবুল আস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), শয়তান আমার ও আমার সালাত এবং তেলাওয়াতের মাঝে হস্তক্ষেপ করেছে এবং এর মাধ্যমে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।" আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

﴿ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا﴾

"এটাকে (শয়তান) বলে খিনজাব। তুমি যখন এর মুখোমুখি হ তখন তার হাত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তো বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে।"

অতঃপর আমি এটা করলাম এবং আল্লাহ আমার নিঃসঙ্গতা দূর ক দিলেন।[১৭০]

আবূ জামেল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে (رضي الله عنهما) বললাম: "আমি আমার হৃদয়ে কিছু একটা অনুভব করছি।" তিনি বললেন: "কী সেটা?" আমি বললাম: 'আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না'। তিনি বললেন: 'এটা কি কোনো ধরনের সন্দেহ?' তিনি স্মিত হাসলেন এবং বললেন: আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত এ আয়াত নাযিল করা পর্যন্ত কেউই এটা থেকে মুক্ত হতে পারত না:

﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾

আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দেহ পোষণ কর তাহলে তোমার পূর্বে থেকে যারা কিতাব পাঠ করে আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রকৃত সত্য এসেছে। কাজেই তুমি কক্ষনো সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না। (সূরা ইউনুস ১০:৯৪)

---

১৬৯. ইবনে আল সুন্নি, বাব মা ইয়াকুল মান উবতুলিয়াহ বিল ওয়াসওয়াসা, পৃ১৮১, নং-৬২৬;
১৭০. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম,বাবুত তাওয়াউয মিনাশ শায়তানুল ওয়াসওয়াসা ফিল সালাহ, ৪/১৭২৮, নং-৬৮

www.quraneralo.net

Contents

তিনি আমাকে আরো বললেন, যখনই তুমি তোমার হৃদয়ে কিছু অনুভব করবে তখনই বলবে:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশিত আবার গুপ্ত, তিনি সকল বিষয় পূর্ণরূপে জ্ঞাত। (সূরা আল হাদীদ ৫৭:৩)

সহীহ মুসলিমে আবুল কাশিম আল কুশাইরির পত্রে ইমাম মুসলিমের সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আহমাদ বিন আতা আল রাওযাবারী আল সাইয়িদ আল জালীল আমাকে বলেন: পবিত্রতার বিষয়ে আমি ওয়াসওয়াসা অনুভব করছি; এক রাত্রে আমি এত বেশি পানি ব্যবহার করলাম যে, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম, এবং আমার হৃদয়ে কোনো প্রশান্তি ছিল না, কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছিল। তখন আমি বললাম: হে প্রতিপালক, আপনার ক্ষমা, আপনার ক্ষমা চাচ্ছি। তখন আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, কেঁদে কেঁদে বলছে, জ্ঞানের মাঝেই ক্ষমা রয়েছে। অতঃপর আমার সেই চিন্তা দূর হয়ে গেল।

আলিমগণের মধ্যে একজন বলেছেন যে, যখন কারো অযু অথবা সালাতের বিষয়ে ওয়াসওয়াসা অনুভব হবে, তখন তার জন্য *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই) এ যিকির করা মুস্তাহাব, কারণ শয়তান আল্লাহর যিকির শোনামাত্রই নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে পালায়। আর *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* হল সর্বোত্তম যিকির।

এছাড়াও আলিমগণ (স্কলারগণ) বলেছেন, ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য সর্বোত্তম ও সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির করা।

ইমামদের মধ্য থেকে একজন বলেছেন, যাদের ঈমান বেশি খাঁটি তাদেরকেই ওয়াসওয়াসা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, কারণ চোর কখনো জীর্ণকুটির টার্গেট করে না।

আল সাইয়িদ আল জালীল আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারি বলেন: আমি আবূ সুলাইমান আল দারানির কাছে ওয়াসওয়াসার বিষয়ে অভিযোগ করলাম, তিনি বললেন: তুমি যদি এটা বন্ধ করতে চাও তাহলে যখনই এর মুখোমুখি হবে তুমি এটা উপভোগ করবে, এটা উপভোগ করতে শুরু করলেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ শয়তানের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর ও কষ্টকর বিষয় হল মু'মিনের সুখ, মু'মিনের আনন্দ।

www.quraneralo.net

Contents

শয়তানের কারণে ভয় পেলে কী করা উচিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾

শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৬)

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝﴾

তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে একটা অদৃশ্য পর্দা স্থাপন ক'রে দিয়েছি। (সূরা আল ইসরা ১৭:৪৫)

যার কাছে শয়তান উপস্থিত হয় তার নিম্নোক্ত আয়াত অনুসরণ করা উচিত

১- প্রথমেই তাকে বলতে হবে:

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

'আউযুবিল্লাহিস সামিঈল আলিমি মিনাশ শায়তানির রাজীম'।

(আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

২- তাকে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত শুনতে হবে।

৩-তাকে নিয়মিত সালাতের জন্য আযান দিতে হবে।

আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালাতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, এবং তখন আমরা তাকে বলতে শুনলাম: "আমি আল্লাহর কাছে তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অতঃপর তিনি তিনবার বললেন: "আমি আল্লাহর অভিশাপে তোমাকে অভিসম্পাত করছি।" অতঃপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, মনে হল তিনি কিছু একটা নেয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রার্থনা শেষ হলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), দোয়ার মাঝে আপনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমরা ইতোপূর্বে আপনার মুখ থেকে শুনিনি এবং আমরা লক্ষ্য করলাম, আপনি আপনার হাত সামনে প্রসারিত করেছেন।" তখন তিনি বললেন:

www.quraneralo.net

Contents

«إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»

"আল্লাহর শত্রু ইবলিস আগুনের একটি কুন্ডলি নিয়ে এসেছিল আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্য এবং আমি তিনবার বললাম: "আমি আল্লাহর কাছে তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অতঃপর আমি তিনবার বললাম: "আমি আল্লাহর অভিশাপে তোমাকে অভিসম্পাত করছি।" এরপর সে তিনবার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করল। আর আমি তাকে আটক করতে চাইলাম, সেজন্যই হাত প্রসারিত করেছি, আল্লাহর শপথ, এটা যদি আমার ভাই সুলায়মানের ﷺ প্রার্থনা না হত, তাহলে এ সকালেই আমি তাকে বেঁধে ফেলতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।"[১৭১]

সাহল বিন আবূ সালিহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে বনু হারিসায় প্রেরণ করলেন, আমার সঙ্গে আমাদের কিছু দাস অথবা বন্ধু ছিল। পথিমধ্যে দেয়ালের পেছন থেকে কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকল, ডাক শুনে আমার সঙ্গীদের একজন দেয়ালের উপর দিয়ে পেছনে তাকাল, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। আমি এ ব্যাপারে আমার পিতাকে বললাম এবং তিনি বললেন: 'আমি যদি বুঝতে পারতাম যে, তোমার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটবে তাহলে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতাম না। কিন্তু তুমি যদি কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, তাহলে আযান দিবে, কারণ আমি আবূ হুরায়রাহকে (রাঃ) বর্ণনা করতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ»

"আযান দেয়া হলে শয়তান দৌড়ে পালায়।"[১৭২]

---

১৭১. সহীহ মুসলিম, বাব জাওয়ায লা'নাশ শায়তান, ১/১৮৫, নং-৪০।

১৭২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাহ, বাবুল ফাদলুল আযান ওয়া হুরুবুশ শায়তান, ১/২৯০-২৯১।

www.quraneralo.net

পোষা মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে কী বলা উচিত

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

«إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الشيطان فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ بِاللَّيْلِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا»

"তুমি যদি গাধার ডাক শুনতে পাও, তাহলে আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, কারণ এ গাধা শয়তান দেখতে পেয়েছে। তুমি যদি পোষা মোরগের ডাক শুনতে পাও, তাহলে আল্লাহর দয়া ও রহমত কামনা করবে, কারণ এটা ফেরেশতা দেখতে পেয়েছে।"[১৭৩]

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحِمَارِ مِنْ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالَا تَرَوْنَ»

"তুমি যদি রাতে কুকুর ও গাধার ডাক শুনতে পাও, তাহলে আল্লাহর কাছে শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, কারণ এরা যা দেখতে পায়, তোমরা তা দেখতে পাওনা।"[১৭৪]

যদি কারো কাছে গুল জিন উপস্থিত হয় তখন তার কী বলা উচিত

গুল (আরবি গুল, বহুবচন গিলাম) হল এক ধরনের জিন, এবং বলা হয়ে থাকে এরা হল জিনদের জাদুকর। তারা বিভিন্ন রূপে হাজির হতে পারে, কিন্তু তাদের অনিষ্টতা আযান দিলেই দূর হয়ে যাবে।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

«إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَنَادَوْا بِالْأَذَانِ»

"তোমার কাছে যদি গুল জিন হাজির হয়, তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আযান দেবে।"[১৭৫]

কারণ আযান শয়তানকে পালাতে বাধ্য করে।

---

১৭৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবু বাদা'ল খালক্ব, ৪/১৫৫।
১৭৪. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৫/৩৩২, নং-৫১০৩।
১৭৫. ইবনে আল সুন্নি, বাবু ইযা তাগাওয়ালাত আল গীলান, পৃ-১৫৩, নং-৫২৪।

www.quraneralo.net

নতুন জায়গায় যাত্রাবিরতি করলে যা করা উচিত

খাওলা বিনতে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি যে, "কেউ যদি নতুন কোনো জায়গায় যাত্রাবিরতি করে তাহলে সে যেন বলে:

«مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»

'*আউযু বি কালিমাতিল্লাহিল তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব*' (আমি আল্লাহর উত্তম কথা দিয়ে তাঁর কাছে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।) এটা পাঠ করলে ওই যাত্রাবিরতির স্থান না ত্যাগ করা পর্যন্ত তার কোনো ক্ষতি হবে না।[১৭৬]

উপসংহার

আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ নিঃসৃত কিছু অমিয় বাণী দিয়ে এ বইয়ের ইতি টানব।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে এক বাহনে সওয়ার হয়েছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

«يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»

"হে যুবক, আমি তোমাকে কিছু কথা (উপদেশ) শিখিয়ে দেব। আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে তাকে তুমি তোমার সামনে পাবে। তোমার যদি কিছু

---

১৭৬. সহীহ মুসলিম, ৪/২০৮০, নং-৫৪।

www.quraneralo.net

চাওয়ার থাকে, আল্লাহর কাছে চাও। সাহায্যের দরকার হলে, আল্লাহর কাছে চাও। একটা কথা জেনে রাখ, যদি গোটা জাতি একত্রিত হয়েও তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তাহলে তারা তোমার কেবল এতটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকুর জন্য আল্লাহ তা'আলা ডিক্রি বা আদেশ জারি করেছেন। একইভাবে তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তারা ততটুকু ক্ষতি তোমার করতে পারবে, যতটুকুর জন্য আল্লাহ তায়ালা ইতোমধ্যেই ডিক্রি জারি করেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গিয়েছে।[১৭৭]

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

«احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

"তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তিনি তোমার সামনে এসে হাজি হবেন। সুখ ও সমৃদ্ধিতে থাকাকালে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহ আল্লাহ তোমাকে তোমার বৈরি পরিস্থিতিতে স্মরণ করবেন। একটা কথ জেনে রাখ, যা তুমি ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছ, তা কখনো তোমার ক্ষেত্রে ঘটবে না। আবার তোমার ক্ষেত্রে যা একবার ঘটেছে, তা আর কখনো তোমাকে অতিক্রম করতে হবে না। আর একটা কথা জেনে রাখ, বিজয় সবসময় ধৈর্য্যের মাধ্যমে আসে, আক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তি আসে এবং কঠোরতার মাধ্যমেই সরলতা বা সহজতা আসে।"

সবশেষে, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন, সুরক্ষিত রাখেন, তিনি যেন আমাদেরকে তার তত্ত্বাবধানে রাখেন, কারণ একমাত্র তিনিই এটা করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

১৭৭. সুনান আত-তিরমিযী ৪/৬৭৭, হাঃ ২৫১৬

www.quraneralo.net

قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاغْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর। (সূরা বাকারা ২:২৮৬)

সকল প্রশংসা ও মহিমা আপনারই, হে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আমরা আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই তাওবাহ করি। হে আল্লাহ আপনি আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর পরিবার এবং তার সাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আবুল মুনযীর খলীল বিন ইবরাহিম আমীন

www.quraneralo.net